প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সন্ন্যাস গ্রহণের 'শতবার্ষিকী' প্রকাশন

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ বৈজয়ন্তী



মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
সন্ন্যাস গ্রহণের 'শতবার্ষিকী' প্রকাশন

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ বৈজয়ন্তী

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তচ্ছাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্তমান আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ-অনুকম্পিত
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ (সাধারণ সম্পাদক) কর্তৃক
প্রকাশিত

সঙ্কলন

ডাঃ শম্ভুনাথ দাসাধিকারী (শীল)

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রথম-সংস্করণ
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি

৫ গোবিন্দ ৫৩১ শ্রীগৌরাব্দ
২২ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান

'গ্রন্থবিভাগ'
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ-শ্রীমায়াপুর, জেলা-নদীয়া, পঃ বঃ।
পিন-৭৪১৩১৩ ☎ (০৩৪৭২) ২৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কোলকাতা-২৬
☎ (০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষাঃ— ১০০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

ডাঃ শম্ভুনাথ দাসাধিকারী (শীল) তাঁর এই অশীতিতম বর্ষের উর্দ্ধে বয়ঃক্রম হইলেও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমার বহু ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ এবং বাংলা গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া চলিয়াছেন এবং তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ থেকে প্রকাশিত হইলেও ঐ প্রকাশনের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য তিনিই বহন করিয়াছেন। বর্তমানে **'শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ বৈজয়ন্তী'** গ্রন্থটির তিনশত প্রশ্ন এবং তাঁহার তথ্যপূর্ণ উত্তর শ্রীল প্রভুপাদেরই লিখিত নানা গ্রন্থ হইতে উৎকীর্ণ করিয়া যথাযথ উত্তর এখানে সন্নিহিত করিয়াছেন।

এই রকম একটি গ্রন্থে বহু পারমার্থিক মঙ্গলের সমাধান পাওয়া যাইবে। পারমার্থিক লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাঁহাদের পারমার্থিক আহারের অনেক পারমার্থিক তুষ্টি ও পুষ্টি অতি অবশ্যই লাভ করিবেন। এই রকম একটি গ্রন্থ সকলেরই পাঠ করা উচিত।

ইহার দ্বারা ডাঃ শম্ভুনাথ দাসাধিকারী সকল বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করিবেন।

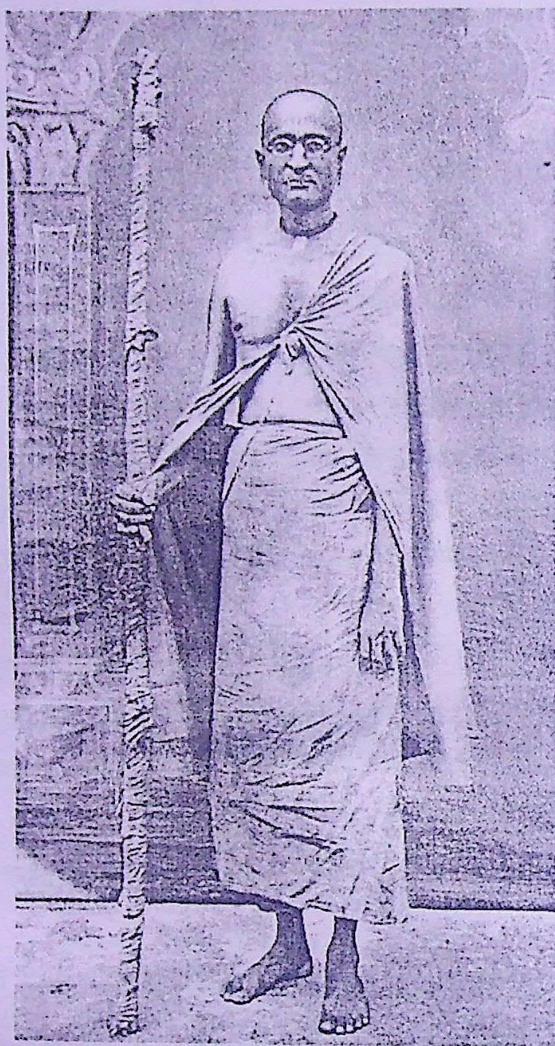
শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গ্রহণের *'শতবার্ষিকী'* উৎযাপন উপলক্ষ্যে যাঁহারা যত্নের সহিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করিলেন, তাঁহারাও ভগবানের অপার কৃপা লাভ করিবেন।

—বৈষ্ণবদাসানুদাস

ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি

আচার্য্য, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি
২০ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খৃষ্টাব্দ



আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

আবির্ভাব ঃ
২৩শে মাঘ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ,
ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।

তিরোভাব ঃ
১৬ই পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ,
ইং ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ।

প্রশ্নমালা

১। 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্' বলিতে কি বুঝায়?

২। ভগবৎসেবায় কি ফল?

৩। সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

৪। ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা স্ফূর্তি কি ভাবে হয়?

৫। বৈষ্ণব শব্দবাচ্য কে?

৬। বৈষ্ণব দর্শনে ভগবৎ-স্বরূপ কিরূপ?

৭। মায়ার ক্রিয়া কিরূপ?

৮। বৈষ্ণবগুরুবর্গের অনুকরণ না অনুসরণ কর্ত্তব্য?

৯। কীর্ত্তন দুর্ভিক্ষের মূল কি?

১০। জীবে দয়া কিরূপে হয়?

১১। গৌড়ীয়ের তিন বিগ্রহের তাৎপর্য্য কি?

১২। সেবাভিনয় কি রূপ?

১৩। কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান-এর উন্নয়নের সার্থকতা কিসে হয়?

১৪। 'মুক্ত' পুরুষ কে?

১৫। শ্রীরাধা-গোবিন্দ সেবায় অধিকার কখন আসে?

১৬। 'সাধু' কে?

১৭। যথার্থ মুক্তি কি?

১৮। কৃষ্ণাবির্ভাব কি?

১৯। প্রকৃত মঙ্গলপথ কি?

২০। মনোধর্ম্মে সত্য বস্তুর উপলব্ধি আছে কি?

২১। কৃপা কয়প্রকার?

২২। অবৈষ্ণবতায় দোষ কি?

২৩। বদ্ধজীব বৈষ্ণব-সঙ্গ বিমুখ কেন?

২৪। অবৈষ্ণবের কথা শুন্‌লে কি ফল হবে?

২৫। বৈষ্ণবের পরামর্শ নিলে কি ফল হবে?

২৬। বৈষ্ণব নির্লোভ কেন?

২৭। ভগবানকে কে দিতে পারে?

২৮। গৌরসুন্দর কি পরিকর-সহ আরাধ্য?

২৯। জীবের সাফল্য কিসে আসে?

৩০। কি প্রকার স্মৃতির আনুগত্য করা উচিত?

৩১। মনোধর্ম্ম কি?

৩২। নামাভাস ও নামাপরাধে কি ফল হয়?

৩৩। শুদ্ধ-আত্মবৃত্তি ও অন্যান্য মনোধর্ম্মের ছলনা কি করে বোঝা যায়?

৩৪। বৈষ্ণবতা লাভের উপায় কি?

৩৫। রাসলীলায় প্রবেশাধিকার কাঁহার?

৩৬। শ্রীচৈতন্যচরণে প্রপত্তি কখন হয়?

৩৭। "নৈষ্কর্ম্ম্যই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদিষ্ট"—কেন?

৩৮। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী—সকলেই ভ্রমপথে চালিত বলা হয় কেন?

৩৯। কর্ম্মী ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কি?

৪০। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন'-শব্দে আমরা কি বুঝবো?

৪১। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেই কি নবধা ভক্তি অনুস্যূতা?

৪২। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের উদ্দেশক কি কি?

৪৩। শ্রীনামে অধিকার লাভ কিসে হয়?

৪৪। গৌরাবতারের উদ্দেশ্য—জীবকুলকে নামপরায়ণ করা—তাহা নয় কি?

৪৫। হরিভজনহীনের জীবনধারণ—বৃথা নয় কি?

৪৬। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই কি একমাত্র সাধন?

৪৭। সম্যক্ কীর্ত্তন কখন হয়?

৪৮। সংকীর্ত্তনের পরিপন্থী কাহাদিগকে মনে করা হয়?

৪৯। ইন্দ্রিয়তর্পণময় কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন নহে; লীলা কীর্ত্তনের অধিকারী কে?

৫০। কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর অপস্বার্থপরতা কিরূপ?

৫১। বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধের ফল কি?

৫২। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা হইতে কিভাবে উদ্ধার লাভ করা যায়?

৫৩। তর্ক স্পৃহার অবকাশ কখন হয়?

৫৪। গুরুতে অপ্রাকৃত ভগবদভিন্ন ভগবৎপ্রিয়তম বুদ্ধি ব্যতীত শিষ্যত্ব সংরক্ষণ ও শ্রীনামগ্রহণে যোগ্যতা হয় কি?

৫৫। কৃষ্ণসেবা কি ভাবে হয়?

৫৬। আত্মদৈন্যচ্ছলে প্রকৃত গুরু ও শিষ্যের অকৃত্রিম আচারের স্বরূপ কি ভাবে বোঝা যাবে?

৫৭। দীক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কি?

৫৮। বৈষ্ণব কি পৌত্তলিক?

৫৯। মোক্ষদায়িকা পুরীবাসীর কর্ত্তব্য কি?

৬০। মানবজীবন কি ভাবে ব্যয়িত হওয়া উচিত?

৬১। সামাজিক মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য কি?

৬২। 'বৈরাগ্য' বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়?

৬৩। শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগতির ফল কি?

৬৪। নির্গুণ ও গুণ বস্তুর বিচার কি রূপ?

৬৫। হরিকথা কাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়?

৬৬। দুর্গতির কারণ কি?

৬৭। ভক্তি কাহাকে বলা যায়?

৬৮। গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ ও 'ত্যাগ' শব্দের সাধারণ রূঢ়ি কি?

৬৯। প্রকৃত ভজন কি?

৭০। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবাগন্ধহীন কার্য্য অত্যন্ত ঘৃণ্য?

৭১। গৃহেই গোলোক দর্শন কি ভাবে হয়?

৭২। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের চরিত্র লিখনের প্রয়োজনীয়তা?

৭৩। অতি-মুক্তের অভিলাষ কিরূপ হয়?

৭৪। আমরা কি কি উপাসনা ক'রব?

৭৫। চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করিবার উপায় কি?

৭৬। ভোগ ও ত্যাগের বিচার কিরূপ?

৭৭। কি করিয়া সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়?

৭৮। শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব দান কোন্‌টি?

৭৯। "শ্রীকৃষ্ণ" শব্দটিতে কি গূঢ়ার্থ নিহিত আছে?

৮০। মন্ত্র ও মহামন্ত্রে পার্থক্য কি?

৮১। সংকীর্ত্তন যজ্ঞের সুফল কি?

৮২। শ্রীধাম প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য কি?

৮৩। গুরুসেবার অভাবে কুফল কি?

৮৪। গুরুপাদপদ্ম সেবাগত গৃহস্থের গৃহ সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থান মাত্র নহে?

৮৫। অন্তর্দৃষ্টিতে শ্রীমায়াপুরের মঠাদির পরিচয় কি?

৮৬। ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ কখন করিতে হয় না?

৮৭। পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশে কি পার্থক্য?

৮৮। জীবন্মুক্ত কে?

৮৯। নাম-সংকীর্ত্তনাদির দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ্য হয়, তবে বিদ্বদ্‌গণ কর্ম্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন?

৯০। কাম্য কর্ম্মের উপদেশকারী কি 'মহাজন' পদবাচ্য?

৯১। বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলপ্রদ কৃত্য কি?

৯২। সকল বস্তুর যোগ্য পরিচর্য্যা কি?

৯৩। মনকে কি আত্মার সঙ্গে এক করা যায়?

৯৪। সেবা কয়প্রকার ও তাহার ফল কি?

৯৫। ভক্তিলতার বীজকে কি ভাবে রক্ষা করিতে হয়?

৯৬। শ্রৌত বাণী

৯৭। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সকলের পক্ষে গ্রহণীয়?

৯৮। 'বিষ্ণুসেবা' জিনিষটা কি?

৯৯। যাঁরা হরির সেবা করেন, তাঁরা কি জীবের সেবা করবেন না?

১০০। 'জীবে দয়া' কথাটি কিরূপ? অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা?

১০১। স্মার্ত্তেরা কি বিষ্ণুপূজা করেন?

১০২। অবৈধ কেন বলা হ'ল?

১০৩। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি?

১০৪। বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

১০৫। সাধ্য ও সাধন কোন্‌টি?

১০৬। কৃষ্ণোপাসনা কিরূপ?

১০৭। বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা কি?

১০৮। বৈষ্ণব দর্শনের বৈশিষ্ট্য কি?

১০৯। বৈষ্ণবগণ জাতি বিচার করেন কি?

১১০। 'নাম-সাধন' সম্বন্ধে কি বিচার?

১১১। উপদেশক সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মত কি?

১১২। সর্ব ধর্মেই কি গুরু হতে পারে?

১১৩। যাঁরা ভগবানের দেখা পান, তাঁরা কি প্রচার করতে পারেন?

১১৪। কেবলমাত্র নাম উচ্চারণ অথবা মানসিক কোন প্রকার ধারণা বা মনঃসংযোগ আবশ্যক কি?

১১৫। **Subject and Object**-কে কি এক বিচার করা যায়?

১১৬। অবৈষ্ণব কখনও কি 'গুরু' হইতে পারেন?

১১৭। জীবের মূল কর্ত্তব্য কি?

১১৮। আমাদের ধর্ম কি?

১১৯। 'বিলাস' ও 'বিরাগ' সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা হওয়া উচিত?

১২০। 'ভক্ত' ও 'অভক্তে'র কষ্টিপাথর কি?

১২১। সামাজিকতা রক্ষা বিষয়ে ত্যক্তগৃহের কর্ত্তব্য কি?

১২২। জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের প্রথা কি?

১২৩। কীর্ত্তনের বিনিময়ে কিছু স্বীকার করা যাইতে পারে কি?

১২৪। জীবে প্রকৃত দয়া কি?

১২৫। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য কি?

১২৬। গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষার মূল তাৎপর্য্য কি?

১২৭। প্রভুপাদের আদর্শ ও শিক্ষা আর কি?

১২৮। মঠ কি?

১২৯। কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ কি?

১৩০। সদ্গুরু কে?

১৩১। অসৎসঙ্গ ত্যাগ বলিতে কি বুঝায়?

১৩২। শুদ্ধকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের কারণ কি?

১৩৩। শ্রী, ভূ ও নীলা (লীলা) কি তত্ত্বে অভিহিত হইবেন? গৌরলীলায় তাঁহারা কে?

১৩৪। নিজ ও সর্ব্বোপকারক কে?

১৩৫। শ্রীগৌরসুন্দরের মুখ্য আদেশ কি?

১৩৬। প্রকৃত গুরুপদাশ্রয় বলিতে কি বুঝায়?

১৩৭। শ্রীভগবানের সংবাদ কি ভাবে পাওয়া যায়?

১৩৮। মঠের প্রচার কার্য্যের ব্যয়ভারের উৎস কি?

১৩৯। ধাম-অপরাধ কি কি?

১৪০। শ্রৌতসিদ্ধান্ত বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য কি?

১৪১। প্রকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কিসে?

১৪২। অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি?

১৪৩। আমরা কি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে পারি?

১৪৪। 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটা কি?

১৪৫। বৈষ্ণব কাহাকে বলে?

১৪৬। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কাহাদের জন্য প্রবর্ত্তিত?

১৪৭। খণ্ড-জড়বস্তুর সেবার প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি?

১৪৮। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদনের উপায় কি?

১৪৯। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অধিকার লাভ কিসে হয়?

১৫০। গৃহে বসবাসকারী মাত্রই কি গৃহী?

১৫১। প্রকৃত মুক্ত পুরুষ কে?

১৫২। কৃষ্ণসেবায় অধিকার কিসে হয়?

১৫৩। কি ভাবে ভগবানের রূপ দর্শন হয়?

১৫৪। ভক্তের দেহকে চিদানন্দময় বলা হয় কেন?

১৫৫। 'সাধু' কে?

১৫৬। কৃষ্ণাবির্ভাব বলিতে কি বোঝায়?

১৫৭। 'কৃষ্ণ' দিতে পারেন কে?

১৫৮। কখন বুঝবো যে, আমরা মায়া দ্বারা আক্রান্ত ?

১৫৯। "অমেধ্য" (আমরা যাহাকে অপবিত্র বলিয়া থাকি, বোধ হয় তথাবিধ কিছু) পদার্থ কি কি ?

১৬০। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই কি রাগানুগা ভজনের অধিকারী ?

১৬১। কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই কর্মজ্ঞানশূন্যা শুদ্ধাভক্তির অধিকারী কি ?

১৬২। বৈষ্ণবের সংজ্ঞা কি ?

১৬৩। পণ্ডিত কে ?

১৬৪। ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতার মধ্যে পার্থক্য কি ?

১৬৫। বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

১৬৬। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ কি জীবিকার্জ্জনের বস্তু ?

১৬৭। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কি ব্রাহ্মণেতর জাতিত্বে পরিগণিত হবার যোগ্য ?

১৬৮। মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য কি ?

১৬৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি ?

১৭০। বৈষ্ণবগুরুবর্গের অনুকরণ না অনুসরণ কর্ত্তব্য ?

১৭১। ঈশ্বর-বৈমুখ্য কি কি ?

১৭২। দীন দুঃখীদিগকে কি ভাবে দেখা উচিত ?

১৭৩। অপ্রকট লীলার প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ কি নির্দেশ দিয়াছিলেন ?

১৭৪। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কি ?

১৭৫। ভগবান্ হইতে জীবের ভেদবুদ্ধি আসে কিসে ?

১৭৬। কৃত্রিমতা বিষয়ে প্রভুপাদের উপদেশ কি?

১৭৭। 'মুক্ত' কে?

১৭৮। কৃষ্ণসেবার অধিকার কিসে হয়?

১৭৯। বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধবিধি কি রূপ?

১৮০। পরমার্থ-বিমুখ ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ?

১৮১। জাগতিক নীতিসমূহ কতটা উপাদেয়?

১৮২। 'অপ্রকট' তিথিকে কি রূপ বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

১৮৩। শ্রীকৃষ্ণনামের সু-ফল কি কি?

১৮৪। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার প্রণালী কিরূপ?

১৮৫। শ্রীরাধার সেবা-লাভ হয় কি ভাবে?

১৮৬। শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি কি এক তাৎপর্য্যময়?

১৮৭। শ্রীধামবাসিগণের সেবা কি আমরা করিতে পারি?

১৮৮। পরতত্ত্ব বস্তু কি?

১৮৯। কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন কি এক তাৎপর্য্যময়?

১৯০। প্রকৃত বিদ্যা কি?

১৯১। 'অনর্থ' নিবৃত্তি কিসে হয়?

১৯২। 'সঙ্গে'র ফল কি?

১৯৩। "অধোক্ষজ" বলিতে কি বুঝায়?

১৯৪। "আধ্যক্ষিক" কাহাকে বলে?

১৯৫। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতে কি তত্ত্ব?

১৯৬। সেই শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর সহিত জগৎপূজিকা দুর্গা কি এক?

১৯৭। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণে কি ভেদ আছে?

১৯৮। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভের উপায় কি?

১৯৯। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের পূর্বে কি অভ্যাস করলে মঙ্গল লাভ হয়?

২০০। বহির্ম্মুখ মানবজাতির অবস্থা কিরূপ?

২০১। যোষিৎসঙ্গের ফল কি?

২০২। ভক্তি আশ্রয় না করার কি ফল?

২০৩। মানব জীবনের সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

২০৪। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে আমাদের পরম মঙ্গলের জন্য কি শুনাইয়াছেন?

২০৫। 'ধাম' শব্দে কি বুঝায়?

২০৬। বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিলে কি হয়?

২০৭। বিষয়ী কাহারা?

২০৮। বৈষ্ণব হওয়ার কি ফল?

২০৯। নিষ্কপট সেবার ফলে কি হয়?

২১০। ভক্তগণের তথাকথিত অমঙ্গল আছে কি?

২১১। সেবায় ছলনা এবং গুরুবৈষ্ণবের নিন্দায় কি ফল হয়?

২১২। সকলকে কি শিষ্য বলা যাইবে?

২১৩। হরিভজন বাদ দেওয়া যায় কি?

২১৪। কাহারা বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন?

২১৫। শ্রীরাম ও পরশুরাম উভয়ই যদি অবতার হন, তাহা হইলে একই সময়ে তাঁহাদের প্রপঞ্চে অবস্থান কি প্রকারে সম্ভব? শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের শক্তি হরণ করিয়াছিলেন; এক অবতার অপর অবতারের শক্তি হরণই বা করিলেন কেন?

২১৬। আমাদের কর্ত্তব্য কি?

২১৭। দেবীধামের সকল জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য কি?

২১৮। বিষ্ণু-সেবা কি ভাবে করিতে হয়?

২১৯। জনৈক ভক্তকে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ—

২২০। মহাভাগবতের দেহে কোন প্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হয় কি না? এবং সেই ব্যাধি সাধারণ জীবের ব্যাধির ন্যায় কি?

২২১। ভগবানের শক্তি কয়প্রকার?

২২২। ভোগী ও ত্যাগী বিষয়ে বিচার কি রূপ?

২২৩। মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য কি?

২২৪। 'বাচক'-নামের সেবা ব্যতীত 'বাচ্য'-নামের সেবা কি লাভ করা যায়?

২২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের মধ্যে পার্থক্য কি?

২২৬। মথুরাবাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ কি বলেন?

২২৭। বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা কেন?

২২৮। সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে?

২২৯। নাম-সঙ্কীর্ত্তন কিরূপে হয়?

২৩০। ভাগবত-শ্রবণ কি রূপ?

২৩১। শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবন কি?

২৩২। মথুরাবাস কি প্রকারে হইতে পারে?

২৩৩। ভাগবতে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে ব্যাখ্যা বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি?

২৩৪। মাধ্যাহ্নিক লীলায় শ্রীরাধার সূর্য্যপূজার বৈশিষ্ট্য কি?

২৩৫। শ্রীল বিমলাপ্রসাদের (শ্রীল প্রভুপাদ) উপদেশ—

২৩৬। হরিবিমুখতার কারণ কি?

২৩৭। শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ কি?

২৩৮। শ্রীজগন্নাথদেব তত্ত্বতঃ কি বস্তু?

২৩৯। অধোক্ষজের সেবা কিরূপ?

২৪০। শ্রীরূপানুগবরের বিচারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বলিতে কি বুঝায়?

২৪১। শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবেশের উপায় কি?

২৪২। গুরু কে?

২৪৩। অপ্রকটের প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

২৪৪। আমরা ত' জীব, আমাদের জীবনের সার্থকতা কি রূপে হয়?

২৪৫। কেহ কেহ কালী, কৃষ্ণ, গণেশ প্রভৃতি সমস্তই এক বলেন; ইহা কি সত্য?

২৪৬। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ কি বলেন?

২৪৭। অপ্রাকৃত (Transcendent) কাহাকে বলে?

২৪৮। আমাদের পক্ষে সেই অপ্রাকৃত শব্দ ধারণা করিবার উপায় কি?

২৪৯। আমরা প্রাকৃত লোক, আমাদের প্রাকৃত মিশ্রভাব কি রূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে?

২৫০। মনুষ্য জন্মের কর্ত্তব্য কি?

২৫১। শাস্ত্র অনন্ত, ভগবত্তত্ত্বও অনন্ত, জীবের পক্ষে সে সমুদয় অবগত হওয়া কি সম্ভব?

২৫২। শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে না কেন?

২৫৩। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণ কি সর্বশ্রেষ্ঠ? শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

২৫৪। "আলেখ্য" বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের কি উপদেশ?

২৫৫। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের কি আদর্শ প্রদর্শন করেছেন?

২৫৬। পরের দোষ দেখি কেন?

২৫৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য কি?

২৫৮। 'ভগবানের দর্শন' জিনিষটা কি?

২৫৯। তীর্থস্থান কোথায় অবস্থিত?

২৬০। একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা কে?

২৬১। দেহধারণের সার্থকতা কিসে?

২৬২। শ্রীল প্রভুপাদ কি জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

২৬৩। 'অন্তরঙ্গ ভক্তের লোভনীয় বস্তু কি?

২৬৪। জীবের পরম ধর্ম্ম কি?

২৬৫। 'চৈতন্য-বিমুখ' বা 'দুঃসঙ্গ' বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কি?

২৬৬। 'রূপানুগ' বলিয়া আমরা নিজেরা অভিমান করি, কিন্তু সত্য সত্যই রূপানুগের লক্ষণ কি?

২৬৭। 'রূপানুগ'-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের আর একটি শিক্ষা কি?

২৬৮। নির্ব্বিশেষ মোক্ষ-লাভই চরম প্রয়োজন কি?

২৬৯। ''যত মত তত পথ''—এই বিচারই সমস্ত ধর্ম্মবিবাদের মীমাংসা ও ভগবদ্দর্শনকারীর কথা। ইহা কি ঠিক?

২৭০। মানুষের সেবা বা জীবের দেহ-মনের সেবাই ঈশ্বর-সেবা কি?

২৭১। আগে রাজনৈতিক-স্বাধীনতা লাভ করা, পরে ধর্ম্মচর্চ্চা করা, অথবা ধর্ম্ম-রাজনৈতিক সুবিধাবাদ সংগ্রহেরই অস্ত্র—ইহা কি ঠিক?

২৭২। 'জীব ভগবানের দাসানুদাস'—এরূপ অভিমান কি জীবের অধোগতিকারক?

২৭৩। নির্ব্বিশেষবাদ ও প্রেম কি একই বস্তু—নামে কেবল ভেদ?

২৭৪। রামলীলা নীতিপুষ্টা বলিয়া লোকের পক্ষে মঙ্গলকারক, কিন্তু কৃষ্ণলীলা দুর্নৈতিক ও গর্হণীয়—ইহার বিচার কি?

২৭৫। ভোগীরই অর্থের প্রয়োজন, সাধুগণের নিকট অর্থ 'বিষ' বলিয়া পরিত্যাজ্য—ইহাই কি ঠিক?

২৭৬। প্রাচীনকালের সাধু-সন্ন্যাসিগণকে জটা-বল্কল-ধারী ও বাতাহারী দেখা যাইত; কিন্তু কলিকালের সাধু বিষয়িগণের ন্যায় সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ (ও ব্যবহার) করেন। ইহাতে বক্তব্য কি?

২৭৭। বৈষ্ণবধর্ম্ম কি হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ?

২৭৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বলিয়া সঙ্কীর্ণ ও হিন্দুধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সার্ব্বজনীন!

২৭৯। যে-কোন ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার কাছে কিছু ফুল, তুলসী দেওয়া, ঘণ্টা বাজানো, স্তবস্তুতি করা বা সম্মুখে বসিয়া জপ, ধ্যান করাই কি ভক্তি?

২৮০। হরিনামের অক্ষর উচ্চারণের অভিনয়ের নামই কি হরিনাম-গ্রহণ?

২৮১। জগতে শাস্ত্রের কথা মত সদ্গুরু নাই; অতএব ইহাই কি সত্য যে কৌলিক বা লৌকিক গুরুগ্রহণের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হয়?

২৮২। গুরুই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ। এই বিশ্বাসানুসারে যে-কোন লোককে স্বয়ং ভগবান্ কল্পনা করিয়া গুরু করা যায় কি?

২৮৩। 'মহাপুরুষ' বলিয়া নামজাতা সকলেই একই শ্রেণীর! যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানন্দ, লাউৎসে, জরথুশ্ত্র, কবীর এমন কি আধুনিক কালের কতিপয় ব্যক্তি এবং শ্রীচৈতন্যদেব পরমার্থ-রাজ্যের একই পংক্তির লোক কি?

২৮৪। অনর্থ নিবৃত্তির উপায় কি?

২৮৫। অনর্থগ্রস্ত হৃদয়ে নির্বন্ধ-সহকারে নামগ্রহণের রুচি হয় না। কোন কোন সময়ে বিধিবাধ্য হইয়া নামগ্রহণের অভিনয় করিলেও জাড্য, আলস্য, নিদ্রালুতা ও নানাপ্রকার জড়চিন্তা আসিয়া বিক্ষেপ উপস্থিত করে। দেহাত্মবোধই প্রবল হইয়া উঠে। এই সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

২৮৬। অত্যন্ত অনর্থগ্রস্ত হওয়ায় এই সকল উপদেশ-পালনে বল কি ভাবে পাওয়া যাইবে?

২৮৭। মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

২৮৮। কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন তিনটি কি পৃথক?

২৮৯। 'নরতনু হরিভজনের মূল', সুতরাং নরতনুকে সুপটু রাখাই কি আমাদের কর্ত্তব্য?

২৯০। আমাদিগকে সেবাকার্য্য করিবার জন্য যে বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য করিতে হয়, তাহা কি ভজন প্রতিকূল?

২৯১। মায়াবদ্ধ বিষয়ীদিগের চিন্তা এই যে—হরিভজন করিয়াও আবার দুঃখ কেন?

২৯২। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের background কি?

২৯৩। 'মায়াপুর' শব্দটি কোথা হইতে আসিল?

২৯৪। কৃষ্ণচরিতে লাম্পট্য-কল্পনায় ভারতবর্ষে কি পাপস্রোতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে?

২৯৫। খাদ্যের সহিত কি ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে?

২৯৬। ভোগীর প্রতিযোগী ত্যাগীই কি সাধু?

২৯৭। বাক্যবাগীশতাই কি হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন?

২৯৮। ভক্তি-মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণকারী অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থ-লেখক বা বক্তা শ্রেষ্ঠ; অথবা লেখক বা বক্তা হইতে মঠ-নির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ। কোনটি?

২৯৯। লিঙ্গই বর্ণ ও আশ্রম—ইহাই কি ঠিক?

৩০০। বিষ্ঠা ও চন্দনে যাহার সমজ্ঞান, মাটি ও টাকায় যাহার সমজ্ঞান, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে যাহার সমজ্ঞান, বেশ্যা ও সতীতে যাহার সমজ্ঞান, জীবে ও ব্রহ্মে যাহার সমজ্ঞান, চেতন ও অচেতনে যাহার সমজ্ঞান —তিনিই কি পরমহংস?

৩০১। পূর্ণবস্তুর লীলাভূমি কোথায়?

৩০২। আত্মার ক্রিয়া কখন বাধাপ্রাপ্ত হয়?

৩০৩। অমলপুরাণ কোন্‌টি?

৩০৪। ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য কোন্‌টি?

৩০৫। কাশীর পণ্ডিতগণ কি শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বীকার করেন না?

৩০৬। ভাগবতের বিরুদ্ধ-উক্তি সম্বলিত কোন গ্রন্থাদি আছে না কি?

৩০৭। কিন্তু খোলাখুলিভাবে ভাগবতের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন এমন কোন লোক আছেন কি?

৩০৮। নৈমিষারণ্য ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদে কি সত্য নিহিত নাই?

৩০৯। ভগবান্ যদি ধারণাতীত বস্তু হন, তাহা হইলে ভাগবতের উক্তির মধ্যে 'আমার মনের দ্বারা' কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে কেন?

৩১০। মায়া কি?

৩১১। এই প্রকার ঘটনা কেন ঘটে?

৩১২। জীবের স্বাধীনতা কেন আছে?

৩১৩। জীবের সেই স্বাধীনতার যথাযোগ্য ব্যবহার, অপব্যবহার কি ভগবানের প্রেরণা-বলে?

৩১৪। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি ভাবে যে 'সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল?' হিন্দি গীতায় (শ্রীতিলক লিখিত) আমি একটি 'অভঙ্গ' (ভগবানকে স্তুতি) পড়িয়াছিলাম, যাহা শ্রীতুকারাম রচিত ঃ যাহার সারমর্ম্ম এই— "হে ভগবন্! আমার কর্ম যদি আমার মুক্তি আনে, তাহা হইলে তোমাকে দিয়া আমি কি করিব?"

৩১৫। 'অনর্থ' শব্দের অর্থ কি?

৩১৬। কখন এই অনর্থের ইতি হইবে?

৩১৭। এই সমস্তই যে ভগবান্ কৃষ্ণের বিমুখতা, তাহা কি ভাবে জানা যায়?

৩১৮। বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্বারা কিছু লোক ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইতে পারেন কিন্তু পৃথিবীর লোক তাহাতে কি সুবিধা লাভ করিবে?

৩১৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর কি উপকার সাধন করিয়াছেন ?

৩২০। কয়জন লোকই বা বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অবহিত ?

৩২১। আমাদিগকে সকল প্রকার পেশা ও দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-কর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে হইবে কি ?

৩২২। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি ?

৩২৩। মানুষ কি ভাবে হরিসেবা করিতে পারে ?

৩২৪। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কি প্রকার সেবা করা যাইতে পারে ?

৩২৫। যাঁহারা হরি-সেবা করিবেন, তাঁহারা কি জীব-সেবা করিবেন ?

৩২৬। জীবে দয়া বা জীবগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন বলিতে কি বুঝানো হয় ? অন্ন-বস্ত্র যোগান দ্বারা সাহায্য করা নয় কি ?

৩২৭। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার সহিত অপরের দয়ার পার্থক্য কোথায় ?

৩২৮। রামায়েৎগণ কি খাঁটি বৈষ্ণব নহেন ?

৩২৯। স্মার্ত্তগণ কি বিষ্ণুপূজা করেন না ?

৩৩০। 'অশোভন' বলা হইল কেন ?

৩৩১। অবিধিপূর্বক (অশোভন) হইলেও ত তাহা কৃষ্ণেরই পূজা !

৩৩২। পারমার্থিক ভূমি বলিতে কি বোঝায় ?

৩৩৩। যাহারা মানুষের হিতার্থে কর্ম্ম করে তাহারা কি ভাল নয় ?

৩৩৪। ভগবানের ইচ্ছা কি ভাবে জানিতে পারা যাইবে ?

৩৩৫। আমরা কেন 'সেবা'র প্রয়োজনীয়তা বোধ করি ?

৩৩৬। বাস্তব সত্য কি ?

৩৩৭। বাস্তব সত্য সম্বন্ধে যখন বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত, তখন আমরা কি প্রকারে বাস্তব সত্য নিরুপণ করতে পারি ?

৩৩৮। যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা' কেমনে ধারণা করা যায় ?

৩৩৯। পাঞ্জাব প্রদেশে ভাগবত ধর্ম্মের কথা প্রচারিত হলে আর্য্য সমাজ সন্তুষ্ট হবেন না।

৩৪০। ভাগবতের দশম স্কন্ধে যে সব অশ্লীল কথা রয়েছে, তাতে মনে হয় ভাগবত শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। ভাগবত অপেক্ষা গীতা পণ্ডিত সমাজের অধিক প্রিয়।

৩৪১। আপনি কি বলতে চান ভাগবত—গীতা অপেক্ষা উচ্চ গ্রন্থ?

৩৪২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কোন্ শাস্ত্র সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত?

৩৪৩। শ্রীমদ্ভাগবতের আগে দেবী-ভাগবত রচিত হয়েছে?

৩৪৪। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যখন দেবী ভাগবতের টীকা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই দেবী-ভাগবত সুপ্রাচীন, শ্রীমদ্ভাগবতের আগেকার?

৩৪৫। কেহ কেহ যে বলেন, ভাগবত ব্যোপদেব রচিত?

৩৪৬। ভাগবত ব্যোপদেবের রচিত নয়—এ প্রমাণ আপনি দিতে পারেন কি?

৩৪৭। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীবলদেব ইঁহাদের মধ্যে কোনও ভেদ আছে কি?

৩৪৮। শ্রীকৃষ্ণ কয়রূপে প্রকাশিত?

৩৪৯। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিচার ও গৌড়ীয়ের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের দিক দিয়া কোন্‌টি অধিকতর উৎকর্ষ?

৩৫০। রাসস্থলী কয়টি?



গ্রন্থ-পঞ্জী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

২। বিভিন্ন 'গৌড়ীয়', 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়'

৩। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

৪। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী—১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড

৫। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত—১ম, ২য় ও ৩য় প্রবাহ

৬। শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

৭। নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড)

৮। ১৯২৩ সাল হইতে বিভিন্ন 'গৌড়ীয়'

৯। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব শতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা

১০। শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী (বৈভবপর্ব—১ম খণ্ড)

১১। 'প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী'—হরিকৃপা দাস

১২। **Sri Chaitanya's Teachings** *by Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur*

"দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে হরিভজনই—প্রকৃত নির্জন ভজন"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

❖ 'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু।

❖ যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্য ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।

❖ যিনি একবারও মনে করেন—'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সেবা করিব, তুমিই একমাত্র আশ্রয়', সেইরূপ ব্যক্তিরই সুবিধা হইয়া থাকে।

❖ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ—সেবাই একমাত্র কৃত্য, যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত।

❖ যিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তা'রই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ হয়। জীবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—কৃষ্ণারাধনা ব্যতীত, অন্য কোন উপাস্য বস্তু নাই—কৃষ্ণনাম ব্যতীত।

❖ কৃষ্ণপ্রেমা—প্রাপ্যাধিকারের সকল প্রাপ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা লাভ করিতে হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লিপ্সু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

❖ 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটি পৃথক বস্তু নন। বিভিন্ন-ভাবে প্রতীত ও বিভিন্ন ভাবে গ্রাহ্য হ'লেও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা; —সকলই শ্রীনাম।

['গৌড়ীয়', ৬০/৭ সংখ্যা (২০১৬ খৃঃ) ১৪৮]

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ বৈজয়ন্তী

১। প্রশ্ন ঃ 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্' বলিতে কি বুঝায় ?

উত্তরঃ ''পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনম্'ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিবে।

হরিনামের আর অন্য Alternative নাই।

যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই প্রত্যহ লক্ষ নামগ্রহণ করিবেন; নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্য-মঠের আশ্রিত সকলেই ন্যূনকল্পে লক্ষনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অধঃপতিত বা অধঃপেতগণ 'একমাত্র ভজন' শব্দবাচ্য শ্রীনামভজনে বিমুখতাবশতঃ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে অন্য ভজনের ছলনা করেন, তদ্দ্বারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলে, সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে।

আমাদের দুর্দৈব অপনোদনের অন্য কোন উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৮]

২। প্রশ্ন ঃ ভগবৎসেবায় কি ফল ?

উত্তরঃ ''ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার বিচারে একমাত্র কর্তব্য। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনই নিবেদন নাই।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৮]

৩। প্রশ্ন ঃ সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

উত্তরঃ "ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের সহিত কীর্তন শ্রবণ করিতে হয়।"

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৬]

৪। প্রঃ—ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা স্ফূর্তি কি ভাবে হয়?

উত্তরঃ শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৪]

Ethical Principles বা moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড় বিচারে প্রপঞ্চে সর্বোত্তম, এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্বাপেক্ষা বড়, উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে।

অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তগণকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন, কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় moral standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। "কর্তব্য-বুদ্ধি" কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক সেবা-কার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে সুদুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৩৮]

যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অন্তিমকালে সেই স্থান বা জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়।

সর্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে নিজেই পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথার শ্রবণফল লাভ ঘটিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে।

ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থাতেই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত। হৃদয়ে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাতঃ প্রতীতি কমিয়া যায়।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৪৪-৪৫]

যে সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে-কোন প্রকারে কৃষ্ণমিলনের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাহারা দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৪৯]

কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৫১]

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে, ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহা তাঁহাদের শয়তানী মাত্র, উহাকে আমরা কখনও 'ভক্তি' বলিতে পারিব না।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৫৩]

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায় সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধী জনগণ আপনার ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষনাম করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৫৪]

নীলকমলের পরিবর্তে রামচন্দ্রের চক্ষুৎপাটন-ঘটনা তামস প্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের নিমিত্ত তামস উপপুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়। বাল্মীকি ঋষি রাম-চরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই।

মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই গর্হিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র কখনও তাঁহার পূজা করেন না। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নহেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৫৫, ৫৬]

যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রাদলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৬০]

দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞান লাভ—এক নহে।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৬১]

‘ভজন’ বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ ভোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৬৩]

ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐগুলিই

আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য নিবেদন নাই।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৭০]

জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরিবিমুখ সঙ্গকেই হরিসেবার অনুকূল বোধ হইতে থাকে, তখন শুদ্ধ হরিভজন-স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। পুত্রস্নেহ-পাশ, পত্নী সহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্যকালের জন্য পতিত করায়।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী পৃঃ ৭৬-৭৭]

শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন। পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্যরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩]

মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই, কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি —কৃষ্ণভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬]

শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধিপূর্বক আদর সহ নামগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী গৌরকৃষ্ণ উভয়েই এক জানিতে পারা যায়।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯]

ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবানও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করিবেন।

হরিসেবার নামই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ নামোচ্চারণকেই 'ভক্তি' বলিয়া জানিতে পারিবেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০]

বৎসরে একবার মহাপ্রভুকে দেখিবার চেষ্টা করা ভক্ত মাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১]

সর্বদা হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। শ্রদ্ধার সহিত সর্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। ভগবান্ পরম দয়ালু, অবশ্যই কোন না কোন দিন তাঁহার দয়া হইবে।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪]

দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণলাভ হয় না। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১]

কৃষ্ণনাম করিলে সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭]

'একাকী আমার নাহি পায় বল'—এই পদটি স্মরণ রাখিয়া সকলে মিলিয়া আমাদের অভীষ্ট কীর্তন-যজ্ঞ সমাপণ করুন। সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য সদ্‌গুণ।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩]

যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতে উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬০]

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুইপ্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণ-প্রেম, আর প্রতিকূল-সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্বদা ষড়্বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহ জগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধি কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত কাম-প্রবৃত্তি।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬-১২৭]

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২]

শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কেবল কৃষ্ণভজনার্থী হইয়া শারীরিক মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছাও ভক্তির অনুকূল ব্যাপার।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২]

দৈহিক অবস্থা ভাল না থাকিলেও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন যুক্তি-সঙ্গত নহে। তবে একেবারে অসমর্থ হইলে ভজন কেবল স্মরণ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪]

অসতের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ মিলাইয়া জীবনপথে অগ্রসর হউন; পাষণ্ডী অঘ-বকাদি সূর্য্যোদয়ে ভূত-প্রেত-পিশাচাদির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। মহাপ্রভুর "শিক্ষাষ্টক" লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন'ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮]

ভক্তসেবার জন্যই শ্রীধামে বাস, সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁহাদের নিকট 'অধিক' সহানুভূতি চাহিলে এবং তাঁহাদের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে "শ্রীধামভোগ" নামক অপরাধ হইয়া পড়ে। শ্রীধামভোগ করা অপেক্ষা ভোগ্য ভূমিকায় বাস করিয়া দূর হইতে শ্রীধামের ভক্তগণেরই সেবা করা আবশ্যক। শ্রীধাম-ভোগ কার্য্যে কে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার একটা তালিকা হওয়া আবশ্যক।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫]

মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।

[প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৭]

বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুবস্তুই দর্শন করেন; —বিষ্ণুই তদ্বস্তু এবং বৈষ্ণবগণই তদীয়। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব, যথাক্রমে নিত্যশক্তিমান্ ও শক্তি-পরিণত এবং বিষয় ও আশ্রয়স্বরূপ হইয়া নিত্যরসের আলম্বন ও অন্যোহন্য-সম্বন্ধময়; উভয়ের সেব্য-সেবনবৃত্তি নিত্যা, সুতরাং কালক্ষোভ্য না হওয়ায় নশ্বর বা কর্ম্মায়ত্ত নহে,—পরন্তু অনাদি। জড়কাল বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ। বৈষ্ণবের অবস্থান নিত্য, তাঁহার দর্শনও নিত্য, কোন কালে পরিবর্ত্তনযোগ্য নহেন। চেতনময় ও জড়ময় যাবতীয় বস্তুসর্গে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ, সুতরাং সকলেই 'বৈষ্ণব'। এই জগতে জীব মাত্রেই 'বৈষ্ণব'; কিন্তু জড়বস্তুর প্রতি ভোগাভিনিবেশক্রমে হরিবিমুখ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া নিজ-স্বরূপ ন্যূনাধিক বিস্মৃত।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০-১১]

৫। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব শব্দবাচ্য কে?

উত্তরঃ কৃষ্ণসেবোন্মুখতাই বৈষ্ণব সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। ভগবৎসেবায় সর্বাত্মদ্বারা যাঁহার অখিল চেষ্টা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি কায়মনোবাক্যে হরি-সম্বন্ধিবস্তু-জ্ঞানে হরিসেবনোপযোগী বিষয়গ্রহণপূর্বক যে কোন অবস্থায়

অবস্থিত থাকিয়া হরির নিরন্তর অনুশীলনপর, যাঁহার হরিসেবা লাভের প্রয়োজন ব্যতীত ধর্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তির অভিলাষ নাই, তিনি উপরি উক্ত যে-কোন-পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সকলে জানিবেন। যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্যদাসাভিমানী এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি যোষিৎসঙ্গী নহেন। বৈষ্ণব—কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ ও মৌনী।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২-১৩]

৬। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব দর্শনে ভগবৎ-স্বরূপ কিরূপ?

উত্তরঃ মায়ার অন্তর্গত বস্তু মাত্রেরই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪]

৭। প্রশ্ন ঃ মায়ার ক্রিয়া কিরূপ?

উত্তরঃ অগ্নিতপ্ত জ্বলন্ত লৌহ যে রূপ অগ্নির নিকট দাহিকা-শক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তুর দহনে সমর্থ হয়, মায়াও সেরূপ ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া মাতা বা 'উপাদান-কারণ' রূপে বর্ণিত হয়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭]

৮। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবগুরুবর্গের অনুকরণ না অনুসরণ কর্ত্তব্য?

উত্তরঃ বৈষ্ণবগুরুগণের বেষ—পরমহংস বেষ; তাঁহারা সতত হরিসেবা-পরায়ণ। গুরুর বেষ গ্রহণ করা আমাদের মত শিষ্যব্রুব পাষণ্ডীর উচিত নহে। হরিসেবা-বৃত্তি বাদ দিয়া গুরুর বেষ বা পারমহংস-বেষ লইয়া আজকাল কিরূপ ব্যভিচার চলিতেছে! আমাদের গুরুবর্গের পরমহংস বেষের সম্মান

প্রদর্শন করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মোপযুক্ত বেষ ধারণ করিয়া হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই কর্ত্তব্য।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫]

৯। প্রশ্ন ঃ কীর্ত্তন দুর্ভিক্ষের মূল কি?

উত্তরঃ গুরুবর্গের অবমাননা-হেতুই আজকাল কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালের কীর্ত্তন—জড়ের কীর্ত্তন, ব্যবসার খাতিরে কীর্ত্তন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য কীর্ত্তন, জড়েন্দ্রিয়তোষণের জন্য কীর্ত্তন, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা বা হরিতোষণের জন্য নহে। মহাপ্রভু তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য—ইহাদিগকে 'ব্যসন' বলিয়াছেন; কিন্তু হরি-সেবানুকূল হইলে ইহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ভজন। আজকালের কীর্ত্তন ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭]

১০। প্রশ্ন ঃ জীবে দয়া কিরূপে হয়?

উত্তরঃ জীবে দয়াই একমাত্র হরিকথা কীর্ত্তন। কৃষ্ণ কীর্ত্তনের ন্যায় জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উপায় বা উচ্চ আদর্শ নাই বা হইতে পরে না।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০]

১১। প্রশ্ন ঃ গৌড়ীয়ের তিন বিগ্রহের তাৎপর্য্য কি?

উত্তরঃ গৌড়ীয়ের সেব্য তিনটী বিগ্রহ—মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে এই তিনটী নাম উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণই—মদনমোহন, গোবিন্দই—গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভই—গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই—সম্বন্ধ, গোবিন্দ-সেবাই—অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ কর্ত্তৃক আকৃষ্টিই—প্রয়োজন। শ্রীসনাতনপ্রভু মদন-মোহনের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে জীবের গোবিন্দ-সেবায় অধিকার হয়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১]

১২। প্রশ্ন ঃ সেবাভিনয় কি রূপ ?

উত্তরঃ ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবক যে-সে হইতে পারে না। দশ টাকা বেতন লইয়া দেবল ভগবানের 'সেবা' করিতে পারে না, বিশ টাকা দিয়া 'নাম-কীর্তন' হয় না, পঞ্চাশ টাকা ফুরণ করিয়া 'হরিকথা'র বক্তৃতা হয় না বা 'ভাগবত' পাঠ হয় না,—উহাতে ভাষা-বিন্যাস বা লোকরঞ্জক আমোদ-প্রমোদ হইতে পারে; উহা ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম নহে, উহার নাম ভোগ বা কর্ম্মমার্গ।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫]

১৩। প্রশ্ন ঃ কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান-এর উন্নয়নের সার্থকতা কিসে হয় ?

উত্তরঃ জগতে শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির যত কিছু উন্নতি হইতেছে, তৎসমস্ত বৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত হইলেই উহাদের সার্থকতা। কিন্তু ঐ সকল বস্তু ভোগীর সেবায় লাগিলে পণ্ডশ্রম ও জগদ্ বিন্যাসের হেতুমাত্র হইয়া থাকে।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৬]

১৪। প্রশ্ন ঃ 'মুক্ত' পুরুষ কে ?

উত্তরঃ হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত পুরুষ যথা সর্বস্ব দিয়া নিরন্তর হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত, তিনিই 'মুক্ত'।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪]

১৫। প্রশ্ন ঃ শ্রীরাধা-গোবিন্দ সেবায় অধিকার কখন আসে ?

উত্তরঃ শ্রীজয়দেব রচিত অষ্টাধ্যায়ী বা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীরাম-রায়ের জগন্নাথবল্লভ, শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব, শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের রাধারসসুধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলাপকুসুমাঞ্জলী, শ্রীল কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণভাবনামৃত, তখনই পাঠ করিতে পারা যায়—তখনই ঐ সকল গ্রন্থের অপ্রাকৃত মধুর-রসের কথায় কাহারও অধিকার জন্মায়, যখন বাহ্যজগতের ভোগপ্রধান চিন্তা-

স্রোতের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারা যাইবে। সেই সৌভাগ্য-ভাণ্ডার সকলের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, সকলেই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে, পাঁচ প্রকারের মধ্যে কোন একটী নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপগত-রসে জীবের (সাধকের) স্ব-স্ব- অধিকার উন্মুক্ত হইবে। 'মুক্ত' না হলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার কাহারও হয় না। কৃষ্ণ—একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হইতে পারে না। মধুর রসে স্বাভাবিক নিত্যরুচি-বিশিষ্টা রাধারাণীর পাল্য-দাসীর নিত্যকিঙ্করী হুইবার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪]

১৬। প্রশ্ন ঃ 'সাধু' কে?

উত্তরঃ জটা-জুট ধারণ করলে, ত্যাগী সাজ্‌লে বা বড় গৃহস্থ হ'লেই তাকে 'সাধু' বলা যায় না; সর্বক্ষণ হরিকথা নিরত ব্যক্তির নামই সাধু, সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু, নিত্যকাল সর্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য,—তিনিই সাধু।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০]

১৭। প্রশ্ন ঃ যথার্থ মুক্তি কি?

উত্তরঃ কৈতব বা ছলনা-রাজের প্রধান অধিবাসিনী—'মুক্তি'। প্রকৃত মুক্তি লাভ কে কর্‌বে? সেই মুক্তি পাওয়াটা—বদ্ধাবস্থা হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া— স্বভাবকে লাভ করা, যাকে আশপাশ আবদ্ধ করেছে, তা'র সেই পাশ হ'তে বিমুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১]

১৮। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণাবির্ভাব কি?

উত্তরঃ 'কৃষ্ণাবির্ভাব' জিনিযটা—প্রত্যেক জীব হৃদয়ে যে শুদ্ধ-চেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণ চেতনের পূর্ণপ্রকাশ।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬]

১৯। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত মঙ্গলপথ কি?

উত্তরঃ যে কাল পর্য্যন্ত জীবে ভগবানের অবিমিশ্র-সেবা-বৃত্তি উদিতা না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহার কোনও কৃষ্ণ-জ্ঞান হয় নাই, জান্‌তে হবে। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবাই যে একমাত্র কৃত্য—যতদিন না আমরা উপলব্ধি ক'রতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমরা আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি হ'তে ছুটি পেতে পারি কখন? —যখন আমরা নিষ্কপটে কার্ষ্ণের শরণ গ্রহণ করি। সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি সূর্য্যরশ্মি আমাদের নিকট নির্বাধ হইয়া বহুদূর হইতে একায়েক উপস্থিত হন, তদ্রূপ ভগবানও প্রপঞ্চে আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়ে থাকেন। নিরন্তর যাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের আশ্রয়েই—তাঁহাদের শ্রীহস্ত দ্বারা উন্মীলিত চক্ষেই আমাদের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ ভজনে চেষ্টা-বিশিষ্ট—যিনি সর্বতোভাবে প্রতিপদ-বিক্ষেপে ভগবানের সেবা করেন—সর্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া কিছুই করেন না, এমন কোনও পুরুষের সেবাই আমাদিগকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন দিতে পারে। কৃষ্ণ—সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি। সঙ্কীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েও অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের কৃত্য নাই। গৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও কার্ষ্ণের বেশে নানাপ্রকারে, নানাভাবে, নানা ভাষায়—'একমাত্র কৃষ্ণ ভজন কর'—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০]

২০। প্রশ্ন ঃ মনোধর্ম্মে সত্য বস্তুর উপলব্ধি আছে কি?

উত্তরঃ মনোধর্ম্মে চালিত—রূপরসে আচ্ছন্ন থাকা-কাল-পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপর জনের সত্যবস্তু কৃষ্ণের উপলব্ধি হয় না। তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তিত হ'লেও আমরা সে-সকল উপলব্ধি কর্‌তে পারি না।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১]

২১। প্রশ্ন ঃ কৃপা কয়প্রকার ?

উত্তরঃ দয়া দুইপ্রকার (১) সাধনাভিনিবেশজ, (২) কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণপ্রসাদজ। ভক্তের নিজের সম্পত্তিই কৃষ্ণ। ভক্তই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণ সেবোন্মুখ ব্যক্তির আত্মবৃত্তিতেই উদিত হন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১]

২২। প্রশ্ন ঃ অবৈষ্ণবতায় দোষ কি ?

উত্তরঃ আমাদের মনে হ'তে পারে—"কেউ বা 'বৈষ্ণব' হয়, কেউ বা নিজ রুচি অনুসারে 'অবৈষ্ণব' হয়—ইহাতে আর দোষ কি ?" অবৈষ্ণব হ'লে আমাদের নানা অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিকাদি ক্লেশ এসে উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিমুখতাই ক্লেশের একমাত্র কারণ। ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য করার দরুণ আমরা ক্লেশ পাচ্ছি। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে ভগবানের উপাসনা বাদ দিয়ে যাতে অন্য লোকে আমাদের উপাসনা করেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টান্বিত করাচ্ছে। এইরূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা 'কর্ত্তা' সাজ্‌ছি। যে দিন আমরা সাধুসঙ্গ করি, সে দিনই জান্‌তে পারি—"আমি কর্ত্তা নই, ভগবান্ আমাদের সেব্যবস্তু।"

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪-৩৫]

২৩। প্রশ্ন ঃ বদ্ধজীব বৈষ্ণব-সঙ্গ বিমুখ কেন ?

উত্তরঃ বৈষ্ণবের নিকট কথা শুন্‌লে পাছে তিনি 'বিষ্ণুসেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য'—এই কথা জানিয়ে দেন, এ জন্যে তাঁর কাছে হরিকথা শুন্‌তেও ভয় হয়। মোহাচ্ছন্ন আমি, আমার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা নিয়ে তখন তাহা বৈষ্ণবের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা ক'রে ব'লে থাকি—'বৈষ্ণব আমার মনের উচ্ছৃঙ্খলতা —আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনে যখন প্রশ্রয় দেন না, তখন তিনি সাম্প্রদায়িক বা একঘেয়ে!' যা'রা ভগবানের সেবা বিশেষরূপে অবগত হ'য়ে নিরন্তর ভগবানের প্রীতির জন্য অখিল চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, তাঁদের আনুগত্যে কর্ণের সার্থকতা সম্পাদন করতে পার্‌বো।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫-৩৬]

২৪। প্রশ্ন ঃ অবৈষ্ণবের কথা শুন্‌লে কি ফল হবে?

উত্তরঃ যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি, অবৈষ্ণবের পরামর্শ নেই, তা' হ'লে দৃশ্য জগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা করতে করতে আবৃত অবস্থায় আমার অনন্ত-কোটি জীবন কেটে যাবে।

২৫। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবের পরামর্শ নিলে কি ফল হবে?

উত্তরঃ বৈষ্ণবের নিকট শুন্‌তে পা'বো যে বিষ্ণুর সেবা করলেই সমগ্র চেতন অচেতন পরমাণুর সেবা হয়ে যাবে। অতএব বিষ্ণুসেবাই আমাদের কর্ত্তব্য।

২৬। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব নির্লোভ কেন?

উত্তরঃ বৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন। তাঁকে কোনও বস্তু লুব্ধ করতে পারে না। পরজগতে বা এজগতে এমন কোনও লোভের বস্তু নাই, যা' কৃষ্ণপাদ নখাগ্রের শোভা হ'তে অধিকতর লোভনীয় হ'তে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের শুদ্ধাসেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জান্‌তে হবে—মোহিনী মায়া বহুরূপিণী হ'য়ে আমাদিগকে জাপ্‌টে ধরেছে—আক্রমণ করেছে।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬]

২৭। প্রশ্ন ঃ ভগবানকে কে দিতে পারে?

উত্তরঃ যিনি অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য দ্বারাই জীবের মঙ্গল লাভ হয়। দরিদ্র ব্যক্তি যদি দাতার বেষ গ্রহণ করে, তা' হ'লে সম্পত্তি তার যতটুকু, ততটুকু হ'তেই সে অপরকে দান করতে পার্‌বে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্য সম্পত্তি—'সাক্ষাৎ নারায়ণ'। সাক্ষাৎ নারায়ণ যদি নিজেকে দিয়ে দেন, তা' হ'লেও তাঁর কিছু দেওয়া বাকি থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণ-ভাবেই ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন। তাতে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণামেবাবশিষ্যতে।।

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫।১)

বিষ্ণুসেবা হইতে বৈষ্ণব-সেবা শ্রেষ্ঠ। সেই বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭]

২৮। প্রশ্ন ঃ গৌরসুন্দর কি পরিকর-সহ আরাধ্য ?

উত্তরঃ পরিকর-বিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী। পরিকর বাদ দিয়ে গৌরসুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের অনুকরণ দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না— 'অনুসরণ' দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০]

২৯। প্রশ্ন ঃ জীবের সাফল্য কিসে আসে ?

উত্তরঃ সকল অবৈষ্ণব বিচার ছেড়ে আমরা বৈষ্ণব-মহাজনের অনুসরণ-পূর্বক ভগবৎসেবায় যেন নিযুক্ত থাকি, তদ্ব্যতীত অন্যান্য চেষ্টায় আমাদের নরক-পাতের ও যমদণ্ডের আশঙ্কা নিবারিত হয় না। সেই জন্য বৈষ্ণবের সেবক হইলেই জীবের সাফল্য।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২]

৩০। প্রশ্ন ঃ কি প্রকার স্মৃতির আনুগত্য করা উচিত ?

উত্তরঃ শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত আমরা অন্য কথায় থাক্‌বো না। যে স্মৃতিতে বিষ্ণুভক্তির বাধা হচ্ছে, সেরূপ স্মৃতিকে আমরা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর্‌বো। স্মার্ত্তের অনুগমন করলে বিষ্ণুসেবা হয় না।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ।।"

একমাত্র বৈষ্ণবই গুরু হ'তে পারেন, অন্যের বৈষ্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত 'গুরু' হ'বার যোগ্যতা নাই।

৩১। প্রশ্ন ঃ মনোধর্ম্ম কি?

উত্তরঃ জগতে বহু সাধন-প্রণালীর কথা আছে, কিন্তু একমাত্র মঙ্গল হয় যে নাম-গ্রহণের পন্থায়, তাহাই আমার ভাল লাগ্‌ছে না!

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—অভিন্ন। ইহাতে যে পার্থক্য স্থাপন করে, সে মনোধর্ম্মী। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭৬),—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সব—মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল', 'এই মন্দ',—এই সব ভ্রম।।"

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫০]

৩২। প্রশ্ন ঃ নামাভাস ও নামাপরাধে কি ফল হয়?

উত্তরঃ যে কালে আত্মা হরিসেবা করেন, তখন আত্মার হরিসেবা ধর্ম্মক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা করতে বাধ্য হয়। যখন 'নামাভাস' হয়, তখন জীব এই জগৎ হ'তে মুক্ত হ'য়েছে।

'নামাপরাধ' দ্বারা ধর্মার্থকাম লাভ হয়, কখনও বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার তৃপ্তি অতৃপ্তিও লাভ হয়। শ্রীবিল্বমঙ্গল বলেন (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ১০৭ শ্লোক),—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১]

৩৩। প্রশ্ন ঃ শুদ্ধ-আত্মবৃত্তি ও অন্যান্য মনোধর্ম্মের ছলনা কি করে বোঝা যায়?

উত্তরঃ আত্মা দ্বারাই ভগবানের উপাসনা হয়। আত্মার বৃত্তি আবৃত হ'লে কখনও ভগবদ্বস্তুকে 'ব্রহ্ম', কখনও বা 'পরমাত্মা' ব'লে সন্তুষ্ট হই। কিন্তু যখন আমাদের ভজনীয় বস্তুর দর্শন লাভ হয়, তখন আমাদের অনুভবের

ব্যাপারে অতুল শ্যামসুন্দর-রূপের দর্শন হয়। আত্মা—ভগবানের সেবার উপকরণ।

ভক্তরাজ ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

"কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়।।"

যদি অধঃপতিত হ'তে ইচ্ছা করি, তা' হ'লে অপথ-কুপথ অবলম্বন ক'রে কৃষ্ণলীলা অনিত্য মনে ক'রে, কর্ম্মকাণ্ডে, জ্ঞানকাণ্ডে ধাবিত হই। মহাপ্রভু আমাদিগকে নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। যা'রা নাক টিপ্‌তে পারে, বুজরুগী দেখাতে পারে, Athletic feat দেখাতে পারে, ছলপাণ্ডিত্য বা ছলাভিজাত্য জাহির করতে পারে, তা'দিগকে আমরা 'গুরু' ব'লে গ্রহণ কর্‌তে পারি। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীত অপরে 'গুরু' হ'তে পারে না। তা'রা বৈষ্ণবের শিষ্য হ'লে, কালে তা'দের মঙ্গল লাভ হয়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১-৫২]

৩৪। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবতা লাভের উপায় কি?

উত্তরঃ অনেকে বৈষ্ণবের দাস না হ'য়েই—বৈষ্ণবের সেবা না করেই 'বৈষ্ণব' হ'য়ে যে'তে চায়। কিন্তু বৈষ্ণবদাস্য ব্যতীত বৈষ্ণবতা লাভ অসম্ভব। আমরা অনেকে অভক্ত হ'য়ে নিজদিগকে 'ভক্ত' মনে করি। কিন্তু আমি কোথায়? আমি ত' ভক্ত নই—অনুক্ষণ ভগবানের সেবা-রত নই। কোন সময়ে পুরুষ অভিমান ক'রে স্ত্রী-রূপে প্রলুব্ধ হই, কোন সময়ে স্ত্রী অভিমান ক'রে পুরুষে মুগ্ধ হই—আমার ন্যায় পাষণ্ডী, পাপিষ্ঠ, নরাধম আবার 'ভক্ত' শব্দবাচ্য হতে পারে?

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২]

৩৫। প্রশ্ন ঃ রাসলীলায় প্রবেশাধিকার কাঁহার?

উত্তরঃ যাঁর বাহ্য-বিষয়ে বিরতি হয়েছে—ভগবানের কথায় লোভ

হ'য়েছে, তাঁকেই অনুগ্রহ কর্‌বার জন্য ভগবান্ রাসলীলা বিস্তার করেছেন; কিন্তু (ভাঃ ১০।৩৩।৩০),—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।"

মৃত্যুঞ্জয়ের শুন্‌বার উপযোগী রাইকানুর গান শুন্‌বার অধিকার আমাদের নাই। যতকাল আমরা বাহ্যজগতে আকৃষ্ট হয়ে র'য়েছি, ততকাল আমরা মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে অভিভূত হয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই ধাবিত হই। বাহ্যজগতের দৃশ্য যখন বাসুদেবময় হ'বেন, তখন না আমরা রাসস্থলী যেতে পারবো! তা'র পূর্বে তদ্রূপ কল্পনা—বামন হ'য়ে চাঁদ ধরবার উচ্চাশার ন্যায় বাতুলের চেষ্টা মাত্র। এই হাড়-মাংসের থলি নিয়ে কৃষ্ণ-বক্ষে আরোহণ করা যায় না। যে ঐরূপ ধৃষ্টতা করত যায়, তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবি। যারা বিদ্যার মহিমা, আভিজাত্যের মহিমা, সৌন্দর্য্যের মহিমা, ঐশ্বর্য্যের মহিকাকে 'থুথু' ফেলবার মত করতে পেরেছেন, তাঁ'দের কাণেই কৃষ্ণকথা প্রবেশ করতে পারে।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২-৫৩]

৩৬। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্যচরণে প্রপত্তি কখন হয়?

উত্তরঃ ভগবদ্-দ্রষ্টা পুরুষের বিচার; সম্বন্ধ-জ্ঞানলব্ধ ব্যক্তির শ্রীচৈতন্য-চরণে প্রপত্তি হয়। সূর্য্য দর্শন ক'রে যেমন আমরা বুঝতে পারি, সমস্ত আলোর মালিক সূর্য্য, তদ্রূপ যাঁ'রা ভগবদ্দর্শন করেছেন, তাঁরা অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ জানেন যে, সকল শক্তির শক্তিমান্ প্রভুই কৃষ্ণ। তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাঁর ইচ্ছাশক্তি কেহ প্রতিরোধ করতে পারে না। 'ভগবান্—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং আমরা তাঁহার আশ্রিত অণুচিৎ'—যখন আমি ইহা বুঝ্‌তে পারি, তখন বৃহৎ সচ্চিদানন্দের সেবাই আমাদের কার্য্য হয়, তখন আমরা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করি।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪]

৩৭। প্রশ্ন ঃ "নৈষ্কর্ম্ম্যই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদিষ্ট"—কেন ?

উত্তরঃ শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধ বিরাগ ও ভক্তি—এক তাৎপর্য্যময়। ইহাতে স্বীয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পরিবর্ত্তে সকলই নৈষ্কর্ম্ম্য। কর্ম্মকাণ্ড মুক্ত পুরুষের কৃত্য নহে। যা'তে জীবের পরম-মঙ্গল লাভ হয়, ভাগবত সেই পরমাত্মার কথা কীর্ত্তন করেন। একমাত্র ভাগবতেই নির্ম্মল কৃষ্ণভজনের কথা সুব্যক্ত; মোক্ষকামী ভোগত্যাগ করলেও ঈশ্বরের উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫]

৩৮। প্রশ্ন ঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী—সকলেই ভ্রমপথে চালিত বলা হয় কেন ?

উত্তরঃ যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ করেছেন, ভাগবত বলেন, —তিনি ভুলপথ অবলম্বন করেছেন। ভক্তি হ'লেই সহজে মুক্তি হ'তে পারে, প্রেয়োবস্তু লাভ হ'লে শ্রেয়োবস্তু লাভ নাও হ'তে পারে, কিন্তু শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন,—আমি আমার ভগবানের সেবাই করবো, তিনি গ্রহণ ক'রতেও পারেন, নাও পারেন; —ইহাই ভক্তি।

৩৯। প্রশ্ন ঃ কর্ম্মী ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তরঃ কর্ম্মিগণ এ জীবনে ও পর জীবনে নিজের ভোগ চায়। ভক্তি—নির্ম্মল আত্মারই বৃত্তি। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রতে পারি, তবেই অনায়াসে এই পৃথিবী হ'তে পৃথক হ'তে পারবো।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬]

৪০। প্রশ্ন ঃ 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন'-শব্দে আমরা কি বুঝবো ?

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণ + সংকীর্ত্তন = শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ = শ্রী + কৃষ্ণ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা; সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই 'সংকীর্ত্তন', অথবা 'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে 'সংকীর্ত্তন'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তনের নাম—'সংকীর্ত্তন'।

৪১। প্রশ্ন ঃ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেই কি নবধা ভক্তি অনুস্যূতা ?

উত্তরঃ সাত্বতস্মৃত্যুক্ত সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টিপ্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অনুর্ভুক্ত। অভিধেয় বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত-প্রচার-লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন'ই একমাত্র অভিধেয়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩ ও ৮৫]

৪২। প্রশ্ন ঃ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের উদ্দেশক কি কি?

উত্তরঃ সকল সাধন ও সকল শাস্ত্রই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের উদ্দেশক। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়ে 'মথুরা বাস', 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা' হ'লে তা' দ্বারা মথুরা-বাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল, সমস্তই লাভ হয়। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজেকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যে দিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেইদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্বদা নৃত্য করতে থাকেন (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যা-ধৃত শাস্ত্র বাক্য),—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত।।"

—হে ভারতবংশাবতংশ, যিনি শত শত পূর্ব জন্মে বাসুদেবের সম্যগ্-রূপে অর্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৮৭]

৪৩। প্রশ্ন ঃ শ্রীনামে অধিকার লাভ কিসে হয়?

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারী মঠবাসিগণের সেবা-ফলে শ্রীনামে অধিকার লাভ হয়। যে যে বস্তুর দ্বারা হরিসেবা হয়, তাহা সর্বপ্রকারে মঠেই আছে। মঠবাসিগণের সেবা কর্‌লেই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। মঠবাসিগণ সর্বদা সর্বতোভাবে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁ'দের হরিজন-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁদের 'হরিজন' বলে উপলব্ধি নাই, তাঁদের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন। যাঁরা গৃহস্থ, তাঁরাও যদি নিজেদের হরিভজন দ্বারা গৃহ প্রতীতি হইতে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের অস্মিতায় বাস করতে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে স্বীয় ভোগোপকরণ-রূপে না জেনে কৃষ্ণসেবোপকরণ জান্‌তে পারেন, তবে তাঁ'দের মঙ্গল হ'বে। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রামকে যদি বাহ্যজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে কখনও শ্রীনাম-পরায়ণ হ'তে পার্‌ব না।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭-৮৮]

৪৪। প্রশ্ন ঃ গৌরাবতারের উদ্দেশ্য—জীবকুলকে নামপরায়ণ করা—তাহা নয় কি?

উত্তরঃ আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্‌বার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু এই স্থানে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। 'আমদানী-রপ্তানী'—আদান-প্রদান যদি ভগবান্ ও ভগবদ্দাসগণের সহিত কর্‌তে পারি, তা' হ'লেই বণিক্-সমাজের আদান-প্রদান-কার্য্য বা 'কর্ম্মবাদ' হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌বো। আমরা বাহ্যজগতের রূপ, গুণ, বিচিত্রতা দর্শনে ব্যস্ত—আমরা বাহ্য সংজ্ঞাতে ব্যস্ত। বাহ্যরূপ দর্শনাদিতে যদি কৃষ্ণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা উহা—'মায়া'।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮]

৪৫। প্রশ্ন ঃ হরিভজনহীনের জীবনধারণ—বৃথা নয় কি?

উত্তরঃ খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই,—পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্যজন্ম লাভে যে যোগ্যতা হ'য়েছিল,

সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি 'হরিভজন' না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া-দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে যায়, তা' হলে যে যোগ্যতা লাভ হ'য়েছিল, সেটি ত' হারানো হ'লই, তা' ছাড়া জন্ম-জন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়্তে হ'লো। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন কর্বার জন্য।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯]

৪৬। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই কি একমাত্র সাধন?

উত্তরঃ হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান্ হউক, পুণ্যবান হউক, পাপী হউক; যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তা'দের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন' একমাত্র—'শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন'।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯০]

৪৭। প্রশ্ন ঃ সম্যক্ কীর্ত্তন কখন হয়?

উত্তরঃ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকারীর কীর্ত্তনের সহযোগিতা দ্বারাই সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত যে কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সে কাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা ক'রে থাকে। যা'দের হৃদয় নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যা'রা নিজেকে নিজে বঞ্চনা করতে চায়, তা'দের অনুগত হয়ে কীর্ত্তন করলে কোন মঙ্গল হবে না, উহা মায়ার কীর্ত্তনই হ'য়ে যাবে। মালা-তিলক-ফোঁটা লাগিয়ে ব'সে আছে, 'হো হো' কর্ছে,—পিত্ত বৃদ্ধি কর্ছে—গুরুর নিকট শ্রবণ করে নাই—কীর্ত্তন করতে জানে না,—তা'দের অনুগত হ'লে সংকীর্ত্তন হবে না।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯১]

৪৮। প্রশ্ন ঃ সংকীর্ত্তনের পরিপন্থী কাহাদিগকে মনে করা হয়?

উত্তরঃ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ব্যতীত নির্ভেদ জ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গযোগী প্রভৃতিও সংকীর্ত্তনের পরিপন্থী। তাঁরা বলে থাকেন,—"বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তঃ

কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ”; কেহ কেহ বা পতঞ্জলী ঋষির অনুগত হ'য়ে রেচক-পুরকাদি ক'রে প্রাণকে আরাম বা সংযম কর্‌বার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তাঁ'রা বাহ্য জগতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন। মনে করি, —'নিবৃত হব', কিন্তু সাধুর জীবন লাভ আমার ভাগ্যে হ'য়ে উঠে না! জগৎ হ'তে তফাৎ হ'তে ইচ্ছা করি, 'যোগ পথ', 'বেদান্ত পাঠ' প্রভৃতিতে মঙ্গল হ'বে মনে করি, কিন্তু ঐ প্রকার ত্যাগীর কল্পনা বা প্রচ্ছন্ন ভোগ-পিপাসা আমাদের নিঃশ্রেয়স আনতে পারে না ব'লে ঐ সকল চেষ্টা—'অভিধেয়' শব্দ বাচ্য হ'তে পারে না। তাই, যাঁ'রা অবঞ্চক হ'য়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্য কথা বল্‌ছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ বলেন,—

“কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে', কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।”

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম নয়, সুতরাং ঐ সকল জীবের প্রয়োজন নহে।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯২]

৪৯। প্রশ্ন ঃ ইন্দ্রিয়তর্পণময় কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন নহে; লীলা কীর্ত্তনের অধিকারী কে?

উত্তরঃ কেবল সুর, মান, তাল, লয়—এ সকল কীর্ত্তন নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াত' হতে বললেন না। তিনি বললেন, সর্বক্ষণ 'হরিকীর্ত্তন' কর। খোলে রকমারি বোল উঠা'তে পার্‌লে বা লোক ভুলাতে পার্‌লেই 'কীর্ত্তনকারী' হওয়া যায় না। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটা 'হরিকীর্ত্তন' নয়—যা' দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, সেটিই 'হরিকীর্ত্তন'। নিজে লীলা-প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন কর্‌তে পারা যায় না।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০০]

৫০। প্রশ্ন ঃ কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর অপস্বার্থপরতা কিরূপ?

উত্তরঃ ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ ও মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন,—সে-সকলই কৈতব বা ছলনা। ঐ সকলের প্রয়াস যা'দের আছে, তা'দের মুখে 'হরিনাম' বেরোবে না। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাসনার জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখিয়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। নিজ নিজ ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে কর্‌তে হবে না। নিজের সুবিধার জন্য ভগবানকে কখনও 'চাকর' করবো না—খাটাবো না। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম ইচ্ছা করেন, তা'দিগকে 'কর্ম্মকাণ্ডী', আর যা'রা কর্ম্মফলত্যাগের বিচার করেন, তা'দিগকে 'জ্ঞানকাণ্ডী' বলা হয়; তা'রা উভয়েই স্বার্থপর—ভগবানকে চাকর কর্‌বার জন্য ব্যস্ত। ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবানকেও তা'দের ভোগের বস্তু কর্‌বার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু শুদ্ধভক্ত বলেন (মুকুন্দমালা-স্তোত্র ৬)—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।

[—হে হরে! আমি বিষয়সুখের জন্য অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দন করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুর-কামিনীগণের সুকোমল তনুলতা সমূহের যোগে সুখ লাভ করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দন করি না; কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতি স্তরে আশ্রিত হইবার জন্যই হৃদয়-মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।]

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০১]

৫১। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধের ফল কি?

উত্তরঃ 'বৈষ্ণবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ'—দু'টো একই জিনিষ। নাম-

অপরাধের ফলে ভোগের চেষ্টা হয়,—কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় আগ্রহযুক্ত হ'তে হয়।

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০২]

৫২। প্রশ্ন ঃ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা হইতে কি ভাবে উদ্ধার লাভ করা যায়?

উত্তরঃ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ ব্যতীত উহাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ অসম্ভব। যদি আমরা নন্দনন্দনের সেবার অধিকার প্রার্থনা করি, তা' হলে আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক; —

'তোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।।
প্রতিষ্ঠাশা তরু জড় মায়া মরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।।'

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা যথাস্থানে নিয়োগ কর, তা' না হলে তা'র ফল বিষময় হ'বে। অমঙ্গলের হাত হতে উদ্ধার লাভ করতে চাইলে মহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।।"

[প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০২-১০৩]

যিনি হরিভজন করেন, তিনিই প্রেমভক্তির আচার্য্য ও প্রচারক। হরিভজনের কৃত্রিম অনুকরণের দ্বারা যথার্থ 'প্রচার' হয় না, যেহেতু উহা আচার নহে। কৃষ্ণসেবার অনুসরণকারী দুঃসঙ্গ-বিমুক্ত সদাচার বিশিষ্ট ভক্তই প্রতি গৃহে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রচার করিতে সমর্থ।

[শ্রীচৈতন্যভাগবত ১।২।১৭৯ টীকায় প্রভুপাদ]

"সেবকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা।"

[গৌড়ীয় বিঃ সঃ ৪৮২ গৌরাঙ্গ, পৃঃ ১৫]

"শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্ন বিগ্রহ। তিনি গৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশ বিগ্রহ। তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবৎতত্ত্ব।"

[গৌড়ীয় বিঃ সঃ ৪৮২ গৌরাঙ্গ, পৃঃ ১৬]

৫৩। প্রশ্ন ঃ তর্ক স্পৃহার অবকাশ কখন হয়?

উত্তরঃ শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোনপ্রকার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে না। অদ্বয়জ্ঞানবস্তু যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা ক'র্‌তে হবে।

[শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫]

৫৪। প্রশ্ন ঃ গুরুতে অপ্রাকৃত ভগবদভিন্ন ভগবৎপ্রিয়তম বুদ্ধি ব্যতীত শিষ্যত্ব সংরক্ষণ ও শ্রীনামগ্রহণে যোগ্যতা হয় কি?

উত্তরঃ মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তি না বলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হবে না। তা'র একটা প্রমাণ শ্রুতিতে আছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।

ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের

সহিত এক দেহ—'সেব্য ভগবান্' আর 'সেবক ভগবান্'—'বিষয় ভগবান্' আর 'আশ্রয়-ভগবান্'। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান্ আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয় ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

[ঐ পৃঃ ২২, ২৩]

৫৫। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবা কি ভাবে হয়?

উত্তরঃ গুরুগৌরশিক্ষা সরলভাবে পরিপালনই কৃষ্ণসেবা। আমি মূর্খ-সম্প্রদায়ের—হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা কর্‌বো না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আদেশ ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ।" আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন কর্‌তে কপটতা কর্‌বো না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের, কপট-সম্প্রদায়ের, ফল্গুত্যাগী-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেব না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। "নাচ্‌তে বসে ঘোম্‌টা টান্‌লে হ'বে না।" আমি গুরুর কার্য্য কর্‌ছি, কিন্তু যদি আমার 'জয়' দিতে হবে না—এ কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি—'বেশী ক'রে আমার 'জয়' দাও', তা' হ'লে সেটা 'কপটতা' ছাড়া আর কিছুই নয়। 'কপটতা' সুনীচতা নহে। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—ফল্গুত্যাগিগণ—স্বার্থপরগণ বুঝ্‌তে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কি রূপ জগতের সর্ব্ব বিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লবমাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

[ঐ পৃঃ ২৪, ২৫]

৫৬। প্রশ্ন ঃ আত্মদৈন্যচ্ছলে প্রকৃত গুরু ও শিষ্যের অকৃত্রিম আচারের স্বরূপ কি ভাবে বোঝা যাবে?

উত্তরঃ বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, পশু হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের

তরে contract করে সেইরূপ নরকে যেতে চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদ বাকি কা'রও কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'র্‌বো—আমি এতদূর দাম্ভিক।

[ঐ পৃঃ ২৬]

৫৭। প্রশ্ন ঃ দীক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কি?

উত্তরঃ মন্ত্রের উপদেশ মাত্র দীক্ষা নয়; যাহাতে দিব্যজ্ঞান হয়, তাহার নামই—দীক্ষা। জীব নিজে শত শত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বা নিজের মনোমত ভজনের অভিনয় করিয়া নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শব্দার্থ জ্ঞানকে মন্ত্রার্থ জ্ঞান সাহায্য করেন। মহান্তগুরুর নিকট শিষ্যের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রাপ্তিতে বাহ্য জগতের যে পরিভাষা—যাহা অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিময়ী, তাহা তাঁহার চিত্তে স্থান না পাইয়া সে স্থানে মন্ত্রার্থ বা বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি অধিকার স্থাপন করেন।

[ঐ পৃঃ ৩৩]

৫৮। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব কি পৌত্তলিক?

উত্তরঃ বৈষ্ণব পৌত্তলিক নহেন। আমরা কিছু সাধারণ প্রতিমার পূজক নহি। আমরা আত্মবৃত্তিতে পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য লালায়িত। আমাদের আত্মা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত।

[ঐ পৃঃ ৩৪]

৫৯। প্রশ্ন ঃ মোক্ষদায়িকা পুরীবাসীর কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ এই মোক্ষদায়িকাপুরীতে (বারাণসী ক্ষেত্রে) যাঁহারা মোক্ষ লাভের জন্য লালায়িত হন, তাঁহাদের উচিত যে, গৌরসুন্দর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা। 'আমরা কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি'—এই বিচারটি যাহাতে আমাদের আত্মবৃত্তিতে পুনরুদ্দীপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা চেষ্টা করিব।

[ঐ পৃঃ ৩৫]

৬০। প্রশ্ন ঃ মানবজীবন কি ভাবে ব্যয়িত হওয়া উচিত?

উত্তরঃ আমরা শিশুকাল হইতেই যে সমাজে লালিত-পালিত, তাহাতে (জড় ভাব) এত বেশী যে, নিত্য জীবনের আলোচনার জন্য এক মুহূর্ত্তও সময় দিতে পারি না। ব্যবহারিক কার্য্যে ২৪ ঘণ্টা ব্যয় করি। নিজে যে কি বস্তু, তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা করি না। অখণ্ডকালের নিকট শতবর্ষ পরমায়ুর কি আর পরিমাণ? সুতরাং মানবজীবনের ২৪ ঘণ্টাই পারলৌকিক বিচারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে যে, তিনি শতবর্ষব্যাপী জীবন সেন্দ্রিয় দেহের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করিবেন, 'স্বার্থপর' হইবেন।

[ঐ পৃঃ ৪৬]

৬১। প্রশ্ন ঃ সামাজিক মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ যিনি সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি নিজের স্বার্থের সহিত অপরের মঙ্গল চিন্তা করিবেন। মানব বাস্তবিক বুদ্ধিমান হইলে মানবের তাৎকালিক কার্য্যের সঙ্গে নিত্য অবস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা প্রতি পদে পদে, নিদ্রা, জাগরণে প্রভৃতি কালে সর্বদা বিচার করা আবশ্যক।

[ঐ পৃঃ ৪৭]

৬২। প্রশ্ন ঃ 'বৈরাগ্য' বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়?

উত্তরঃ "বৈরাগ্য" অর্থে ভগবদিতর বস্তুতে আসক্ত না হইয়া ভগবদ্ অনুশীলনে ব্যস্ত হওয়া। কিন্তু সাবধান! ভগবদনুশীলনের ছলনায় প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রত বা ফল্গুবৈরাগী হইও না। নিজেকে নিজে বঞ্চনা করিও না। কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিলে নিজেই ঠকিবে।

[ঐ পৃঃ ৫২]

৬৩। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্যচরণে শরণাগতির ফল কি?

উত্তরঃ সাধারণ মনুষ্য হইতে যাঁহার (যে চৈতন্য মহাপ্রভুর) বিশেষত্ব, তাঁহার কথা শ্রবণে একটু সময় দিলে মানব-রাজ্যে প্রকৃত শান্তির পথ ভগবদুপাসনা উপস্থিত হইবে। ভগবানকে পুত্রভাবে পালন করিতে প্রবৃত্তি

হইবে। আমাদের সমস্ত ভাব যদি ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত করিতে পারি, তবেই তাহার সার্থকতা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচরস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে না পারিয়া—বালকের ন্যায় নিজের মঙ্গল নিজে না বুঝিয়া পরমার্থ-বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া সর্বতো-ভাবে তাঁহার সেবা করিতে চাই না।

[ঐ পৃঃ ৫৪]

৬৪। প্রশ্ন ঃ নির্গুণ ও গুণ বস্তুর বিচার কি রূপ?

উত্তরঃ হরি—নির্গুণ; নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য রাস্তা নাই—একমাত্র 'কাণ' ছাড়া। গুণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক—মর্ত্ত্যমঙ্গল প্রসব করে, রজোগুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে আমরা ক্ষণিক মঙ্গল বা অমঙ্গলে ধাবিত হ'তে পারি, তমোগুণের দ্বারা অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত হই। যতক্ষণ আমরা জীবিত থাকি, ততদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সার্থকতা মাত্র, মরে গেলে উহাদের কোন সার্থকতা নাই। তখন এই গুণজাত জগৎ আমাদের কাছে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। গুণজাত জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায় বলে নির্গুণ জগৎ স্তব্ধ হয়ে যায় না। [ঐ পৃঃ ৬৯]

৬৫। প্রশ্ন ঃ হরিকথা কাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়?

উত্তরঃ আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয় বস্তুর সেবা কর্‌বার জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা' হ'লেই আমাদের কাণে কথা যাবে—আমরা কথা শুন্‌তে পার্‌ব—ধর্‌তে পারবো। যারা ভাগ্যহীন, 'তা'রা কথা শ্রবণ কর্‌ছে' মনে কর্‌লে কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শুন্‌লো না—বঞ্চিত হল। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুন্‌বো,—নিষ্কপটে সাধুর সেবা না কর্‌বো, সেই সেই মুহুর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়ে মায়া আমাদিগকে গ্রাস করবে।

[ঐ পৃঃ ৭২]

৬৬। প্রশ্ন ঃ দুর্গতির কারণ কি?

উত্তরঃ 'আমি কে'—এই কথা আলোচনা না হ'লেই আমাদের দুর্গতি ঘটে—সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভন আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা একটুকুও অসতর্ক হই, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া-রাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদিগকে গ্রাস ক'রে ফেলে। পারমহংসী কথা নিয়তঃ শ্রবণ না কর্‌লে এই মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার পাওয়ার আর উপায় নেই।

[ঐ পৃঃ ৭৭]

৬৭। প্রশ্ন ঃ ভক্তি কাহাকে বলা যায়?

উত্তরঃ কর্ম্মবীরদের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে কতদিন পাবে? কে পাবে? কোন্ স্থানে পাবে?—এ সব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুলপথে ধাবিত হচ্ছে। একমাত্র শ্রীচৈতন্যপদরেণুর সেবা যাঁদের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হয়েছে, তাঁরাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার আধিকারিক পদবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই—ভক্তি।

[ঐ পৃঃ ৮৭]

৬৮। প্রশ্ন ঃ গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ ও 'ত্যাগ' শব্দের সাধারণ রূঢ়ি কি?

উত্তরঃ মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ; ফল্গুত্যাগীর ভূয়ো ত্যাগের মত নহে। কেউ বল্লেন, ইনি দশ হাত কাপড় ত্যাগ ক'রে পাঁচ হাত কাপড় পর্‌ছেন—কেউ বল্লেন, ইনি জুতো ত্যাগ কর্‌ছেন—কেউ বল্লেন, তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করেছেন, এসব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এগুলির কপটতা ধরা পড়ে।

[ঐ পৃঃ ৯৫]

৬৯। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত ভজন কি?

উত্তরঃ কল্পিত বা রচিত ছড়া-কীর্ত্তন "শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন" নহে—উহা নামাপরাধ কীর্ত্তন, উহা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ' বা 'ভজন' নহে। 'আত্মেন্দ্রিয়

তর্পণ অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধ মাত্র। শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামের সংকীর্ত্তনই ভজন; তাহাই সদ্য—প্রেম-সম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ এবং ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্বসাধুজন নির্ণীত।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ৫]

৭০। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবাগন্ধহীন কার্য্য অত্যন্ত ঘৃণ্য ?

উত্তরঃ বৈষ্ণবের বিচারে যে কার্য্যে কৃষ্ণসেবাগন্ধ নাই, সে কার্য্য জাগতিক বিচারে পরম শ্লাঘ্য হইলেও অত্যন্ত ঘৃণ্য।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ১০]

৭১। প্রশ্ন ঃ গৃহেই গোলোক দর্শন কি ভাবে হয় ?

উত্তরঃ যে দিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন বাসুদেবময় জগৎদর্শন করিতে পারিবেন, সেই দিন আপনাদের এই বিশ্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারী-জাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহার উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণ-ভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনার পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনারা পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া শ্রীবাল-গোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুনসৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন। আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রত ধর্ম্মের হাত হইতে ছুটি পাইবেন।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ১৩-১৪]

৭২। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব আচার্য্যগণের চরিত্র লিখনের প্রয়োজনীয়তা ?

উত্তরঃ "গদাধরের চরিত্র লিখুন, লিখবার পূর্বে গদাধর চরিত্রের সংগৃহীত উপকরণগুলো কি ভাবে সাজাতে হবে ও তাঁর চরিত্রের কি কি বৈশিষ্ট্য, তা' আমাকে একবার দেখিয়ে ও শুনিয়ে নেবেন। এরূপভাবে অন্যান্য

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্র লেখা অবশ্যক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সেবা ব্যতীত আমাদের মঙ্গল হ'তে পারে না। মহাপ্রভুর সেবা হ'তে মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা করলে সপরিকর বৈশিষ্ট্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় মহাপ্রভুর সেবা হয়।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ৩৯]

৭৩। প্রশ্ন ঃ অতি-মুক্তের অভিলাষ কি রূপ হয়?

উত্তরঃ আমরা পরমোৎসাহভরে কৃষ্ণনামচরিত অনুশীলন করব—মথুরা ও ব্রজে বাস ক'রব—শ্রীরূপের আনুগত্য করতে করতে কৃষ্ণকীর্তন ক'রব, তা' হ'লেই আমাদের স্মরণ হ'বে—আমরা রাধাকুণ্ডতটে নিরন্তর স্বসেব্য কুঞ্জে থেকে আশ্রয়ানুগত্যে বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়ে বার্যভানবী-দয়িতের অষ্টকালীয় সেবায় পরিচর্য্যা ক'রতে কর'তে আমাদের সকল আশার পরাকাষ্ঠা লাভ ক'রব। ইহা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অভিলাষ নাই—ইহা ব্যতীত অতিমুক্তের আর কিছু অভিলাষ থাক্‌তে পারে, ইহাও আমাদের ধারণায় নাই।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ৪৬]

৭৪। প্রশ্ন ঃ আমরা কি কি উপাসনা ক'রব?

উত্তরঃ শ্রীগুরু, শ্রীনাম, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর—সকলেই অভিন্ন তত্ত্ব। আমরা কৃষ্ণেতর পঞ্চোপাসনা ক'রে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী হ'ব না, আমরা কৃষ্ণের পঞ্চোপাসনা ক'রব—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ শ্রীগুরুদেবের উপাসনা ক'রব—অপ্রাকৃত শব্দাবতার নাম-কৃষ্ণের উপাসনা কর'ব—ভাগবত কৃষ্ণের উপাসনা ক'রব, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করব—গৌরকৃষ্ণের উপাসনা ক'রব—আমরা কৃষ্ণকে পঞ্চরসে উপাসনা ক'রব এবং শ্রীরূপানুগ হ'য়ে পঞ্চরসের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার মধুর-রসে কৃষ্ণোপাসনা ক'রব।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ৪৬-৪৭]

৭৫। প্রশ্ন ঃ চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করিবার উপায় কি?

উত্তরঃ "সর্ব্বে মনোনিগ্রহ লক্ষণান্তাৎ—সকল সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য মনোধর্ম্ম বা মনের চাঞ্চল্য নিরাস ক'রে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হ'তে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি পন্থায় মনের সাময়িক স্তব্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া এনে মনকে অধিকতর চাঞ্চল্য-সাগরে পাতিত করে। এ-বিষয়ে দীর্ঘকাল হিরণ্য ও কশিপুর সেবারত হিরণ্যকশিপুর মূর্ত্তপ্রতীক অসুরবর্য্যের প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশই মনের চাঞ্চল্য নিরাস ক'রবার একমাত্র উপায় ও উপেয়।"

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ৫৪]

৭৬। প্রশ্ন ঃ ভোগ ও ত্যাগের বিচার কিরূপ?

উত্তরঃ ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের আন্তর অবস্থা দেখ্‌তে দেয় না, ভোগীকে ভোগ দিয়ে ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তা' বুঝ্‌তে অবসর দেয় না; ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে। ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নয়, সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ৫৫, ৫৭]

৭৭। প্রশ্ন ঃ কি করিয়া সহজে ভগবানকে পাওয়া যায়?

উত্তরঃ ভগবানের সেবা করেন যাঁরা—ভগবানের ভক্ত যাঁরা, তাঁদের সঙ্গেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। ভক্তগণ ভগবানের সেবা সার ক'রেছেন। তাঁ'রা ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ এবং ভগবানের লীলা কথাকেই জীবন-সর্বস্ব করে সর্ব্বদা সেই সকলের আলোচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবানের যে আলোচনা হয়, ভক্তমণ্ডলীতে যে আলোচনা, তার মধ্যে পার্থক্য ত' আছেই, পরন্তু একেবারেই বিপরীত। অতএব ভক্তসঙ্গে—সর্ব্বস্বের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণকারী ভাগবত-স্বরূপ ভক্তগণের সঙ্গে ভাবস্ফূর্ত্তি ভাগবতের আলোচনা ও উভয়বিধ ভাগবত-সেবার দ্বারাই সহজে ভগবানের সেবা লাভ হয়।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ১ম প্রবাহ, পৃঃ ৫৯, ৬১]

৭৮। প্রশ্ন ঃ শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব দান কোন্‌টি?

উত্তরঃ শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব্ব দান মানব জাতিকে দিয়েছেন, তা' সাক্ষাৎ "ভগবৎপ্রেমা"। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা জীবকুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক'রছে। গৌর-সুন্দরের দান কোন্ গোমুখী মুখ দিয়ে বর্ষিত হয়েছিল? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেম প্রয়োজন মহীরুহের মধ্যমূল। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁ'র একটী মূলমন্ত্র গান করেছিলেন। সেই গান শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ শুনেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বর পুরীপাদের মুখে সেই গান শুন্‌বার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটি এই—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"

ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা বলেছিলেন। আর বল্‌লেন,—'মথুরানাথ'; 'বৃন্দাবনপতি' বল্‌লেন না। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্‌ছেন,—তুমি 'দয়িত' বটে, কিন্তু তুমি 'মথুরানাথ'। আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে গিয়েছো,—আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্বস্ব, সেই সর্বস্ব আজ লুণ্ঠিত হ'য়েছে। তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদের চিত্তবিত্ত সেই দেখা দ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্ব্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে। তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

সেই চিত্তের বৃত্তি—কৃষ্ণবিরহ-বিভ্রান্ত চিত্তের যে ব্যাধি, তা'র ঔষধি কোথায়? সেই জিনিষটি হ'চ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের মূলমন্ত্র,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।"

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ২য় প্রবাহ, পৃঃ ৭-৯]

৭৯। প্রশ্ন ঃ "শ্রীকৃষ্ণ" শব্দটিতে কি গূঢ়ার্থ নিহিত আছে?

উত্তরঃ "শ্রীকৃষ্ণ"—এখানে যে "শ্রী" কথাটী, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হয়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এ জন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চমস্বরে যে বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শু'নতে পায় না, এমন কি, চতুর্থ মানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুনতে পান না। তূরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝতে পারেন না।

যেরূপভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা বিষ্ণুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতার জাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ন'ন। তিনি চেতনাভাস মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবান্‌কে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করে।

যেখানে আমরা অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সহিত পূজা ক'র্‌তে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তোলে।

সকল্ কারণের কারণ অনুসন্ধান কর্‌তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি, তিনি পূর্ণজ্ঞান বস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ২য় প্রবাহ, পৃঃ ১০-১১]

'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ভক্তি' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্ম—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ২য় প্রবাহ, পৃঃ ২৮]

৮০। প্রশ্ন ঃ মন্ত্র ও মহামন্ত্রে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমরা গুরুপাদপদ্ম হ'তে মন্ত্ররূপে লাভ করেছি। গুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে যে জিনিষ দিয়েছেন, তা' সাধারণ মন্ত্র নহে—মহামন্ত্র। মননধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ করে যে জিনিষ, সেই জিনিষের নাম—মন্ত্র। সাধারণ মন্ত্র চতুর্থ্যন্ত পদ ও 'নমঃ' 'স্বাহা' 'স্বধা' প্রভৃতি শব্দ-প্রযুক্ত, আর মহামন্ত্র—সম্বোধনাত্মক পদ। শ্রীভগবানের নামই—মহামন্ত্র। সেই শ্রীনাম এত শক্তি ধারণ করে, যে শক্তি আর কোন বস্তুতে পাওয়া যায় না।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ২য় প্রবাহ, পৃঃ ১২]

৮১। প্রশ্ন ঃ সংকীর্ত্তন যজ্ঞের সুফল কি?

উত্তরঃ সংকীর্ত্তনাগ্নির চেতোদর্পণমার্জ্জনময়ী শিখা প্রজ্জ্বলিতা না থাকিলে আমাদের পরস্পর মনোমালিন্য, ছিদ্রান্বেষণ, মৎসরতা, কপটতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি 'অনর্থ'-ধূলি-কঙ্করসমূহ নির্মল দর্পণ সদৃশ চিত্তকে আবরণ করিয়া রাখিবে এবং নানাপ্রকার উপশাখা প্রভৃতি বিস্তারে যে 'অনর্থ'-অরণ্যানী সৃষ্ট হইবে, তন্মধ্যে কেবল মহাদাবাগ্নিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চ্চন যুগপৎ সাধিত হইবে।

সংকীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনুর সেবা হয় না, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না; মহার্চ্চন সঙ্কীর্ত্তন আবশ্যক।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ১, ২, ৩]

৮২। প্রশ্ন ঃ শ্রীধাম প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ শ্রীধামবাসের ছলনা ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। জড়-কাম পরিপূরণের জন্য ধাম সেবার ছলনা ক'রে যে সকল বিপণি সৃষ্ট হ'য়েছে, শ্রীধাম প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য সেরূপ বিপণীর উন্মোচন নহে। শ্রীধাম প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য—যাঁ'রা বহিঃপ্রজ্ঞা হ'তে অন্তঃপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ,

তা'দিগকে সহায়তা করা। মানবজীবনের সফলতা যে বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠ-নাম-কীর্ত্তন, তা'ই শ্রীধাম প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ৭]

৮৩। প্রশ্ন ঃ গুরুসেবার অভাবে কুফল কি?

উত্তরঃ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কর্‌বার পূর্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুসেবা না হ'লে আত্মপ্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রতীতির অভাবে, নিষ্কপট সপার্ষদ গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরাও সেরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড়, লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—গীতার চরম শ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না কর্‌লে কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না; কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা' হ'লে সে রূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতার উপলব্ধির নামই—দৈন্য। আর সেই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নাম—দম্ভ।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ৯]

৮৪। প্রশ্ন ঃ গুরুপাদপদ্ম সেবাগত গৃহস্থের গৃহ সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থান মাত্র নহে?

উত্তরঃ যে সকল গৃহস্থ অনুক্ষণ হরিকথায় গুরুপাদপদ্ম সেবাগত চিত্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকে বাস করেন, সে সকল গৃহস্থের গৃহ সাধারণ গৃহ নহে—সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থানমাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ যেখানেই থাকুন, তাহাই ধাম। তা'র কামই ভগবৎকাম। তাঁর যে বাহ্য দুরাচার, তা' তা'র অনন্য ভজনের জন্য আত্মগোপন মাত্র। যাঁ'রা ছিদ্র দর্শন করেন না, তাঁ'রাই মহাভাগবত।

* ব্যাহৃতি = An articulate sound, applicable

specially to words ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ uttered in performing sacrificial rites.

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ১২]

৮৫। প্রশ্ন ঃ অন্তর্দৃষ্টিতে শ্রীমায়াপুরের মঠাদির পরিচয় কি?

উত্তরঃ "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী"। এই যোগপীঠ—মথুরা, শ্রীবাস অঙ্গন—রাসস্থলী, শ্রীচৈতন্যমঠ—গোবর্দ্ধন ও ব্রজপত্তন—শ্রীরাধাকুণ্ড। বাহিরের দৃষ্টি নিরস্ত করে অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর্‌লে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী হ'তে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত (প্রস্তাবিত) সরণী অদ্বয়জ্ঞানের সরণী বা একায়ণ* অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে যা'বার সরণী বলে উপলব্ধি হ'বে।

* একায়ণ = intent, closely attentive

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ১৪]

৮৬। প্রশ্ন ঃ ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ কখন করিতে হয় না?

উত্তরঃ পরমেশ্বর বস্তুকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পাপ-পুণ্য, ভোগ বা ত্যাগ, ন্যায় বা অন্যায়, যে কিছু করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু পরমেশ্বর বস্তু সমস্ত ফল পাইলে জীবের ন্যায় অন্যায়ের ফলভোগী হইতে হয় না। মানুষ ডাকাতি করে—নিজের ভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ারের সেই ডাকাতি বিষ্ণুর কার্য্যে লাগিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ডাকাতির ফলভোগ করিতে হইল না।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ৩৩-৩৪]

৮৭। প্রশ্ন ঃ পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশে কি পার্থক্য?

উত্তরঃ পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশ একই শ্রেণীর। পারমার্থিক সর্বদা সাবধান থাকেন; যে কার্য্য করুন না কেন, তাহাতে যেন তাঁহার পরমেশ্বর উপাসনা হয়, তাহা শয়তানের উপাসনা বা নিজের ভোগে যেন না লাগে।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ৩৪]

৮৮। প্রশ্ন ঃ জীবন্মুক্ত কে?

উত্তরঃ যে কোন অবস্থাতেই পতিত হউন না কেন,—কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা হরির দাস্যে যাঁহার সর্বতোভাবে প্রযত্ন, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা সেই পুরুষই—জীবন্মুক্ত।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, পৃঃ ৪৬]

৮৯। প্রশ্ন ঃ নাম-সংকীর্ত্তনাদির দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ্য হয়, তবে বিদ্বদ্‌গণ কর্ম্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন?

উত্তরঃ ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্ত্বা দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবীমায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর বাক্যেরই জড়ীভূত; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গধিক্কারী পরমার্থফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, ৪৯]

৯০। প্রশ্ন ঃ কাম্য কর্ম্মের উপদেশকারী কি 'মহাজন' পদবাচ্য?

উত্তরঃ যিনি আমাদিগকে জড়ানুভূতিতে রেখে কাম্য-কর্ম্মের উপদেশ করেন, তিনি 'মহাজন' ন'ন। আমাদিগকে বেশ লাড্ডু দেখিয়ে ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করে। আমরা আর জন্ম-জন্মান্তর এরূপভাবে সময় নষ্ট কর্ব না। মূর্খলোক তাৎকালিক কথায় আবদ্ধ থাকে—পূর্ণচেতনের কথা না শোনা পর্য্যন্ত তা'রা নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকারের কথায় ব্যাপৃত থাকে। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁদের বাক্য সর্বতোভাবে শ্রোতব্য মানব-জন্মের একমাত্র সার্থকতা যে হরিভজন, সেই হরিভজনে অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা দ্বারা যে বাধা প্রদান, তাই মানবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুরজাতীয় হিংসা; ঐ হিংসার মূল্য বেশী নাই।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, ৫০]

৯১। প্রশ্ন ঃ বর্ত্তমানে বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলপ্রদ কৃত্য কি?

উত্তরঃ বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হচ্ছে,—এই যে সংসার, এই যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা' হতে উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সেই বোকামির হাত হ'তে উদ্ধার লাভ হয়।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, ৫২]

৯২। প্রশ্ন ঃ সকল বস্তুর যোগ্য পরিচর্য্যা কি?

উত্তরঃ চিকিৎসক-সম্প্রদায় স্থূলদেহের কথা বলেন, জ্ঞানিগণ সূক্ষ্ম-দেহের কথা বলেন। অনাত্ম-ভক্তি—আমরা বিমুখ অবস্থায় এখন যা' কর্‌ছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবা। অখণ্ড বস্তুকে সেবা কর্‌লে সকল বস্তুরই যোগ্য পরিচর্য্যা হয়।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, ৬৬]

৯৩। প্রশ্ন ঃ মনকে কি আত্মার সঙ্গে এক করা যায়?

উত্তরঃ মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্বদা বহির্জগতে বিচরণশীল। মন চেতনধর্ম্মের পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জগতের স্থূলবস্তু গ্রহণ করতে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখ্‌তে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হ'তে পারে না। এ সবই আত্মার ধর্ম্ম।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, ৭০-৭১]

৯৪। প্রশ্ন ঃ সেবা কয়প্রকার ও তাহার ফল কি?

উত্তরঃ সেবা পাঁচ রকমের। সেবা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে হয়। সেবা ভুলে আমরা প্রভু হ'য়ে গেছি। সেবাময় অবস্থাই শান্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যপর সেবাময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা' হ'লে কালের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে হিংসিত হ'বার অবস্থা হ'তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, ৭৩-৭৪]

৯৫। প্রশ্ন ঃ ভক্তিলতার বীজকে কি ভাবে রক্ষা করিতে হয়?

উত্তরঃ জলসেচন না ক'র্‌লে ভক্তিলতার বীজ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন কর্‌বার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না।

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত, ৩য় প্রবাহ, ৮৩]

শ্রৌত বাণী

(প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

১। শুদ্ধতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণৈকশরণ পরদুঃখদুঃখী জগৎ-ত্রাতাই শ্রীগুরুদেব।

২। শ্রীগুরুদেব কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মন্ত্রবিক্রয়ী ধর্ম-বিক্রয়ী নহেন।

৩। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, শ্রীগুরুর সেবকগণ ও বৈষ্ণবগণ নিত্য।

৪। ভক্তগণ কৃষ্ণেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; ভক্তপূজা বাদ দিয়া কৃষ্ণপূজার ছলনা দাম্ভিকতা।

৫। ভগবান্—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেম—প্রয়োজন।

৬। চিল্লীলামিথুন রাধাকৃষ্ণই হরি; তিনিই একমাত্র ভোক্তা।

৭। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ, লীলারস-আস্বাদন নিমিত্ত দুইরূপ ধারণ করেন।

৮। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন।

৯। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, গৌড়ে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর।

১০। বৈষ্ণবগণ শুদ্ধশাক্ত, মধুররসে চিৎশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন।

১১। চিৎ-শক্তিকে আশ্রয় না করিয়া জীব শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, কেবল বিষয়ী।

১২। একই শক্তি চিৎস্বরূপে চিৎশক্তি ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি।

১৩। মায়া বৈচিত্র্য চিৎ-বৈচিত্র্যেরই বিকৃত প্রতিফলন।

১৪। বৈষ্ণব-ধর্ম ব্যতীত আর ধর্ম নাই, কারণ ইহাই সর্ব জীবাত্মার নিত্যধর্ম।

১৫। জগতে প্রচারিত ধর্মসমূহ বৈষ্ণবধর্মের সোপান, কেহ বা বিকৃতি।

১৬। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-শূন্যা অহৈতুকী ভক্তিই হরিভজন।

১৭। নামাশ্রয় ভজনই সর্বাপেক্ষা বলবান্; নামে নববিধ ভজন অবস্থিত।

১৮। নাম ও নামী অভিন্ন; নাম ও নামাপরাধ ভিন্ন বস্তু। নামাপরাধ সর্বথা ত্যাজ্য।

১৯। ভক্তিই জীবাত্মার স্বরূপ-ধর্ম, মনোধর্ম নহে।

২০। ভক্তি নিরপেক্ষা; মুক্তি ভক্তির কিঙ্করী; ভক্তিই ভক্তির ফল।

২১। দিব্যজ্ঞানলাভই দীক্ষা, দীক্ষার বাহ্য অভিনয় দীক্ষা নহে।

২২। জড়-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা, ফল্গু-বৈরাগ্য ও যুক্ত-বৈরাগ্য এক নহে।

২৩। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি ও প্রসাদে স্থূলবুদ্ধি অপরাধজনক।

২৪। মনঃ কল্পিত উপাসনাই পৌত্তলিকতা; অধোক্ষজ ভক্ত পৌত্তলিক নহেন।

২৫। অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণব আচার; স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তই অসৎ।

২৬। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় প্রেম, ইহাই পরম পুরুষার্থ।

২৭। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রুতিসার ও একমাত্র অমল প্রমাণ।

২৮। ভগবত্ত্বার অন্তর্গত ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব, বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব অনুসৃত।

২৯। শ্রীহরিকথা প্রচারই জীবে দয়ার পরম আদর্শ।

[গৌড়ীয় ২০।৩ পৃঃ ৮১]

৯৭। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সকলের পক্ষে গ্রহণীয়?

উত্তরঃ বৈষ্ণবধর্ম্মই নিখিল চেতনার একমাত্র ধর্ম্ম—বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবের স্বরূপের ধর্ম। 'খৃষ্টান্' থেকে কাজ নাই, 'মুসলমান' থেকে কাজ নাই, 'হিন্দু' থেকে কাজ নাই, সব 'বৈষ্ণব' হয়ে যাক। পশু-পক্ষী থেকে কাজ নাই, গাছ-পাথর থেকে কাজ নাই—দেবতা-দৈত্য-দানব থেকে কাজ নাই। সব 'বৈষ্ণব' হয়ে যাও, অর্থাৎ স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৪]

৯৮। প্রশ্ন ঃ 'বিষ্ণুসেবা' জিনিষটা কি?

উত্তরঃ বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু, আমি যাঁকে আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মেপে নিতে বা ভোগ ক'রতে পারি না কিন্তু আমি যাঁর ভোগ্য, সেরূপ বাস্তব সত্যের নাম—বিষ্ণু। তাঁর ইন্দ্রিয়তর্পণের নামই সেবা। পেট চালাবার জন্য বিষ্ণুসেবার ছলনা 'বিষ্ণু-সেবা' নয়। বর্ত্তমানে বিষ্ণু-সেবার নামে বিষ্ণুকে ভোগ ক'র্‌বার চেষ্টা চ'ল্‌ছে—বিষ্ণুকে চাকর মনে করা হচ্ছে।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৫]

৯৯। প্রশ্ন ঃ যাঁরা হরির সেবা করেন, তাঁরা কি জীবের সেবা করবেন না?

উত্তরঃ হরি অখণ্ড বস্তু, হরির সেবকই যথার্থ জীবের সেবক। নারায়ণে দরিদ্র বুদ্ধি হ'লে নারায়ণের সেবা হ'লো না—নারায়ণ দাস জীবের সেবাও হ'লো না—মায়ার সেবা হয়ে গেল।

১০০। প্রশ্ন ঃ 'জীবে দয়া' কথাটি কি রূপ? অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা?

উত্তরঃ যদি জন্ম-জন্মান্তরে কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁকে অন্ন-বস্ত্রাদি দিয়ে সহায়তা ক'র্‌ব। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাইয়ে-পরিয়ে হরিভজন করাতে হবে—তা'র কিছু উপকার করে দিতে হ'বে, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষে কাজ কি? ওগুলো ত' দয়া নয়, ওগুলো মানুষকে entrap (মায়ার ফাঁদে ফেলিয়ে) বা tempting (প্রলুব্ধ) করিয়ে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া।

শ্রীচৈতন্যদেব জীবগণকে যে দয়া করেছেন, তা'তে জীবকুল অভাব, অসুবিধা, ত্রিতাপের কবল হ'তে নিষ্কৃতি পাবে। সেই দয়া অমন্দোদয়া অর্থাৎ সেই দয়া লাভ কর্‌লে জীব আর কখনও মন্দের কবলে পড়বে না, নিত্য নব-নবায়মান প্রেমানন্দে ভাসমান থাকবে।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৭, ১৮]

১০১। প্রশ্ন ঃ স্মার্ত্তেরা কি বিষ্ণুপূজা করেন?

উত্তরঃ স্মার্ত্তের বিষ্ণুপূজা গণেশ-সূর্য্য-শিব-শক্তি পূজারই একটা রূপান্তর। তা'তে বিষ্ণুর পরম পূজা হয় না। বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম ক'রে যে পূজা, তা'তে বিষ্ণুর অসমোর্দ্ধ-পদকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান ক'রে ফেলা হয়—বিষ্ণুর ইতরদেব-পর্য্যায়ে গণনা করা হয়। পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণুপূজা, তা'তে বিষ্ণুর সন্তোষ নাই, সেটা দেবতাপূজা মাত্র। সুতরাং অবৈধ।

১০২। প্রশ্ন ঃ অবৈধ কেন বলা হ'ল?

উত্তরঃ গীতায় (৯।২৩ শ্লোকে) স্বয়ং ভগবান্ এ'কে অবৈধ বলেছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ২০]

১০৩। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ সবিশেষ চিদ্‌বিলাস বিষ্ণুর উপাসকই 'বৈষ্ণব', আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকই 'ব্রাহ্মণ'। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্ব ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্ব—ব্রহ্ম; সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই ভজন করে বৈষ্ণব হ'তে পারেন। নির্বিশেষ-বাদিগণ বিবর্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচপ্রকার সগুণ উপাসনা কল্পনা ক'রে থাকেন, সেটা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নির্দশক নয়। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদের হাত হ'তে নিস্তার পেলেই ব্রাহ্মণ 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ" বা বৈষ্ণব হ'তে পারেন। শ্রীজীব গোস্বামী 'ভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীব্যাসদেবের গরুড়-পুরাণোক্ত যে বাক্য

উদ্ধার ক'রে বলেছেন (সেই শ্লোকের) বঙ্গার্থ এই—

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ২২-২৩]

১০৪। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবেরাও কি ব্রাহ্মণ?

উত্তরঃ বৈষ্ণবেরাও ব্রাহ্মণ, তাহা পূর্বোক্ত শ্লোকার্থেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্বনিম্ন সোপান। 'বৈষ্ণবতা' ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ। বৈষ্ণবের দাসই ব্রাহ্মণ। যেমন—এক লক্ষ টাকা যাঁ'র আছে, তাঁ'র সহস্র টাকাও আছে, সেইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি 'ব্রাহ্মণ' ত' বটেই, বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ২৩]

১০৫। প্রশ্ন ঃ সাধ্য ও সাধন কোন্‌টি?

উত্তরঃ শিক্ষাষ্টকে অপ্রাকৃত শব্দের পরম মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অপ্রাকৃত শব্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা ইতরব্যোমজাত শব্দ নহে, উহা পরব্যোম হইতে অবতীর্ণ। কাজেই তাহা আমাদিগকে পরব্যোমের সন্ধান দিতে পারে। শব্দ ব্রহ্মের উচ্চারণ বা নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্বাচার্য শিরোমণি জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব 'সাধন' ও 'সাধ্য' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ২৮, ২৯]

১০৬। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণোপাসনা কিরূপ?

উত্তরঃ ব্রজবনিতাগণের আচরিত উপাসনাই কৃষ্ণের উপাসনা। শ্রীরাধিকার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা শিক্ষা প্রদানের জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ৩৫]

১০৭। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা কি?

উত্তরঃ বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা এই যে, মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত, মনীষী হউন্ না কেন, যাঁহার চরিত্র মূর্ত্ত বৈষ্ণবদর্শন-স্বরূপ, সেইরূপ আচার্য্যের নিকটে সর্বতোভাবে শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-দর্শনের সহজ কথাগুলিও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। গীতাশাস্ত্রে একটি শ্লোক আছে,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।"

(গীতা ৪।৩৪)

অর্থাৎ unconditional surrender, honest enquiry and serving temper—এই তিনটি বিষয় থাকিলে বৈষ্ণব দর্শনের কথা বুঝা যায়। যাঁহারা এই তিনপ্রকার আচার্য্য-দক্ষিণা লইয়া উপস্থিত হন, বৈষ্ণব-দর্শনের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের নিকটেই দর্শনের সু-দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহ উপদেশ করিয়া থাকেন। সেই সকল অধ্যাপকগণ কোন প্রকার জাগতিক দক্ষিণার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ৬৪]

১০৮। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব দর্শনের বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তরঃ বৈষ্ণব-দর্শন বাস্তব জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। বাস্তব জ্ঞান অভিজ্ঞতাবাদীর পরিবর্ত্তনযোগ্য জ্ঞানের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের বিষয় নহে। ইহাই বৈষ্ণব-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। সর্ব-শ্রুতিসার, সর্ব-বেদান্তসার ভাগবতশাস্ত্র বাস্তব সত্যের কথা কীর্ত্তন করেন। এই শাস্ত্র মানব-সভ্যতা এবং সর্বপ্রকার সামাজিক নিয়মকানুনের অতীত কিছু কথা কীর্ত্তন করেন, আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা বলেন।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ৭০]

১০৯। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবগণ জাতি বিচার করেন কি?

উত্তরঃ বৈষ্ণবগণ নিরীশ্বর-নীতিকে আদর করেন না, সেশ্বর নীতিসমূহ বিচারেও যে ভগবদুপাসনার গৌণত্ব রহিয়াছে, তাহাকেও অধিক প্রয়োজনীয়

বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন,—ভগবৎসেবা ভগবৎ-প্রীতিই মুখ্য ব্যাপার। মানুষের স্বভাব এবং অবস্থানরূপ দুইটি ব্যাপার যখন মুখ্য ভগবৎ-সেবারূপ ব্যাপারের আনুকূল্য করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন দৈববর্ণাশ্রম-রূপে একটি সামাজিক সুশৃঙ্খল-বিধান প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বভাবানুসারে বর্ণ-নির্ণয়ই বিজ্ঞানসম্মত এবং আমাদের সুপ্রাচীন অভিজ্ঞ ঋষিগণের দ্বারা আচরিত ও প্রচারিত স্বভাবগত বিচার গ্রহণ না করিয়া কেবল শৌক্রগত বিচার গ্রহণ করিলে বিজ্ঞানের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম ভঙ্গ করার দরুণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উৎপাতের উৎপত্তি হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে বর্ণাশ্রমের বিচার ও বর্ণাশ্রমাতীত ভগবদ্ভজনের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিবার কথা নাই। প্রত্যেক জীবকে ভগবানের সম্বন্ধে সম্মান দিবার উপদেশই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় রহিয়াছে।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ৭৭, ৭৯]

১১০। প্রশ্ন ঃ 'নাম-সাধন' সম্বন্ধে কি বিচার?

উত্তরঃ ভগবন্নামে 'শব্দ' ও 'শব্দী'তে ভেদ নাই। শব্দই—শব্দী, শব্দীই—শব্দ। শব্দই একমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিজ্ঞান প্রদান করিতে পারে। ভগবদ্ রাজ্যের শব্দেই প্রকৃত অর্থ পরিপূর্ণভাবে অন্বিত রহিয়াছে এবং তাহাই ঈপ্সিত ফল বা পরম প্রয়োজন প্রদানে সমর্থ। খৃষ্টানগণ যে পাপ নিবারণের জন্য ভগবানের নাম গ্রহণের কথা বলিয়াছেন, সেরূপ অনন্তকোটি পাপ উহাদের মূলের সহিত উৎপাটিত হইতে পারে ভগবন্নামের আভাস মাত্রে। গৌড়ীয়-দর্শন পাপ-পুণ্যের বিচারকে—স্বর্গ-নরকের বিচারকে বেশী বুদ্ধিমত্তার বিচার বলেন না। অত্যন্ত ভোগী বা পাপিগণই পুণ্যকে প্রয়োজন মনে করে, নরক যাত্রিগণ স্বর্গকে ঈপ্সিত বস্তু জ্ঞান করে, কিন্তু যাঁহাদের ভগবানের যথার্থ প্রেম আছে, তাঁহারা ঐ পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরককে সমান দর্শন করিয়া অর্থাৎ উভয়কেই তুচ্ছ করিয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ব্যস্ত হন।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ৮১-৮২]

১১১। প্রশ্ন ঃ উপদেশক সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মত কি?

উত্তরঃ আমরা জগদ্গুরু ও মহান্তগুরু উভয়কেই স্বীকার করি। কেবল জগদ্গুরুবাদ স্বীকার করিলে অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়। মহাত্মা যীশুকে যদি জগদ্গুরু স্বীকার করিয়া বর্তমানে কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহেন এবং মহান্তগুরুর অনাবশ্যকতা বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্টের বিচার কতটা ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। মহান্তগুরু পারম্পর্য্যই ভগবান্ বা জগদ্গুরু আচার্য্যগণের বার্তা পরম কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকটে পৌঁছাইয়া দেন। হিমালয় হইতে মূল জলধারা নির্গত হইয়াছে, তাহা যেমন বহু দূরে নবদ্বীপের তটে উপবিষ্ট আমার নিকটে গঙ্গার খাদ আনয়ন করিয়া দিতেছে এবং আমি এতদূরে বসিয়াও হিমালয়ের জলধারা স্পর্শ করিতে পারিতেছি, সেইরূপ মহান্তগুরু ভগবৎপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃতা শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা আমার নিকট পর্য্যন্ত আনয়নপূর্ব্বক আমার হস্তে ও শিরে প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি এইরূপ গঙ্গার খাদ না থাকিত, তাহা হইলে আমার মত সাধারণ লোক —বলহীন, অর্থহীন লোক হিমালয়ে আরোহণ করিয়া সেই জলধারা স্পর্শ করিতে পারিত না, আর হিমালয়ের সহিত সেইরূপ স্রোত-সম্মেলন ছিন্ন হইয়া পড়িলে অনেক সময় দূষিত জলধারাকেও 'হিমালয়ের পবিত্র জলধারা' বলিয়া বরণ করিবার বিপদে পতিত হইতে হইত। মহান্তগুরু—জগদ্গুরু। তিনি জগদ্গুরুরই প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি জগদ্গুরুরই কথা গুরুপারম্পর্য্যে প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকটে পরম কৃপাপূর্ব্বক পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ৮৩]

১১২। প্রশ্ন ঃ সর্ব ধর্মেই কি গুরু হতে পারে?

উত্তরঃ সর্বধর্মটর্মকে বাদ দিতে হবে। যেমন গুরুপাদপদ্ম অদ্বিতীয়, তেমনিও ধর্মও একটা; তার নাম—আত্মধর্ম। আর আত্মধর্ম না হলেই বাদ বাকি সবই দেহ ও মনোধর্ম। জগতে দেহ ও মনোধর্মের নানা মত ও নানা পথের কথা শুনতে পাওয়া যায়; কিন্তু আত্মধর্ম সম্বন্ধে সে সকল কথা নয়।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৫৪]

১১৩। প্রশ্ন ঃ যাঁরা ভগবানের দেখা পান, তাঁরা কি প্রচার করতে পারেন?

উত্তরঃ তাঁরাই ত' মূল-প্রচারক হবেন, অসংখ্য প্রচারক তাঁদেরই অনুগত হ'য়ে প্রচার করতে পারেন। শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষের সাক্ষাৎকারের পরে শান্তমনা হয়ে শ্রীভাগবত প্রচার করেছিলেন। আত্মারাম শুকদেব, নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পরিব্রাজকরূপে আত্মধর্মের কথা প্রচার করেছেন।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৫৫]

১১৪। প্রশ্ন ঃ কেবলমাত্র নাম উচ্চারণ অথবা মানসিক কোন প্রকার ধারণা বা মনঃসংযোগ আবশ্যক কি?

উত্তরঃ কাহারও মন বা চিত্ত জড় জগতের মলিনতা ও আবর্জ্জনা হইতে নির্মুক্ত না হইলে কি করিয়া নামগ্রহণ করা যায়? নামগ্রহণ কোনপ্রকার মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া বিশেষ নহে। নামগ্রহণের জন্য অন্য কোনপ্রকার কত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা নাই। যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা শ্রীনাম-কীর্তনই সাধন করিয়া করিবেন অর্থাৎ নাম-কীর্তনই সকল অপ্রাকৃত অনুভূতি আবাহন করিবেন ও তৎসহ বাহ্য অসম্পূর্ণ ধারণা-মুক্ত করাইবেন।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৮৩]

১১৫। প্রশ্ন ঃ **Subject and Object**-কে কি এক বিচার করা যায়?

উত্তরঃ আমাদের নিকট বাচ্য হইতেও বাচক স্বরূপের অধিকতর উপযোগিতা। কিন্তু বাচকের নিকট কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কামনা আমাদিগকে বাচকের স্বরূপ-বিজ্ঞান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। ভুক্তিকামনা ও মুক্তিকামনা—ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা। যেখানে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখের অনুসন্ধান হয়, কৃষ্ণের কাম-চরিতার্থ হয়, সেখানে শুদ্ধ নামের উদয়। সেরূপ নামের উদয়ে আনুষঙ্গিকভাবে আমার যাবতীয় প্রকৃত স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য জীবেরও শুদ্ধ স্বার্থপরতার যুগপৎ সিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের কামের চরিতার্থতা যেখানে নাই, তাহা অভক্তি; নামাশ্রিত ব্যক্তিগণ সেরূপ অভক্তির জন্য লালায়িত নহেন। আমরা ভুক্তি বা মুক্তির কাঙ্গাল নহি।

ভক্তি আমাদের আত্মার নিত্যাবৃত্তি। আমাদের স্বরূপ-নির্ণয় আমাদিগকে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইতর সাধন বা সাধ্যে উপনীত করে না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

আমি কার্ষ্ণ—আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস, আমি আমাকে ব্রাহ্মণকুল-জাত, ক্ষত্রিয়কুলজাত, বৈশ্যকুলসম্ভূত বা শূদ্র, অন্ত্যজ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি কোন জাত মনে করি না। আমি আমাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ—কোন আশ্রমীও জ্ঞান করি না। এগুলি সবই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা মাত্র। আমি—আত্মা, চেতন; আমি বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসানুদাস।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৮৩-৮৫]

১১৬। প্রশ্ন ঃ অবৈষ্ণব কখনও কি 'গুরু' হইতে পারেন?

উত্তরঃ অবৈষ্ণব কখনই 'গুরু' হইতে পারে না। 'বৈষ্ণব' বলিতে—যিনি শতকরা শত পরিমাণ বিষ্ণুর সেবা করেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিষ্ণুমায়া হইতে প্রসূত। এই অচিৎসর্গের কোন বস্তু, ব্যাপার বা চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য যাঁহাকে বিষ্ণুর পরিপূর্ণ সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তিনিই বৈষ্ণব বা গুরুদেব।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৮৬]

১১৭। প্রশ্ন ঃ জীবের মূল কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ প্রত্যেক জীবাত্মাই—বৈষ্ণব। স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটি আবরণ তাঁহার স্বরূপ-দর্শনে ব্যাঘাত করিতেছে। নির্মল জীবাত্মার স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। আমরা বাহ্য আবরণে আবৃত বলিয়া ত্রিতাপে তপ্ত। আমাদের মূল কর্ত্তব্য ও একমাত্র কর্ত্তব্য—ভগবৎসেবা।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৮৬]

১১৮। প্রশ্ন ঃ আমাদের ধর্ম কি?

উত্তরঃ আমরা বর্ত্তমানে মনুষ্যের পোষাকে পরিহিত হইয়াছি। মানুষের যাহা দরকার, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যজগৎ

ভোগের কারণ হইয়াছে। 'ভোগ' বা 'ত্যাগ' আমাদের ধর্ম নহে। আমরা—জীবাত্মা; আমাদিগকে নিঃশ্রেয়স অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিঃশ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট অবসর এই মনুষ্য জন্মেই আছে। এই জন্ম—'অর্থদ', অর্থ—স্বরাট্ পুরুষোত্তম। এই দূর্লভ মনুষ্যজন্মেই একমাত্র সেই পুরুষোত্তম-সেবা লাভের সুযোগ আছে। এই জন্মে আমাদের নিত্যস্বার্থের জন্য চেষ্টা না করিলে আমাদের অতি বহির্মুখ নীচযোনি লাভ হইবে। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পথ কালক্ষেপণ এবং জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ-রাজ্যে পরিভ্রমণের সেতু। আমরা হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্যে এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করিব না। আমাদের নিকট শত সহস্র দোকানদার নানাপ্রকার প্রলোভনময় বাক্য লইয়া নিজের নিজের দোকানের জিনিষ কাট্তি করিবার জন্য উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা ব্যতীত অন্য কথা যে সকল দোকানে বিক্রয় হয়, সেই সকল দোকানদারগণ বঞ্চিত ও বঞ্চক। কৃষ্ণপ্রেমাই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। শ্রীনারদ পূর্বজন্মে দাসী-পুত্ররূপে প্রকটিত হইলেও বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট সেবনফলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়মিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বৈকুণ্ঠ নাম শ্রবণের সুকৃতির উদয় হইয়াছিল। তিনি আমাদের শ্রীগুরু-পদবীতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাদরায়ণকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

মানব জাতি এ-দোকান, ও-দোকান ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবসত্য লাভের জন্য শ্রৌতপথ অবলম্বন করুন, তবেই মঙ্গল হইবে।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ১৯৬-১৯৯]

১১৯। প্রশ্ন ঃ 'বিলাস' ও 'বিরাগ' সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা হওয়া উচিত?

উত্তরঃ 'বিলাস' ও 'বিরাগ'—এই দুইটি কথা আছে। এই কুণ্ঠজগতে 'বিলাস'টা খারাপ ও 'বিরাগ'টা ভাল। এই জগতের 'বিলাসে'—অশান্ত রস, কু-রস, বিরস; 'বিরাগে'—শান্তরস, নিরপেক্ষ রস। কিন্তু বৈকুণ্ঠের 'বিলাসে'—রসের পরম উপাদেয়তা ও চমৎকারিতা, গোলোকধাম—বিলাসে পরিপূর্ণ; তথায় কেবল বিরাগ বা শান্তরসের অবস্থান নহে, 'বিরাগ'

সেখানে অতি নিম্নরস; বিলাসে—সকল রসের পরিপূর্ণতা। আবার সেখানে 'বিলাপ' ও 'বিরাগ' উভয়ই একতাৎপর্য্যপর।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ২০২]

মর্য্যাদাদৃষ্ট 'বাসুদেব' হইতে সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বৈভবাবতারগণ সকলেই কৃষ্ণের অংশ বা অংশাংশ। কৃষ্ণই মূলবস্তু—অংশী,—স্বয়ংরূপ। গোলোকার্দ্ধের অর্দ্ধেক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, নিম্নার্ধ দর্শন হইতেছে, উপরার্ধ দৃষ্ট হইতেছে না,—এইরূপ অবস্থায় শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্ধ—এই আড়াই রস। 'নারায়ণ'—বৈভবাবতার, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈভবাবতার নহেন। কৃষ্ণ—সর্ব্বকারণ-কারণ। নারায়ণেরও কারণ শ্রীকৃষ্ণ।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ২০৩, ২০৪]

১২০। প্রশ্ন ঃ 'ভক্ত' ও 'অভক্তে'র কষ্টিপাথর কি?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ 'ভক্ত' ও 'অভক্তের' পার্থক্য নির্ণয়ের কষ্টি-পাথর। শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ্ব আসন। তাঁহার সহিত অন্য কোনও গ্রন্থের বা শাস্ত্রের তুলনাই হয় না। যে গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের যতটি আনুগত্য ও অনুকীর্তন করেন, সেই গ্রন্থ ততটি অকপটভাবে অকৈতব ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন।

[শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ, পৃঃ ২২২]

১২১। প্রশ্ন ঃ সামাজিকতা রক্ষা বিষয়ে ত্যক্তগৃহের কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণরূপ সামাজিকতা করিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ও গৃহমেধিত্ব লাভ হয়, তদ্দ্বারা কোন কল্যাণ লাভ হয় না। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তগৃহের এই আদর্শ সর্বদা গ্রহণ করা উচিত। পরমার্থ-প্রয়াসীর পক্ষে পারমার্থিক সঙ্গই দরকার,—সামাজিক সঙ্গ দরকার নহে।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ১৬]

১২২। প্রশ্ন ঃ জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের প্রথা কি?

উত্তরঃ 'শ্রীগরুড় স্তম্ভের পিছনে থাকিয়াই আমাদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন করা কর্ত্তব্য। শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ-অভিমান

পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপ শুদ্ধ-স্বরূপগত অভিমান দূর হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ-প্রেম-নেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৪]

১২৩। প্রশ্ন ঃ কীর্ত্তনের বিনিময়ে কিছু স্বীকার করা যাইতে পারে কি?

উত্তরঃ 'যাঁহারা কায়মনোবাক্যে অকপটে সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া ভগবদনুশীলন না করেন, যাঁহাদের জীবন সদাচারপূর্ণ নহে, যাঁহারা একমাত্র পরাৎপর-তত্ত্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহাদের মুখে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্ম সঙ্গীত হয় না। তাঁহারা বহির্ম্মুখ লোকগুলির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া উহার বিনিময়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সংগ্রহ করিয়া থাকেন; কীর্ত্তনের বিনিময়ে কিছু ভোগ্যরূপে স্বীকার করা নিষিদ্ধ।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২১]

১২৪। প্রশ্ন ঃ জীবে প্রকৃত দয়া কি?

উত্তরঃ যথার্থ আচার-পূর্বক হরিনাম প্রচারই পারমার্থিকগণের 'জীবে দয়া'; ইহা হইতে জীবে দয়ার আর চরম আদর্শ হইতে পারে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ ভিক্ষার ছলে জগজ্জীবের দুয়ারে যাইয়া নিজে আচরণ-পূর্ব্বক ঐরূপ সৎকথা প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি—জীবে দয়া, জীবের উপর করস্বরূপ নহে।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৩৫]

১২৫। প্রশ্ন ঃ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ তাঁহাদের ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য—

(১) মায়ামুগ্ধ জীব যে কৃষ্ণভোগ্য দ্রব্যকে নিজের ভোগ্য মনে করিয়া পাপ-ভোজনে রত ছিল, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করা;

(২) হরিকথা শুনাইয়া তাহাকে সৎপথে আনয়ন করা ও নিত্যমঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়া;

(৩) তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহার অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চয়ে সাহায্য করা। ইহাই জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৩৫]

১২৬। প্রশ্ন ঃ গৌড়ীয় মঠের ভিক্ষার মূল তাৎপর্য্য কি?

উত্তরঃ গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ মাধুকরী ভিক্ষা বা পঞ্চপ্রকার ভিক্ষার যে কোন একটি দ্বারা উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা সংগ্রহ করেন, তাহার প্রত্যেকটি পাই পয়সা পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের নাম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত ও ব্যয়িত হয়। তাঁহারা জীবন ধারণের জন্য ভগবৎপ্রসাদরূপে যাহা কিছু গ্রহণ করেন, তাহার ফলস্বরূপ জীবনধারণ ও হরিকীর্ত্তন প্রচারের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয়। হরিকীর্ত্তন প্রচারের জন্যই জীবন; সুতরাং সেই জীবন রক্ষার জন্য যথাযোগ্য ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ।

তাঁহাদের গৃহে বাস, অট্টালিকায় বাস, বনে বাস, পদব্রজে গমন, কিম্বা দ্রুতগামী যানে গমন, বিজ্ঞানের নানাপ্রকার অবদান স্বীকার—সমস্তই অকৈতব হরিকীর্ত্তন-প্রচারের জন্য। তাঁহারা বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান ও যান্ত্রিকযুগের যাবতীয় আবিষ্কার, যাবতীয় অর্থ, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন—সমস্তই পরম-মুক্ত গুরুপাদপদ্মের নিয়ামকত্বে হরিকীর্ত্তন-প্রচারের বাহন করিবার জন্য নিত্য উন্মুখ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তি যদি কখনও ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যে স্বপ্নেও ঐ সকলকে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য সিংহ-বিক্রমে তাঁহাকে নিরস্ত করেন এবং তিনি যে মঠের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ব্যক্তি,—ইহা সকলকে জানাইয়া দেন। যে কেহ সহিষ্ণু হইয়া গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের সঙ্গ করিবেন, তিনিই সুদৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিবেন,—অর্থ, উপকরণ সবগুলিকেই একমাত্র হরিকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করা ব্যতীত গৌড়ীয়মঠের অন্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৩৬-৩৭]

১২৭। প্রশ্ন ঃ প্রভুপাদের আদর্শ ও শিক্ষা আর কি?

উত্তরঃ "ঋণ করিয়াও তোমরা ভগবানের কীর্ত্তন প্রচার কর; তাহা হইলে তোমাদিগকে সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আরও অধিকতর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। তোমাদের স্কন্ধে যখন উত্তমর্ণের তাগাদার চাপ আসিবে, তখন তোমরা বাধ্য হইয়া অধিকতর ভিক্ষা সংগ্রহে নিযুক্ত হইবে। আবার তোমাদের চরিত্র ও আচার সুনির্ম্মল না থাকিলে তোমরা যখন সজ্জন-গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা পাইবে না, তখন তোমরা বাধ্য হইয়া আচারময় পবিত্র জীবন সংরক্ষণের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ও যত্নবান হইবে। আমি তোমাদের জন্য এক পয়সাও রাখিয়া যাইব না, যাহাতে তোমরা পরবর্ত্তী-কালে অলসতার প্রশ্রয় না পাও—হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা ও সদাচারপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করিতে না পার।"

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৩৭]

১২৮। প্রশ্ন ঃ মঠ কি?

উত্তরঃ মঠ—হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, হরিকীর্ত্তনই জীবন ও চেতনতা; সেখানে যাহাতে কোনপ্রকার আলস্য, অসদাচার, গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্যকথা কিম্বা ইতর বাসনা বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়, এ জন্য তোমাদিগকে দ্বারে দ্বারে গিয়া সাধারণের নিকট হরিকীর্ত্তনের পরীক্ষা দিতে হইবে। জনসাধারণ যখন নিজেকে ভিক্ষাদাতা, আর তোমাদিগকে ভিক্ষা-গ্রহীতা মনে করিয়া অর্থাৎ তোমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের পদবী বড়, তোমরা তাঁহাদের কৃপার পাত্র—এইরূপ বুদ্ধিতে তোমাদিগের নানাপ্রকার সমালোচনা করিবে, কেহ কেহ হয় ত' তোমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন তোমরা একদিকে যেমন 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইতে পারিবে, অপরদিকে তেমনি নিজেদের জীবন ও চরিত্রকে সর্বদা পবিত্র ও আদর্শ করিবার জন্য যত্নবান হইবে। তোমাদের আরও উপকার হইবে এই যে,— লোকের সাধারণ ভ্রমগুলি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবর্গের বাণীর দ্বারা প্রদর্শনকালে তোমাদিগের সেই সকল সাধারণ ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৩৭]

১২৯। প্রশ্ন ঃ কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ কি?

উত্তরঃ তোমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে কেহ কিছু বলিলে তোমরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে না; কিন্তু তোমাদের গুরুবর্গ, শাস্ত্র, মহাজন—ইঁহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, পরমমুক্ত, নিত্য ভগবৎপার্ষদ; কেহ অজ্ঞানক্রমে তাঁহাদিগকে কিছু বলিলে প্রকৃত সত্য কীর্ত্তন করিয়া সমালোচনাকারিদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে, ইহাতে তোমাদের ও বালিশ ব্যক্তিগণের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। তোমরা আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া অনর্থযুক্তাবস্থায় অপরের সমালোচনা হইতে ছুটি পাইবার উদ্দেশ্যে নির্জ্জন ভজনকে যদি শ্রেয়ঃ মনে কর, তাহাতে তোমাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে না—তোমরা আচারময় জীবন লাভ করিতে পারিবে না। লোকের আপাত প্রতিষ্ঠা পাইয়া, আপাত নিন্দার-ডালি তোমাদের অপ্রীতিকর ও অসহ্য মনে করিয়া যদি তোমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তদ্দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ কর, ইহা—যেহেতু তোমরা আমার পরম বান্ধব, কিছুতেই তোমাদিগকে করিতে দিব না। তোমরা যে দিন এই সকল বিচার হইতে স্বতন্ত্র হইবে, সে দিন জানিব,—তোমরা প্রকৃত মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অমঙ্গলের পথ বরণ করিয়াছ।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৩৮]

১৩০। প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরু কে?

উত্তরঃ সর্ব-কৈতবশূন্যতা-লক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্মের অকৃত্রিম উপদেষ্টা ব্যতীত 'সদ্‌গুরু' কথাটির প্রকৃত সার্থকতা আদৌ নাই। কেন না, একমাত্র ভাগবত ধর্ম্মই গুরুর নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার করেন।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৫২]

১৩১। প্রশ্ন ঃ অসৎসঙ্গ ত্যাগ বলিতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ জড়জগতে ভোক্তৃবুদ্ধিতে প্রাকৃত-দর্শন বা ভোগ্য-দর্শনই স্ত্রীসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গজ দর্শন; সেইরূপ প্রাকৃত-দর্শন পরিত্যাগের নামই অসৎসঙ্গ-

ত্যাগ বা সন্ন্যাস-গ্রহণ। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই 'সন্ন্যাস'। বৈষ্ণবমাত্রেরই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাস; বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস। গুরুবর্গের পরমহংস-বেষের সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মোপযুক্ত বেষ ধারণ করিয়া হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৭৮]

১৩২। প্রশ্ন ঃ শুদ্ধকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের কারণ কি?

উত্তরঃ গুরুবর্গের অবমাননা-হেতুই আজকাল কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালের কীর্ত্তন—জড়ের কীর্ত্তন, ব্যবসার খাতিরে কীর্ত্তন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য কীর্ত্তন, জড়েন্দ্রিয় তোষণের জন্য কীর্ত্তন,—উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা বা হরিতোষণের জন্য নহে। মহাপ্রভু নৃত্য, গীত ও বাদ্য—ইহাদিগকে তৌর্য্যত্রিক বা ব্যসন বলিয়াছেন; কিন্তু হরিসেবানুকূল হইলে ইহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ভজন।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২৭৮]

১৩৩। প্রশ্ন ঃ শ্রী, ভূ ও নীলা (লীলা) কি তত্ত্বে অভিহিত হইবেন? গৌরলীলায় তাঁহারা কে?

উত্তরঃ ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা—এই তিনটি শক্তি। কমলা বা লক্ষ্মী—শ্রীশক্তি, বিষ্ণুভক্তিই—ভূশক্তি, আর নারায়ণের পাদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—লীলা-শক্তি, ইঁহাকেই 'দুর্গাশক্তি' বলে; ইনি জগতের আধার-স্বরূপা। গৌর-নারায়ণে এই তিনটি শক্তিই বর্ত্তমান। অবতারীর দেহে সর্ব্বাবতারের স্থিতি। স্বয়ংরূপ মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে 'নারায়ণত্ব'ও বিরাজিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু—স্বয়ংরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং তাঁহাতে কোন তত্ত্বেরই অভাব নাই।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ৩৫৭]

১৩৪। প্রশ্ন ঃ নিজ ও সর্ব্বোপকারক কে?

উত্তরঃ একমাত্র কৃষ্ণৈক-প্রপন্ন সজ্জনই নিজোপকারক ও সর্ব্বোপকারক। শুদ্ধভক্ত সর্বদাই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত। আবার মিছা ভক্তগণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে একান্ত বলবান।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ১৬০]

১৩৫। প্রশ্ন ঃ শ্রীগৌরসুন্দরের মুখ্য আদেশ কি?

উত্তরঃ "কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ"—শ্রীগৌরসুন্দরের এই আদেশ। শুদ্ধ-ভক্তগণ সেই কথায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া তৃণাদপি সুনীচ তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীধামের চতুষ্পার্শ্বে, শ্রীগৌরমণ্ডলে এবং জগতের সর্বত্র পরিক্রমা করিবেন। শুধু তাহা নহে, তাঁহারা যাবতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থও প্রচার করিবেন। ইহাই তাঁহাদিগের কীর্ত্তন।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ১২৪]

১৩৬। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত গুরুপদাশ্রয় বলিতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ "পরম কারুণিক প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিজ জনগণ প্রকট লীলায় যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার অনুগমন করাই শ্রীগুরুপদাশ্রয়।"

"শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই—সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির সেবা।"

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ১২৩]

১৩৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীভগবানের সংবাদ কি ভাবে পাওয়া যায়?

উত্তরঃ ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠানো যায়।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ২০৮]

১৩৮। প্রশ্ন ঃ মঠের প্রচার কার্য্যের ব্যায়ভারের উৎস কি?

উত্তরঃ [যখন মঠের প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন কোনও প্রাকৃত অর্থবল লইয়া এ সকল কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। একমাত্র নিরপেক্ষ ও অকপট হরিকীর্ত্তনই প্রভুপাদের চিরদিনের অস্ত্র।] তিনি সর্বদাই বলিতেন,—'অর্থ হইলেই ভগবৎসেবা হইবে না; পরন্তু হরিকথা প্রচার ও হরিসেবার জন্য নির্ব্বন্ধিনী মতি, অকপট সেবাময় প্রাণ থাকিলেই কার্য্য হইবে। তোমরা অর্থের জন্য চিন্তা করিও না। অর্থের দ্বারা মঠাদি রক্ষিত হয় না। পরন্তু বিষয়ের স্বভাব—হরিসেবায় অযুক্ত ব্যক্তিকে বিষয়েই প্রমত্ত করাইয়া দেয়।'

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ১৪৭]

শ্রীল প্রভুপাদের আরও উপদেশ—

'সকলে মিলিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জড়ীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণে কোন ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে না।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ১৪৭]

১৩৯। প্রশ্ন ঃ ধাম-অপরাধ কি কি?

উত্তরঃ ধাম অপরাধ দশটি—

১। ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা,

২। ধামকে অনিত্য-বোধ,

৩। ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি,

৪। ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান,

৫। শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জন,

৬। জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা,

৭। ধাম-সেবাচ্ছলে পাপাচরণ,

৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদ জ্ঞান,

৯। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-সূচক শাস্ত্র নিন্দা, ও

১০। ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ১২৩]

১৪০। প্রশ্ন ঃ শ্রৌতসিদ্ধান্ত বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য কি?

উত্তরঃ 'শ্রীবিগ্রহের অঙ্গবৈগুণ্য (?) সম্বন্ধে শ্রৌতসিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে' প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীপাট খেতুরী শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাত্রেরই গুরুপীঠ; আর সেই স্থানে ছয়টি বিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বারা অভিষিক্ত ও ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, শ্রীবীরভদ্রপ্রভু এবং শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অনুগত বহু শুদ্ধবৈষ্ণব দ্বারা গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন ও সেবামুখে সংস্থাপিত।

[শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী, পৃঃ ৩৪১]

১৪১। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কিসে?

উত্তরঃ একজন যদি আর একজনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে না পারে, তা' হ'লে অপর ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট যায় না। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হচ্ছি বটে, কিন্তু যাঁর কাছ থেকে ইন্দ্রিয়গুলো পেয়েছি, তাঁর কথাটা একবারও ভাবি না। ইন্দ্র এবং বায়ুরও একদিন অহঙ্কার হ'য়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তাঁ'রাও স্বতন্ত্র শক্তিমান্। মূলবস্তু যাঁর কাছ থেকে ঐ শক্তি পেয়েছেন, তাঁর কথাটা ভুলে গিয়ে ঐরূপ অবস্থাটি হ'য়েছিল। তাই ভগবান্ একগাছি তৃণকে ভাসিয়ে দিতে বা উড়িয়ে দিতে ব'লে তাঁদের শক্তির পরীক্ষা ক'রেছিলেন, কিন্তু ইত্যবসরে তাঁদের সমগ্র শক্তি হরণ করেছিলেন। তা'তে ইন্দ্রদেব বা পবনদেব ঐ তৃণ গাছিটিকে ভাসিয়ে দিতে বা উড়িয়ে দিতে পারেন নি। মূল আকর থেকে যদি শক্তি না আসে, তবে সব ঠাণ্ডা। যেমন দেখুন, মূল আকর থেকে বিজ্‌লী আস্‌ছে, তাই এই আলো জ্বল্‌ছে, পাখা চল্‌ছে কিন্তু মূলে উহা বন্ধ হইলেই সব ঠাণ্ডা। তাই মূল বস্তুর যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সকলের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হবে।

[নদীয়াপ্রকাশ (১ম খঃ), পৃঃ ১-২]

১৪২। প্রশ্ন ঃ অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি?

উত্তরঃ যিনি আমাদের ভোগ করবার বাসনাটা হরণ করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন—'হরি'। আমাদের এই ভোগবাসনাটাই অনর্থ, এই অনর্থটা যাবে কিসে? ভগবান্ কৃষ্ণের স্মৃতি যদি হয়, তবে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, নতুবা নহে।

[নদীয়াপ্রকাশ (১ম খঃ), পৃঃ ২]

১৪৩। প্রশ্ন ঃ আমরা কি শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতে পারি?

উত্তরঃ আমি যদি শ্রীবিগ্রহ দেখ্ছি বলি, তা' হ'লে শ্রীবিগ্রহ দেখা হয় না। আমি তাঁকে দেখ্ছি যখন বলি, তখন তিনি আমার সেবক হ'য়ে যান্। শ্রীবিগ্রহ আমাকে দর্শন কর্বেন, এই বুদ্ধিতে তাঁ'র কাছে আমার আসা দরকার; এ রকম বিচারে ভগবানের কাছে যাওয়া যায়। জীবের মধ্যে কেউ বদ্ধ, কেউ মুক্ত; মুক্ত যাঁরা, তাঁরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন।

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ৩]

১৪৪। প্রশ্ন ঃ 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটা কি?

উত্তরঃ দরিদ্রতাকে নারায়ণ বলা বা নারায়ণ বস্তুতে দরিদ্রতা আরোপ করা, খুবই পাষণ্ডতা।

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ৩]

১৪৫। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব কাহাকে বলে?

উত্তরঃ শাস্ত্র বলিতেছেন,—"সর্বে বিষ্ণুজাঃ বৈষ্ণবাশ্চ" অর্থাৎ সকলেই সেই পরমপুরুষ বিষ্ণু হইতে জাত এবং বৈষ্ণব। স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব হইলেও যিনি মহামায়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাকে অবৈষ্ণব বলা হয়। পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভক্তগণই বৈষ্ণব।

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৩]

১৪৬। প্রশ্ন ঃ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কাহাদের জন্য প্রবর্ত্তিত?

উত্তরঃ যাঁহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারেন না বা ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধ জীবগণ এই কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৯]

১৪৭। প্রশ্ন ঃ খণ্ড-জড়বস্তুর সেবার প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি?

উত্তরঃ নিত্য সেব্য মায়াধীশ অধোক্ষজ ভগবানকে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ডবস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেইকালে ঐকান্তিক ভক্তের সেবাগ্রহণ ব্যপদেশে শ্রীভগবানও নিজ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক ভক্তগণেরই ভগবদ্ভজনে একমাত্র অধিকার এবং শ্রীভগবানও তাহাদিগকে মুক্তকুলের সুদূর্ল্লভ নিজ প্রেমভক্তিযোগ প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার ভক্তের সেবা।

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ৩০]

১৪৮। প্রশ্ন ঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদনের উপায় কি?

উত্তরঃ দিব্যজ্ঞান দ্বারাই একমাত্র দিব্যবস্তুর আধার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায়; ইহা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বংশগত জাতির অধিকারভুক্ত নহে। ইহাতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে।

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ৩১]

১৪৯। প্রশ্ন ঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অধিকার লাভ কিসে হয়?

উত্তরঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ব্রাহ্মণ-তনু লাভ সুদূর্লভ। ব্রাহ্মণ-তনু-অভাবে ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অধিকার হয় না। ব্রাহ্মণতা জাগতিক কোন

বংশ পরম্পরাগত শৌক্র-জাতিগত নহে। জাগতিক জ্ঞানরহিত ত্রিগুণাতীত অচিন্ত্য দিব্যজ্ঞান লাভেই ব্রাহ্মণতা।

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ৩১]

১৫০। প্রশ্ন ঃ গৃহে বসবাসকারী মাত্রই কি গৃহী?

উত্তরঃ যে গৃহী গৃহে আসক্ত নহেন, তিনিই বনবাসী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী। যাঁহার একমাত্র কৃত্য হরিভজন, তিনি গৃহে থাকিয়াও গৃহবাসী বা গৃহস্থ নহেন, তিনি মঠবাসীর বন্ধু; মঠবাসী তাঁহার সঙ্গের জন্য লালায়িত। ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় মঠবাসী বলেন—

"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
এ অধম মাগে তাঁর সঙ্গ।"

[নদীয়াপ্রকাশের প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ৭৩]

১৫১। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত মুক্ত পুরুষ কে?

উত্তরঃ প্রভুপাদের উপদেশ—"সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 'হরিসেবার' নাম করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-কুটিনাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্তপুরুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনিই মুক্ত।"

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/১, ১৪-০৮-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১০]

১৫২। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবায় অধিকার কিসে হয়?

উত্তরঃ 'মুক্ত' না হইলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হইতে পারে না। মধুররসে স্বাভাবিক নিত্যরুচিবিশিষ্ট রাধারাণীর পাল্য-দাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হউন্। এই পর্য্যন্ত আমার কথা।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/১, ১৪-০৮-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১০]

১৫৩। প্রশ্ন ঃ কি ভাবে ভগবানের রূপ দর্শন হয়?

উত্তরঃ ভগবানের রূপ দর্শন করিতে হইলে, আমাদেরও রূপবিশিষ্ট হইতে হইবে। যদি তাঁহার রূপ দর্শন করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের রূপানুগ হওয়া চাই, যেন তিনি তাহাতে প্রীতিলাভ করেন। শ্যাম দেখে শ্যামার রূপ, শ্যামা দেখে শ্যামের রূপ—উত্তরোত্তর রূপ দর্শন ঘটে। আমরা যদি গুণী হই, তাহা হইলে ভগবানের গুণও উপলব্ধি করিতে পারিব।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৩, ২৮-০৮-১৯২৬ খৃঃ]

১৫৪। প্রশ্ন ঃ ভক্তের দেহকে চিদানন্দময় বলা হয় কেন?

উত্তরঃ জীবের দেহ ভগবন্মন্দির—চেতনময় মন্দির। কাঠ, পাথর, ইট দিয়া গড়া মন্দিরে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি 'অর্চ্চা' রাখা হয়। ভগবদ্ভক্তের দেহ চিন্ময় মন্দিরে শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজমান। এই জন্যই ভক্তের দেহকে চিদানন্দময় বলা হয়েছে। ভক্তের ভগবৎ প্রসাদাদি গ্রহণ ভগবানের মন্দির রক্ষার্থই চেষ্টা।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৪, ০৪-০৯-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৮-৯]

১৫৫। প্রশ্ন ঃ 'সাধু' কে?

উত্তরঃ যাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়—এরূপ কথার নামই 'হরিকথা'। জটা-জুট ধারণ কর্‌লে, ত্যাগী সাজ্‌লে বা বড় গেরস্থ হ'লেই তাকে সাধু বলা যায় না; সর্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই—সাধু। সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু। নিত্যকাল—সর্ব্বক্ষণ যে সকল চেষ্টার জন্য ব্যস্ত আছেন, সে সকলই যাহার ভগবানের সেবার জন্যই—তিনিই সাধু।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৫, ১১-০৯-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১২]

১৫৬। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণাবির্ভাব বলিতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ কৃষ্ণাবির্ভাব জিনিসটি—প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধ চেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণচেতনের পূর্ণপ্রকাশ।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৭, ২৫-০৯-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৩]

১৫৭। প্রশ্ন ঃ 'কৃষ্ণ' দিতে পারেন কে?

উত্তরঃ যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনের চেষ্টাবিশিষ্ট—যিনি সব দিয়ে ভগবানের সেবা করেন, যিনি সর্বতোভাবে প্রতি পদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা ছাড়া কিছুই করেন না, এমন কোনও পুরুষের সেবাই আমাদিগকে কৃষ্ণ দিতে পারেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্য কৃত্য নাই। গৌর-সুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও কার্ষ্ণের বেশে নানাপ্রকারে—নানাভাবে—নানা-ভাষায়—'একমাত্র কৃষ্ণের ভজন কর'—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৭, ২৫-০৯-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৪]

১৫৮। প্রশ্ন ঃ কখন বুঝবো যে, আমরা মায়া দ্বারা আক্রান্ত?

উত্তরঃ বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন। তাঁকে কোন বস্তু লুব্ধ ক'র্‌তে পারে না। পরজগতে বা এজগতে লোভের এমন কোনও বস্তু নাই, যা' কৃষ্ণপাদ-নখাগ্রের শোভা হ'তে অধিক লোভনীয় হতে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানেই জান্‌তে হবে, মায়া বহুরূপিণী হয়ে আমাদিগকে জাপ্‌টে ধ'রেছে—আক্রমণ করেছে। যিনি অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণ- ভাবেই ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন। অখণ্ডবস্তু—বাস্তবজ্ঞান যাঁর সম্পত্তি, যিনি সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবাতৎপর, তাঁর অতুলনীয় পাদপীঠের সহিত অন্যবস্তুর তুলনা হয় না। সেই বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৮, ২-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৩]

১৫৯। প্রশ্ন ঃ "অমেধ্য" (আমরা যাহাকে অপবিত্র বলিয়া থাকি, বোধ হয় তথাবিধ কিছু) পদার্থ কি কি?

উত্তরঃ "অমেধ্য" বলিতে যাহা ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না, সেই সকল রাজসিক ও তামসিক দ্রব্যকে বুঝিতে হইবে, সাত্ত্বিক দ্রব্য ভগবানে নিবেদিত না হইলে উহাও অমেধ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৭, ২৫-০৯-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১৬]

১৬০। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই কি রাগানুগা ভজনের অধিকারী ?

উত্তরঃ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতাভিমানি ব্যক্তিমাত্রেই যে রাগানুগা ভজনের অধিকারী হইবে, এরূপ বলা যায় না। অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, নিজ সুখদুঃখে উদাসীন নিবৃত্তপর ভক্তই রাগমার্গে অধিকারী। রাগমার্গের উপাসকদিগের মধ্যে ব্রজগোপী ও তদনুগ ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৮, ০২-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১৬]

১৬১। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই কর্মজ্ঞানশূন্যা শুদ্ধাভক্তির অধিকারী কি ?

উত্তরঃ জীব মাত্রেই শুদ্ধাভক্তির অধিকারী। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। ভক্তি সাধনে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা নাই অর্থাৎ ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পৃথক চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য ৮ম অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে একেবারে উড়াইয়া দেন নাই। পরন্তু ঐগুলিকে 'বাহ্য' বলিয়া তদ্‌পেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলিয়াছেন মাত্র। অনর্থমুক্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অর্থাৎ সাধন ভক্তির পঞ্চমস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্তির সাধন করিতে পারেন। ভক্তির নিষ্ঠা-ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে জীবের কর্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনীয় জানিতে হইবে।

এ সকল বিষয়ে সম্যক্ জানিতে হইলে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তগণের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৯, ০৯-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১৪-১৫]

১৬২। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবের সংজ্ঞা কি ?

উত্তরঃ বৈষ্ণবের সংজ্ঞা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ, ১ম বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্‌ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

'গৃহীত-দীক্ষাকঃ' শব্দে যিনি বিষ্ণু সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুসেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিষ্ণুসেবায় তৎপর হইয়াছেন।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/১২, ০৬-১১-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১০]

১৬৩। প্রশ্ন ঃ পণ্ডিত কে?

উত্তরঃ (১) "যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ" (মহাভারত বনপর্ব) অর্থাৎ যিনি আচারবান্ অর্থাৎ কেবল মুখে শাস্ত্রের কথা আবৃত্তি না করিয়া নিজের জীবন শাস্ত্রানুসারে যাপন করেন, তিনিই পণ্ডিত।

(২) "পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ" (গীতা ৫।১৮) যাঁহারা আত্মদর্শী অর্থাৎ যাঁহাদের স্বরূপদর্শন হইয়াছে, সেই সকল সমদর্শী ব্যক্তিই পণ্ডিত।

(৩) "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ" (উদ্ধবগীতা ২০।৪১) অর্থাৎ যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত।

(৪) "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।"

(ভাঃ ৭।৫।২৪)

অর্থাৎ যিনি শ্রীবিষ্ণুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্যবধান-রহিত-ভাবে শ্রীবিষ্ণুতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি যাজন করেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।

(৫) "পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ" আভিধানিকগণ বলেন, 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ 'বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি'; যিনি বেদের সারগ্রাহী—সর্ব্ববেদ তাৎপর্য্য যে শ্রীভগবদ্ভজন, তাহা যিনি অবগত আছেন এবং তাহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে,—তিনি পণ্ডিত।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৮, ০২-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৫]

১৬৪। প্রশ্ন ঃ ব্রাহ্মণতা ও বৈষ্ণবতার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সোপান বিশেষ। ব্রহ্মজ্ঞের নাম ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মজ্ঞ-ভগবদুপাসকের নামই 'বৈষ্ণব'। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বৈষ্ণবপণ্ডিত উভয়েই পরাবিদ্যার অনুশীলন করেন। তবে পার্থক্য এই যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরাবিদ্যার অনুশীলনকারী, আর বৈষ্ণবপণ্ডিত পরাবিদ্যায় পারঙ্গত, অতএব শ্রৌত সরস্বতীর উপদেষ্টা। বৈষ্ণব পণ্ডিতকে অপরভাষায় 'মূর্ত্ত ভাগবত' বা 'ভক্ত ভাগবত' বলা যায় অর্থাৎ তাঁহার জ্বলন্ত জীবনখানিই একখানি 'ভাগবত'—ভাগবত কি উদ্দেশ করেন, তাঁহার আচরণের প্রতি স্বর্ণাক্ষর তাহাই বলিযা দেয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যখন এইরূপ বৈষ্ণব পণ্ডিত বা মূর্ত্ত-ভাগবতের সমীপে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অভিগমন করেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব ও পাণ্ডিত্য সার্থকতা লাভ করে।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৮, ০২-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৫-৬]

১৬৫। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্য কি কি?

উত্তরঃ বৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য নামাপরাধের কোনও একটিকেই প্রশ্রয় প্রদান করেন না অর্থাৎ বৈষ্ণবপণ্ডিত কখনও সাধুনিন্দা করেন না, অসাধুকে সাধুর সহিত সমান জ্ঞান করেন না, পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত ঈশ্বর বা দেবতাগণে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বুদ্ধি করেন না, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন না, মহাকুলে প্রসূত ও সর্ববেদ-বিশারদ্ হইলেও অগুরু বা গুরুব্রুবকে গুরু বলেন না, শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা করেন না, হরিনামকে অতিস্তুতি মনে করেন না, ভগবৎ-স্বরূপ ও তন্নামরূপ-গুণলীলা মানবকল্পিত এরূপ বুদ্ধি করেন না, নামবলে পাপবুদ্ধির প্রশ্রয় অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের ন্যায় পাণ্ডিত্যকে বিক্রয় করিয়া দগ্ধোদর প্রতিপালন বা কোনও প্রকার ভোগ অর্থাৎ পাপের প্রশ্রয় দেন না অথবা পাণ্ডিত্য বা উত্তম অধ্যয়নের ফল যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতি, তাহা পরিত্যাগপূর্বক আপদ্ধর্মের ছলে পাণ্ডিত্যকে জীবিকার উপায়রূপে পরিণত করিয়া ভগবদ্ বিশ্বাসরাহিত্য অর্থাৎ মূর্খতা বা নাস্তিকতা

প্রদর্শন করেন না। বৈষ্ণবপণ্ডিত অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদির লোভে শ্রদ্ধাহীন বিমুখ ব্যক্তিকে কখনও নাম উপদেশ করেন না।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৮, ০২-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৭-৮]

১৬৬। প্রশ্ন ঃ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ কি জীবিকার্জ্জনের বস্তু?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ করে যদি কোন পাঠক ভাগবতের অর্থ বুঝতে সমর্থ হন, তা' হ'লে তিনি ভাগবত পাঠকে পণ্যদ্রব্য করে জীবিকার্জ্জন করেন না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ কোন দিনই ভাগবত পাঠ করে নিজের জীবিকার্জ্জন করেন নি; কিন্তু সেই প্রথা আজকাল বিকৃত-ভাবাপন্ন হয়ে ভৃতক পাঠককে কোথায় স্থান দিচ্ছে, একটুকু ভেবে দেখলে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ভাগবত-শ্রবণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন না? অনেক ভৃতক পাঠক ও গায়ক অপেক্ষা অনেক কলকণ্ঠী নর্তকী বৃষলীর গীতি, কণ্ঠস্বর ও হাবভাবাদি চেষ্টা মানবের মনকে অধিকতর মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু নাট্যরাজের সেই ভোগতাৎপর্য্যময় ব্যাপারকে কেহই 'পরমার্থ' বলে ভ্রম করেন না। যাতে হৃদয়কর্ণ জড়রসবিশিষ্ট হয়ে সাংসারিক প্রবৃত্তিতে আমাদিগকে ডুবিয়ে দেয়, সেইরূপ কথা দ্বারা আমাদের ভোগ-বাসনা হতে অবসর হবে?

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৮, ০২-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৩-৪]

১৬৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কি ব্রাহ্মণেতর জাতিত্বে পরিগণিত হবার যোগ্য?

উত্তরঃ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত হতে পারেন, কিন্তু তিনি তজ্জাতিত্বে পরিগণিত হতে পারেন না। পূর্বদিকে সূর্য্যদেব উদিত হন, কিন্তু তাই বলে পূর্বদিককে সূর্য্যোদয়ের কারণ বলা যেতে পারে না। বৈষ্ণব যে কোনও কুলে প্রকটিত হ'তে পারেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি তত্তজ্জাতি-সামান্যে পরিগণিত হবার বস্তু নন। 'বৈষ্ণব' বললে তাঁকে আর 'অব্রাহ্মণ' বলা যায় না। 'বৈষ্ণব'—অব্রাহ্মণ—একথাটি

পরস্পর বিরোধ ভাব ব্যঞ্জক। যেমন 'মৃন্ময় স্বর্ণপাত্র' বললে পরস্পর অসামঞ্জস্য-মাত্রই সূচিত হয়ে থাকে, তদ্রূপ 'শূদ্র বৈষ্ণব' প্রভৃতি কথাগুলিও অসামঞ্জস কথা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পারমহংস্যাচার দেখিয়েছেন বলেই যে, তাঁকে শূদ্র মনে করে তাঁর চরণে অপরাধ করতে হবে,—এরূপ বিচার শুদ্ধবৈষ্ণব-দাসের নয়—উহা কর্মজড়-স্মার্ত্তের অপরাধময় বিচার মাত্র। তিনি শূদ্র হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি ভূসুরগণকে কিরূপে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন? শুদ্ধবৈষ্ণব কোনও জাতির অন্তর্গত নন, তিনি সর্ব বর্ণাশ্রমীর গুরুদেব।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৫/৮, ০২-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৪]

১৬৮। প্রশ্ন ঃ মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ শ্রীনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত পৃথিবীতে থাকা কালে আর অন্য কোন সাধন ভজন নাই। বাকিগুলি প্রাপ্তিকালে প্রাপ্য বলিয়া জানিবে।

[শ্রীল প্রভুপাদের ৮-১-১৯২১ তাং-এর পত্র শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজকে লিখিত ঐ পৃঃ ১৩]

১৬৯। প্রশ্ন ঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি?

উত্তরঃ এইরূপ বিচার কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌর-ভজন নহে; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতা মাত্র। কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম্ম বা মায়া। সেবকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্বাভাষই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা।

[শ্রীচৈতন্যমঠের পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ত্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব (১৯১৮-১৯৬৮), পৃঃ ১৫]

১৭০। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবগুরুবর্গের অনুকরণ না অনুসরণ কর্ত্তব্য?

উত্তরঃ বৈষ্ণবগুরুবর্গের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে, অনুসরণময়ী সেবাই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগুরুগণের বেষ—পরমহংস বেষ; তাঁহারা সতত হরিসেবা-

পরায়ণ। গুরুর বেষগ্রহণ করা আমাদের মত শিষ্যব্রুব পাষণ্ডীর উচিত নহে; হরিসেবাবৃত্তি বাদ দিয়া গুরুর বেষ বা পরমহংস বেষ লইয়া আজকাল কিরূপ ব্যভিচার চলিতেছে! আমাদের গুরুবর্গের পারমহংস্য-বেষের সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্মোপযুক্ত বেষ ধারণ করিয়া হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই কর্ত্তব্য।

[গৌড়ীয় ২১/৪, ০৬-০৫-১৯৬৯ খৃঃ, পৃঃ ৮৯]

১৭১। প্রশ্ন ঃ ঈশ্বর-বৈমুখ্য কি কি?

উত্তরঃ ঈশ্বর বৈমুখ্য ত্রিবিধ। যথা—কনক-চেষ্টা, কামিনী-চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। যাবতীয় কায়মনোবাক্য ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত কর, তাহা হইলেই ভোক্তৃ অভিমান বিদূরিত হইবে। কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোক্তা এবং আমরা সকলে ও জগতের যাবতীয় বস্তু যে একমাত্র তাঁহারই ভোগ্য, এইরূপ শুদ্ধ উপলব্ধি হইবে। এইরূপ বিচার (উপলব্ধি) উপস্থিত হইলেই আমাদের যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ হইবে। যুষ্ ধাতুর অর্থ ভোজন বা সেবা; যাহা কিছু দ্বারা অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহের সেবা না করিয়া আমাদের জড়-ভোগগ্রস্ত নিজেন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া নিতে চাই, তাহাই ভোগ্যা যোষিৎ বা স্ত্রী। তাই স্ত্রীসঙ্গী হইও না, স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ কর। চেতনময় বস্তুর আরাধনার অভাব ঘটিলেই অচেতনের প্রতি আমরা চেতনের আরোপ করিয়া থাকি।

[গৌড়ীয় ২১/৫, ০৫-০৬-১৯৬৯ খৃঃ, পৃঃ ১১৪]

১৭২। প্রশ্ন ঃ দীন দুঃখীদিগকে কি ভাবে দেখা উচিত?

উত্তরঃ গৃহস্থের পক্ষে স্ত্রী-পুত্রাদি-পালনের ন্যায় দীনদুঃখীদিগকেও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। "গরীব দীনদুঃখীদিগকে আমার কল্পিত কৃষ্ণভজনের পয়সা দিতে হইবে না, দিলে কর্মকাণ্ড হইয়া যাইবে"—গৃহস্থগণের এইরূপ বিচার কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা ও পরদুঃখকাতরতা-হীনত্বই জ্ঞাপন করে। ইহাতে চিত্ত কঠিন ও বিত্তশাঠ্যাক্রান্ত হয়। ফলে স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবায়ও তাহা ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি লোপ পায়। সুতরাং সেবাপরাধ আবাহন করা হয়। ঐ সকল কপটতাপূর্ণ পাপাত্মক বিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীগৌর-

সুন্দর তাঁহার গৃহস্থলীলায় দীনদুঃখীদিগকে পয়সা-কড়ি প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতেন। উপার্জ্জিত অর্থও ভগবৎপ্রসাদেই লাভ হইয়াছে। প্রসাদ বিতরণ ত' গৃহস্থ বৈষ্ণবের অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মদোষে বা ভাগ্যফলে দুঃস্থতা প্রাপ্ত হইলেও তাহারা ভগবজ্জন। তবে দুঃখীদিগকে নারায়ণ জ্ঞান করা তত্ত্বান্ধতা ও ভীষণ অপরাধ মাত্র। স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনগণ কৃষ্ণভক্ত না হইলেও যেমন গৃহস্থগণ তাহাদিগকে ভগবানেরই জনরূপে পালন করেন, সেই প্রকার দীন-দুঃখীদিগকেও সাহায্য করিবেন।

[গৌড়ীয় ২১/৬, ০৩-০৮-১৯৬৯ খৃঃ, পৃঃ ১৫৩]

১৭৩। প্রশ্ন ঃ অপ্রকট লীলার প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ কি নির্দেশ দিয়াছিলেন ?

উত্তরঃ "সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু' দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ করে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছেন না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না; নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হয়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন।"

[গৌড়ীয় ২১/১১, ০২-১২-১৯৬৯ খৃঃ, পৃঃ ২৭৪]

১৭৪। প্রশ্ন ঃ শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কি?

উত্তরঃ "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য। হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়; সে জন্য সর্বদা ভগবানকে 'মহামন্ত্র' উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন।

নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণে সকল মঙ্গল হয়।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে।

যাহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করে না, তাহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিবেন।

পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন।

আমাদের দুর্দ্দৈব অপনোদনের জন্য অন্য কোন উপায় নাই—শ্রীনাম-ভজন ব্যতীত।

মাথুর বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরমধর্ম্ম।

সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।

শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে মহিমার আরোপ করেন।

[সারস্বত গৌড়ীয় ৯।৬, ২৬-০৩-১৯৫৬ খৃঃ, পৃঃ ১৩০]

১৭৫। প্রশ্ন ঃ ভগবান্ হইতে জীবের ভেদবুদ্ধি আসে কিসে?

উত্তরঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য আশ্রয়জাতীয় বিচিত্রতার নিত্যপ্রকাশ আছে। সেবাবুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের ভগবান্ হইতে ভেদবুদ্ধি আসে। তখন জীব "হাম্ খোদাই" বুদ্ধি করিয়া কখনও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্বিশেষ নির্ভেদবাদী হয়, কখনও বা ভোগি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগের দুরাশা করিয়া থাকে।

[গৌড়ীয় ৫/১, ১৪-০৮-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৮]

১৭৬। প্রশ্ন ঃ কৃত্রিমতা বিষয়ে প্রভুপাদের উপদেশ কি?

উত্তরঃ হে নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমতা ত্যাগ করুন। কৃত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছাভক্তি পরিত্যাগ করুন। স্ত্রীপূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যে প্রকার হরিসেবা করেন, অষ্টসখী-পরিবৃতা বৃষভানুনন্দিনীর সেবায় যে প্রকার মঞ্জরীগণ সততযুক্তা, সেই প্রকার সেবায় কামিনী-চেষ্টাকে নিযুক্ত করুন।

[গৌড়ীয় ৫/১, ১৪-০৮-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৯]

১৭৭। প্রশ্ন ঃ 'মুক্ত' কে?

উত্তরঃ যাঁহার যাহা আছে, তিনি যদি তাহার সমস্ত ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি 'মুক্ত'। সর্বস্ব অর্পণে কার্পণ্যই 'বদ্ধতা' বা 'হরিবিমুখতা'। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনিই মুক্ত।

"কামিনীর কাম নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।"

* * * * *

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

[গৌড়ীয় ৫/১, ১৪-০৮-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৯]

১৭৮। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবার অধিকার কিসে হয়?

উত্তরঃ 'মুক্ত' না হইলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হইতে পারে না। মধুররসে স্বাভাবিক নিত্যরুচিবিশিষ্ট রাধারাণীর পাল্যদাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হউন।

[গৌড়ীয় ৫/১, ১৪-০৮-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ১০]

১৭৯। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধবিধি কি রূপ?

উত্তরঃ বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা ত্যক্ত গৃহই হউন, তাঁহার কোনও অশৌচ বা শোক নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ হরিনাম গ্রহণ-জনিত নিত্য শুচি হইয়া যে কোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ।

[গৌড়ীয় ৬/১, ১৩-০৮-১৯২৭ খৃঃ, পৃঃ ১৫]

১৮০। প্রশ্ন ঃ পরমার্থ-বিমুখ ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ?

উত্তরঃ পরমার্থ-বিমুখ জীব নিজার্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিয়া বাহিরের রূপে বিমুগ্ধ হন, নিজের সৌন্দর্য্য-সংরক্ষণে যত্নবান হন, ইতরপ্রাণীর বিনোদনের জন্য চাটুবাক্য শিক্ষা করেন, অপরের নিকট হইতে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভের যত্ন করেন, ভগবৎপ্রতিষ্ঠা ও ভক্তপ্রতিষ্ঠা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন, ভগবন্নির্মাল্য-সুরভির আঘ্রাণ করিবার ইচ্ছার পরিবর্ত্তে স্বীয় অভিলষিত সুরভির আঘ্রাণে ব্যস্ত হন, ভগবদ্বস্তুর উদ্দেশ্যে সুগন্ধি বস্তুসমূহের সমর্পণ প্রভৃতি তাঁহার রুচির অনুকূল হয় না। জিহ্বার স্বাদুবোধে যে সকল দ্রব্য বদ্ধ জীবের জিহ্বা লাম্পট্য বৃদ্ধি করে, তজ্জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার অবিহিত কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের একবারও মনে পড়ে না যে, সমগ্র আস্বাদনীয় বস্তু কোন্ জিহ্বায় আস্বাদিত হইলে আস্বাদিতের তাৎপর্য্য পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করে। ভগবৎসেবা-রহিত জীব স্বীয় চেষ্টার দ্বারা যে শীতোষ্ণ লাভের যত্ন করেন, তাহা নিজের তাৎপর্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হন, ভগবানের পাদপদ্মের সুশীতলতা এবং শীত-জড়তা অপনোদনের সামর্থ্য তাহাদের বিচারের অনুকূল হয় না। স্বরূপ জ্ঞানাভাবই ইহার মূল কারণ।

[গৌড়ীয় ৮/২২, ১২-০১-১৯৩০ খৃঃ, পৃঃ ৩৪৩]

১৮১। প্রশ্ন ঃ জাগতিক নীতিসমূহ কতটা উপাদেয়?

উত্তরঃ Ethical Principles or moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্বোত্তম, এ-বিষয়ে মতান্তর নাই। কিন্তু

কৃষ্ণপ্রেমা সর্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় moral standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়।

[গৌড়ীয় ৮/২২, ১১-০১-১৯৩০ খৃঃ, পৃঃ ৩৪৬]

১৮২। প্রশ্ন ঃ 'অপ্রকট' তিথিকে কি রূপ বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

উত্তরঃ সাধারণ লোকে বলে,—অপ্রকটের দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন বলে আমরা জানি। আমরা তাঁরই (নিজ গুরুদেবের) পূজা কর্‌বার অবসর পাচ্ছি। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে অন্যরূপ বিচার করবার জন্য আমাদের উপদেশ নাই অর্থাৎ পৃথক বুদ্ধি করবার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সর্বকালেই সকলের উপাস্য বস্তু।

[গৌড়ীয় ৯/১৩, ০৮-১১-১৯৩০ খৃঃ, পৃঃ ২৩০-৩১]

১৮৩। প্রশ্ন ঃ শ্রীকৃষ্ণনামের সু-ফল কি কি?

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হইলে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা তখন আমাদের নিখিল চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণের কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম-শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবনযাপন করিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণনামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই আমাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করিবে।

[গৌড়ীয় ১০/২৭ ও ২৮, ১৩-০২-১৯৩২, ২০-০২-১৯৩২ খৃঃ, পৃঃ ৪১২ ও ৪২৭]

১৮৪। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার প্রণালী কিরূপ ?

উত্তরঃ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালী এইরূপ। প্রচারক—কীর্ত্তনকারী, শ্রীচৈতন্যের বাণীর বাহক, তাঁহার অন্য কোন কৃত্য নাই; অন্য কোনও চাপরাশ বা বুজরুকী নাই। তিনি শ্রীচৈতন্যের বাণীর 'পিয়ন'। অমানী তিনি —অকপট তৃণাপেক্ষা সুনীচ তিনি; তাই তৃণকে পদ-দলিত করিবার পরিবর্ত্তে দন্তে ধারণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর পদদেশে পতিত হইয়া যুক্ত করে তাঁহাদিগকে বলিতেছেন যে, তাঁহারা সকলেই 'সাধু'। তাঁহারা যখন 'সাধু', তখন যাবতীয় সংসৃতির বিষয়—ইতর বিষয়—মনোধর্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে অনুরাগ-বিশিষ্ট হইলেই তাঁহাদের সাধুত্ব স্থায়িত্ব লাভ করিল। শ্রীচৈতন্যের বাণী-শ্রবণে ও অনুকীর্ত্তনে নিত্য সাধুতার চরম-সীমা লাভ হয়।

[গৌড়ীয় ১০/২৮, ২০-০২-১৯৩২ খৃঃ, পৃঃ ৪৩২]

১৮৫। প্রশ্ন ঃ শ্রীরাধার সেবা-লাভ হয় কি ভাবে ?

উত্তরঃ ভগবানকে সেবা করবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং কত প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ভগবানকে সুষ্ঠুভাবে সেবা করে যিনি ভগবানেরও সেব্যবস্তু হ'য়েছেন, সেই পদার্থকে আমাদের সর্বতোভাবে জানা আবশ্যক। তাঁ'র পাদপদ্মে আমাদের আত্মার অনুরাগ প্রকটিত করতে হ'লে যাঁরা তাঁ'র স্তাবক, তাঁরাই আমাদিগকে তাঁর সেবায় অধিকার দিতে পারেন। সেবা কর্‌বার বুদ্ধি ও শক্তি তাঁর আনুগত্যে প্রিয় জনগণের সঙ্গে লাভ হয়—তাঁ'র সেবাই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় বলে উপলব্ধি হয়।

সেই বস্তুটি যখন ভগবানের সর্বস্ব ব'লে আমরা মহাজনের উপদেশাবলী হ'তে সংগ্রহ কর্‌তে পারি, তখন আরাধনা-কার্য্যের সুষ্ঠুতা একমাত্র তাঁ'তেই আছে জেনে তাঁ'র সেবায় অগ্রসর হই। আজ থেকে—তাঁর আবির্ভাব দিবস থেকে তাঁর দাস্যে নিযুক্ত হ'লে পরম মঙ্গল আমাদের অধিকারের মধ্যে আসবে।

যিনি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি নন্দনন্দনের সর্বস্ব, তাঁর সেবা এবং তাঁর অনুগত জনগণের সেবায় বঞ্চিত হ'য়ে কখনও গোবিন্দসেবায় অধিকার লাভ হয় না।

[গৌড়ীয় ১০/১১, ১৭-১০-১৯৩১ খৃঃ, পৃঃ ১৬৪]

১৮৬। প্রশ্ন ঃ শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি কি এক তাৎপর্য্যময় ?

উত্তরঃ শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি এক তাৎপর্য্যময়। ইহাতে স্বীয় ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির পরিবর্ত্তে সকলই নৈষ্কর্ম্ম্য। সুখ ও দুঃখ দুইটি ভিন্ন বস্তু। সুখের জন্য বেড়ালে দুঃখই আসে। সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কর্ম্ম-কাণ্ড মুক্তপুরুষের কৃত্য নয়। কর্ম্মের ফল কখন ভাল, কখন মন্দ। শ্রীভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন না। যা'তে জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়, ভাগবত সেই পরমাত্মার কথা কীর্ত্তন করেন। ভাগবতে নৈষ্কর্ম্ম্য ও পারমহংস-ধর্ম্মের কথা আছে।

[গৌড়ীয় ৫/১১, ৩০-১০-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ২]

১৮৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীধামবাসিগণের সেবা কি আমরা করিতে পারি ?

উত্তরঃ [শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীশ্যামাচরণ জীউর মন্দিরে বক্তৃতাকালে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন] শ্রীধামবাসিগণের চরণসেবা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তবে আপনাদের ইচ্ছা ও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় গৌরভক্তগণের সেবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি। কেননা, যে গৌরভক্তগণের কৃপাকটাক্ষে সকল আশা—সকল আকাঙ্খা ও সকল প্রয়োজন অতি সহজে লাভ হয়ে যায়, তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণে আমাদের যে সাফল্য, তা'র তুলনা আর নাই।

[গৌড়ীয় ৫/১৫, ২৭-১১-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৩]

১৮৮। প্রশ্ন ঃ পরতত্ত্ব বস্তু কি ?

উত্তরঃ আত্মবস্তু জ্ঞানে—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব বস্তু। শ্রীনারায়ণ তাঁ'র বৈভব-বিগ্রহ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বৈভব প্রকাশ। পরতত্ত্ব কিছু নারায়ণ হ'তে হয় নাই। শ্রীনারায়ণে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট এবং শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণের মধুরিমা বিকশিত। আমরা এ'সব

না জেনে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে বৈষ্ণবের চেষ্টা ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল করি—তখন সংসারে মিত্রতা, শত্রুতা প্রভৃতিতে ব্যস্ত হই এবং অসতে 'সৎ' ভ্রম হয়।

[গৌড়ীয় ৫/১৫, ২৭-১১-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ৩]

১৮৯। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন কি এক তাৎপর্য্যময়?

উত্তরঃ কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন, তিনটি পৃথক অনুষ্ঠান হইলেও তিনটিই এক তাৎপর্য্যময়।

নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।

কৃষ্ণ-সেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়।

সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহারা লভ্য হয়।

অর্চ্চনেও ঐ তিনটি কার্য্য হইয়া থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

[গৌড়ীয় ৫/৪, ০৪-০৯-১৯২৬ খৃঃ, পৃঃ ২২]

১৯০। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত বিদ্যা কি?

উত্তরঃ শ্রীহরির সন্তোষকর কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম এবং যাহাতে শ্রীহরিতে অব্যভিচারিণী মতি জন্মে, তাহাই বিদ্যা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"। শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কিঞ্চনা সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞান, বৈরাগ্যাদি—সমস্ত সদ্‌গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন (ভাঃ ৫।১৮।১২)।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পুনঃ পুনঃ দৃঢ়রূপে ঐরূপ মীমাংসা-বাক্যই উদ্ঘোষিত করিয়াছেন। যথা—

তাহারে যে বিদ্যা বলি মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন।।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়।।
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার ফল নহে।
ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে।।

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৩শ অঃ)

পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে?

(চৈঃ ভাঃ আদি ১২শ অঃ)

তাহারে যে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে, সন্মত সবার।।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

শ্রীরায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলাইতেছেন,—

প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার?
রায় কহে, 'কৃষ্ণভক্তি' বিনা বিদ্যা নাহি আর।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

এই সমস্ত মহাজন-বাক্য ও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ফলাদি দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে যে, পরাবিদ্যাই প্রকৃষ্ট বিনয় (তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুবৎ সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদ স্বভাব) যোগ্যতা, সর্বধর্মসার, প্রেম মহাধন এবং সর্বশেষে পরানন্দ সুখ প্রদান করিতে একান্ত সমর্থ।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ লিখিত প্রবন্ধ "পরা ও অপরা বিদ্যা", গৌড়ীয় ৫/২২, ১৫-০১-১৯২৭, পৃঃ ১১ হইতে সংগৃহীত]

১৯১। প্রশ্ন ঃ 'অনর্থ' নিবৃত্তি কিসে হয়?

উত্তরঃ হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সে জন্য সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে 'অনর্থ' নিবৃত্ত হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে, এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না।

[গৌড়ীয় ৫/২৮, ২৬-০২-১৯২৭ খৃঃ, পৃঃ ১৪]

১৯২। প্রশ্ন ঃ 'সঙ্গে'র ফল কি?

উত্তরঃ 'সঙ্গ'ই মানব জীবনের হরিভজনের প্রধান বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব জীবনে উহাই একটী সর্বপ্রধান অবলম্বন। সঙ্গবঞ্চিত হইয়া আমরা বৃথা জীবন কাটাইতেছি। অন্যান্য কার্য্য হরিসেবার পরিবর্ত্তে স্থান অধিকার করিতেছে।

[গৌড়ীয় ৫/৩২, ০২-০৪-১৯২৭ খৃঃ, পৃঃ ১৪]

১৯৩। প্রশ্ন ঃ "অধোক্ষজ" বলিতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ "অধঃকৃতং অতিক্রান্তং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"— "He (God) is He who has reserved the right of not being exposed to senses". ভগবদনুগ্রহই তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

[গৌড়ীয় ১২/১৭, ০২-১২-১৯৩৩ খৃঃ, পৃঃ ২৬৪]

১৯৪। প্রশ্ন ঃ "আধ্যক্ষিক" কাহাকে বলে?

উত্তরঃ যাঁহারা "অক্ষ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, যাঁহারা জাগতিক বা ইন্দ্রিয়জ বিচার দ্বারা ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়াও অনূচানমানিতা ও আত্মশ্লাঘার পতাকা উত্তোলন করেন—যাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরতার ভূমিকায় যুক্তিজাল বয়ন করেন—যাঁহারা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের

ধারণা করিতে যান, তাঁহারাই 'আধ্যক্ষিক'। আরোহপ্রণালীয় আধ্যক্ষিকতা।

[গৌড়ীয় ১১/৩, ২০-০৮-১৯৩২ খৃঃ, পৃঃ ৪৪]

১৯৫। প্রশ্ন ঃ শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতে কি তত্ত্ব?

উত্তরঃ যেখানে "শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী" অর্থাৎ দ্বিগুণিতা 'শ্রী' বা শোভা-সম্পন্না দুর্গাদেবী কথিতা হন, সেখানে তাহা স্বরূপভূতা শ্রীবিষ্ণুশক্তি।

স্বরূপভূতা শ্রীবিষ্ণুশক্তিই "শ্রী" পদ-বাচ্যা এবং স্বপ্রকাশরূপাই "দেবী" পদ-বাচ্যা। হরির সাক্ষাৎ নিজের অবিনাশিনী শক্তিই "শ্রী"। শ্রীহরির অবিনাশিনী শক্তি 'বহিরঙ্গা মায়া' নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণু-বক্ষঃস্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা-সরস্বতী-জগন্মাতা।।

(চৈঃ ভাঃ আ ১৩।২১)

[গৌড়ীয় ১১/১২, ২৯-১০-১৯৩২ খৃঃ, পৃঃ ১৯২]

১৯৬। প্রশ্ন ঃ সেই শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর সহিত জগৎপূজিকা দুর্গা কি এক?

উত্তরঃ কিন্তু জগৎপূজিতা দুর্গা অর্থাৎ জগদ্ভরা লোক—বিশ্বের গণ-গড্ডালিকা যাঁহাকে 'দুর্গা' বলিয়া পূজা (?) করেন, তাহা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি নহে, তাহা ভগবানের বিরূপশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তি, জীব-বিমোহিনী শক্তি, বহির্ম্মুখতা বর্দ্ধিনীশক্তি; ব্যতিরেকভাবে ভগবানের সেবা-কারিণী শক্তি—অন্বয়ভাবে বা অনুকূলভাবে ভগবৎ-সেবিকা নহেন। জড়-জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনি এই দুর্গা। কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়াদুর্গা তাঁহার দাসী-রূপে জগতে কার্য্য করেন স্বরূপভূতা দুর্গার আবরিকা শক্তিই অখিলেশ্বরী মহামায়া; যাঁহার দ্বারা সকল জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সকলে স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহভিমানী হইয়াছে।

[গৌড়ীয় ১১/১২, ২৯-১০-১৯৩২ খৃঃ, পৃঃ ১৯২-১৯৪]

১৯৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণে কি ভেদ আছে?

উত্তরঃ শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই। কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি—কৃষ্ণভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে।

[গৌড়ীয় ১৪/২২, ০৪-০১-১৯৩৫ খৃঃ, পৃঃ ৩৪১]

১৯৮। প্রশ্ন ঃ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভের উপায় কি?

উত্তরঃ নামসেবা দ্বারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা লাভ হয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা লাভ ও নামসেবা পৃথক নয়। নামসেবা কেবল মাত্র সাধন নয়—তাহা সাধ্য। নামাভাসে মুক্তি হয়। মুক্তিস্পৃহা ভাগবতধর্ম্মের বিরোধী। রাধামাধবের সেবার আশা সকলের চেয়ে বড় আশা। সেই আশায় সফলতা লাভ ক'রতে হ'লে কুণ্ডতীরে ভজন ছাড়া আর কিছুতেই হয় না। তাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলেছেন, শ্রীরূপের ভৃত্যসূত্রে দাসগোস্বামী প্রভুও বলেছেন।

[গৌড়ীয় ১৪/২২, ০৪-০১-১৯৩৫ খৃঃ, পৃঃ ৩৫১]

১৯৯। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের পূর্বে কি অভ্যাস করলে মঙ্গল লাভ হয়?

উত্তরঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করবার পূর্বে একটি নিষেধাত্মক ও আর একটি বিধিমূলক শ্লোক পাঠ করলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।

* * * * *

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়না কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

প্রথমোক্ত শ্লোকটি ঋণধর্ম্মের গ্রহণে নিষেধাত্মক বা অতন্নিরসনাত্মক, আর দ্বিতীয় শ্লোকটি ধনাত্মক বা বিধিমূলক। ইন্দ্রিয়তর্পণপর পুস্তকবোধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কর্‌লে সুবিধা হবে না।

[গৌড়ীয় ১৪/২৩, ১১-০১-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৫৭]

২০০। প্রশ্ন ঃ বহির্ম্মুখ মানবজাতির অবস্থা কিরূপ?

উত্তরঃ পিঁপড়ে যেমন গুড়ে আটকাইয়া যায়, বহির্ম্মুখ মানব জাতি সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আট্‌কে যাচ্ছে। স্ত্রী-পুত্রাদির কথায় বিষয়ীরা এত মগ্ন যে, ভগবানের কথা তাদের কাছে মামুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে জড়জগতের বাহাদুরিতেই আট্‌কে যাচ্ছে। ভব-সাগরের পার হবার যাঁদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আছে, তাঁদের ঐ সকল বিষয়ী ও বিষয় হ'তে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাক্‌তে হবে। বিষয়ী কি সুখে আছে, যদি আমরা হৃদয়ে ঐ চিন্তা করি, তা' হ'লে সেই বিষয়সুখের বঁড়শী আমাদিগকেও টেনে নিয়ে ভীষণ অমঙ্গল করাবে। ভোগসমুদ্রে বা ত্যাগসমুদ্রে সন্তরণ আমাদের জীবনের কৃত্য নয়। হরিসেবামৃত-সাগরে সন্তরণই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

[গৌড়ীয় ১৪/২৩, ১১-০১-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৫৮]

২০১। প্রশ্ন ঃ যোষিৎসঙ্গের ফল কি?

উত্তরঃ সমুদ্র মন্থনের সময় মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন যেরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন সেইরূপ। আমরা যা'র বাধ্য হয়ে যাই, সেই স্ত্রী আকৃতি-মাত্র নহে। সমগ্র জগৎ গৃহিণী-জাতীয় যোষার অনুগত ব্যক্তি। যোষার আনুগত্যে জগতের সকল ধর্ম্মের অনুশীলন হ'চ্ছে। ভগবান্ পুরুষোত্তমের যোষাজাতীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অধীন হ'লে হরিসেবা হয় না; মায়া জীবকে পাশবদ্ধ ক'রে সর্বনাশ করে। যোষার ভোক্তা অভিমানে অভক্ত হয়ে পড়ি—কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি মিশ্রকাণ্ডে অগ্রসর হই।

[গৌড়ীয় ১৪/২৩, ১১-০১-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৬০]

২০২। প্রশ্ন ঃ ভক্তি আশ্রয় না করার কি ফল?

উত্তরঃ যাদের 'দিব্য জ্ঞানের' উদয় হয় নাই, তা'রা নিজে প্রভু হ'য়ে

সেবা গ্রহণ করে। যাঁরা ভগবদ্ভক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভজনের সাহায্য করেন, তাঁর সেবা করুন, তাঁরা ধন্য। যাঁ'রা মুক্তজীবের আশ্রয়নীয়া ভক্তি আশ্রয় না কর্‌বেন, তাঁরা ভিন্ন জন্মে বধ্যপশুর ন্যায় অনুতাপ কর্‌বেন। হরিভক্তের সঙ্গ না ক'রলে হরিভক্তি হবার সম্ভাবনা নাই। হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন, হরিনাম কীর্ত্তন সম্ভব হবে।

[গৌড়ীয় ১৪/২৩, ১১-০১-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৬২]

২০৩। প্রশ্ন ঃ মানব জীবনের সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

উত্তরঃ আমরা আমাদের জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করি, কিন্তু বহির্জগৎ হইতে অসংখ্য বাদানুবাদ, বিরুদ্ধ ধারণা ও চিন্তাস্রোত আসিয়া আমাদিগকে নানাপ্রকারে বাধা দেয় এবং অসুবিধা ঘটায়। সুতরাং ভগবদ্বিমুখ বহির্জগতের পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তে—তাহাদের সততা, বন্ধুতা ও আত্মীয়তায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত ভগবৎপ্রিয় ভাগবতোপদেশ—শ্রবণই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং তাহাই সর্ব সমস্যা সমাধানের একমাত্র রাজকীয় পন্থা।

[গৌড়ীয় ১৪/২৪, ১৮-০১-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৭৪]

২০৪। প্রশ্ন ঃ শ্রীভগবান্ আমাদিগকে আমাদের পরম মঙ্গলের জন্য কি শুনাইয়াছেন?

উত্তরঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গানে শুনিতে পাই—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য............ মা শুচঃ।।" (গীতা ১৮।৬৬)—"আমাতে আত্মনির্ভর কর, ইহাতে তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে না। তুমি এ যাবৎ পর্য্যন্ত (বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বিষয়) যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছ, সব পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট এস। আমি তোমাকে কোন্ পথ লইতে হইবে বলিয়া দিব।" "যদি তুমি নিজেই নিজের মঙ্গলোপায়ের ব্যবস্থাপক হইয়া পড়, তাহা হইলে তুমি এমন কতকগুলি পন্থাকে উপায় মনে করিয়া বসিবে, যাহা পরিণামে নিরর্থক হইবে, কেননা আমি সমগ্র বিশ্বের অন্তর্যামী—সর্বব্যাপক, আমাকে ছাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমি সর্বসত্ত্বার মূল কারণ, পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,

অখণ্ড ও অনন্ত আনন্দময়।" আমরা তাঁহা অপেক্ষা অন্য কুত্রাপি আর কাহারও নিকট ইহা অপেক্ষা সম্যক্‌প্রকারে নির্ভরযোগ্য—বস্তুর সমগ্র ধারণা-দান সমর্থ উৎকৃষ্ট উপদেশ আশা করিতে পারি না।

[গৌড়ীয় ১৪/২৪, ১৮-০১-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৩৭৪-৭৫]

২০৫। প্রশ্ন ঃ 'ধাম' শব্দে কি বুঝায়?

উত্তরঃ 'ধাম' শব্দের অর্থ আলোক; যে আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া দেয়, সেই আলোরই অনুসন্ধান হউক। উলূকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা কত জন্ম-জন্মান্তর কাটাইয়াছি, অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইবারই যত্ন করিয়াছি। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়াই পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ ভাগবত শ্লোক ৭।৫।৩১-৩২-এ বলিয়াছেন,—যাঁহারা এই জগতের মনুষ্য-জাতির চেষ্টা, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিতে মত্ত—আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানে বাধা ঘটিতেছে। আবার যাঁহারা সত্য জানা কঠিন—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এরূপ দূর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদেরও হরিভক্তির বিচার কম। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে ভক্তিরসপাত্র ভাগবতের নিকটেই ভক্তিরসশাস্ত্র ভাগবত পাঠ করুন। ভাগবত পাঠকের ব্যবসায়ের অন্যতম জ্ঞানে যে প্রকার পাঠ হয় বা হইতেছে, তাহাতে জগতের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অসুবিধা ঘটিতেছে। ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ ব্যবসায় নহে, আর বাকী সবই ব্যবসায়।

[গৌড়ীয় ১৪/৩২, ২১-০৩-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৪৯৭-৯৮]

২০৬। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিলে কি হয়?

উত্তরঃ বৈষ্ণবে বিদ্বেষ দ্বারা মহারৌরবে পতিত হইতে হয়।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে।।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণব বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। বহুলোক বৈষ্ণব বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হওয়ায় অবৈষ্ণবতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ব্যতীত অবৈষ্ণবগণের দানাপানি রুজূ বন্ধ হইয়া যায়, তাই তাহাদের এত

উদ্যম। এই অভক্তির বিচার—বৈষ্ণব-বিদ্বেষ জগৎ হইতে থামিয়া যাউক। ধর্ম্মজগতের দৌরাত্ম্যের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হউক।

[গৌড়ীয় ১৪/৩২, ২১-০৩-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৪৯৮]

২০৭। প্রশ্ন ঃ বিষয়ী কাহারা?

উত্তরঃ সেই সকল ব্যক্তিই বিষয়ী, যাঁহারা প্রাকৃত স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্যমঙ্গল লাভের সময়কে বৃথা ব্যয় করেন।

২০৮। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব হওয়ার কি ফল?

উত্তরঃ বৈষ্ণব হওয়াই সর্ব্বোত্তমতা। ব্রাহ্মণ জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বৈষ্ণবতা কোটি কোটি জন্ম বৈদান্তিক হইবার পর লাভ হয়। বাংলায় কেবলাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন—আমরাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অন্য কাহারও কথা নয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব লিখিয়াছেন,—

"সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের মধ্যেএকজন বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ কোটি বৈদান্তিকের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণুভক্ত সহস্রের মধ্যে একজন একান্তি-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।"

[গৌড়ীয় ১৪/৩২, ২১-০৩-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৪৯৯]

২০৯। প্রশ্ন ঃ নিষ্কপট সেবার ফলে কি হয়?

উত্তরঃ যিনি বা যাঁহারা নিষ্কপটে হরিকীর্ত্তন প্রচার বা চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা ও বাণীপূজার সেবানুকূল্য করেন, গৌরজনগণ স্বতঃই তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি স্নেহ-বিশিষ্ট এবং সেই স্নেহ ও কৃপার পারিপার্শ্বিকতায় অন্যান্য লোকেরও সেবার সমৃদ্ধি হইয়া থাকে।

[গৌড়ীয় ১৪/৩৩, ২৮-০৩-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৫০৭]

২১০। প্রশ্ন ঃ ভক্তগণের তথাকথিত অমঙ্গল আছে কি?

উত্তরঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—ভক্তগণের তথাকথিত অমঙ্গল নাই, কিন্তু অভক্তগণের অন্যাভিলাষ ও কর্ম-জ্ঞানাদি স্পৃহাজনিত তথাকথিত

শুভ ও মঙ্গলের মধ্যেও অমঙ্গলের খনিই প্রচ্ছন্ন থাকে। তিনি আরও বলেন, —ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থার চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অন্যাভিলাষ প্রমাণিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "তত্তেহনুকম্পাং" এই ভাগবতীয় শ্লোক ও "বিরচয় ময়ি দণ্ডং" শ্রীরূপপ্রভুর এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীরূপের শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—বৃষ্টি বজ্রগর্ভই হউক আর সুশীতল বারিগর্ভই হউক, চাতক সেই বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর স্তুতি করে না। ভগবদ্ভক্তও ভগবৎকৃপা আপাতঃ দৃষ্টিতে দণ্ড বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীয়মান হউক কিম্বা সম্পদযুক্তই হউক, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানেই শরণাপন্ন থাকেন। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত কর্মফল-বাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি নিজে দৈন্যক্রমে জানেন যে, আমি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি।

[গৌড়ীয় ১৪/৩৩, ২৮-০৩-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৫০৭-৮]

২১১। প্রশ্ন ঃ সেবায় ছলনা এবং গুরুবৈষ্ণবের নিন্দায় কি ফল হয় ?

উত্তরঃ মহাপ্রভুর বাড়ীতে যে সকল লোক কোনপ্রকার ছলনা করিয়াছে এবং গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উদ্বেগ প্রদান করিয়াছে, তাহাদের পতন হইয়াছে, তাহারা যমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

[গৌড়ীয় ১৪/৩৮, ০২-০৫-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৫৯৪]

২১২। প্রশ্ন ঃ সকলকে কি শিষ্য বলা যাইবে ?

উত্তরঃ অবনত মস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাঁহাকে শিষ্য বলা যাইবে না। হরিসেবকগণ মঠে বাস করেন। মঠবাসীর আচার-বিচার ছাড়িয়া দিলে কমঠভোজী* হইয়া পড়িতে হইবে। মঠ-স্বার্থ ও মঠসেবা ছাড়িয়া দিলে বহির্ম্মুখ জীব কুমঠবাসী হয়। * কমঠ—কচ্ছপ।

২১৩। প্রশ্ন ঃ হরিভজন বাদ দেওয়া যায় কি ?

উত্তরঃ হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী হয়। হরিভজন পরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠ-সদৃশ। মঠের সেবা করিতে হইবে। মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে

না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে। কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না।

[গৌড়ীয় ১৪/৩৮, ০২-০৫-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৫৯৪]

২১৪। প্রশ্ন ঃ কাহারা বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন?

উত্তরঃ যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কদাপি বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

[গৌড়ীয় ১৪/৩৮, ০২-০৫-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৫৯৪]

২১৫। প্রশ্ন ঃ শ্রীরাম ও পরশুরাম উভয়ই যদি অবতার হন, তাহা হইলে একই সময়ে তাঁহাদের প্রপঞ্চে অবস্থান কি প্রকারে সম্ভব? শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের শক্তি হরণ করিয়াছিলেন; এক অবতার অপর অবতারের শক্তি হরণই বা করিলেন কেন?

উত্তরঃ এক দীপ থাকিলে কি অপর দীপ থাকিতে পারে না? আবার দুইটি দীপের একটি অপ্রকাশিত হইলেও অপরটি থাকিতে পারে। পরশুরাম—শক্ত্যাবেশাবতার—জীবতত্ত্ব। দুর্ম্মত্ত ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস-সাধনের জন্য তাঁহাতে বিষ্ণুর শক্তির আবেশ ছিল। তিনি যখন দুষ্কৃত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকেও ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত ব্যক্তি-বিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামে প্রদত্ত শক্তি হরণ করিয়া লইলেন।

[গৌড়ীয় ১৪/৩৮, ০২-০৫-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৫৯৫-৯৬]

২১৬। প্রশ্ন ঃ আমাদের কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ সর্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা-ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনামভজনেই সর্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

[গৌড়ীয় ১৪/৩৮, ০২-০৫-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৫৯৭]

২১৭। প্রশ্ন ঃ দেবীধামের সকল জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তরঃ দেবীধামের সকল জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে,—একমাত্র এই জন্মেই ভগবদ্ভজন দ্বারা গুণময় জগৎসমূহ হইতে উদ্ধার পাইবার (Transcend করিবার) সুবর্ণ সুযোগ লাভ হইয়াছে। পশ্বাদি জন্মে বিবেকের অভাব এবং দেহ জন্মাদিতে ভোগের প্রাচুর্য্য আমাদিগকে বিপথে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বহু লক্ষ জন্মের পর মনুষ্য-জন্ম —ভগবানের কথা শুনিবার মত জন্ম পাইয়াছি। মনুষ্যগণের মধ্যেও কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি পশু-প্রকৃতির লোক আছে, যাহারা পশুবৎ জীবন- যাপনই ভালবাসে। কিন্তু ভগবানের বিশেষ করুণায় আমরা বহুগুণে সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সভ্যতার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে—ভগবানের ভজন দ্বারা। ভগবানের ভজন না করিলে আমরা অসভ্যগণের নিকৃষ্ট। সাধুর নিকট নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, নতুবা সভ্যতার কোনও মূল্য নাই।

[গৌড়ীয় ১৪/৪৮, ১১-০৭-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৭৫০]

২১৮। প্রশ্ন ঃ বিষ্ণু-সেবা কি ভাবে করিতে হয়?

উত্তরঃ বিষ্ণুসেবা কি প্রকারে ক'র্‌তে হয়, তা' আমরা প্রথমেই জান্‌তে পারি না। তারতম্য বিচার কর্‌তে গিয়ে বুঝি, যাঁ'রা বিষ্ণু-সেবা করেন, তাঁদের সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁ'রাই সব চেয়ে বড়। বিষ্ণুর কোন প্রকার সন্ধান ইহজগতে না পেলেও যাঁ'রা বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁ'দের সেবা ক'রলে কি প্রকারে বিষ্ণুর সেবা করতে হয়, জান্‌তে পারি।

[গৌড়ীয় ১২/৩১, ১৭-০৩-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ৪৭৭]

২১৯। জনৈক ভক্তকে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ—

আপনি প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশামৃত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিশেষ যত্নপূর্বক সর্বদা পাঠ করিবেন। অন্য বিষয়ী বা অন্য সাধুলোকের সহিত হরিকথা আলোচনা করিবেন না। সকল সঙ্গরহিত হইয়া নিরপরাধে সংখ্যাপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ

করিলে কোন বিষয়ীই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।

[গৌড়ীয় ১২/৩৬, ২১-০৪-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ৫৫৬]

২২০। প্রশ্ন ঃ মহাভাগবতের দেহে কোন প্রকার ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হয় কি না? এবং সেই ব্যাধি সাধারণ জীবের ব্যাধির ন্যায় কি?

উত্তরঃ মহাভাগবতগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। তাঁহারা ভুবনমঙ্গলের জন্য জগতে বিচরণ ও অবস্থান করেন। মহাভাগবতের যে অসুস্থতার অভিনয় প্রদর্শন, তাহা ত্রিতাপ ভোগের অন্যতম নহে। মহাভাগবত অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করেন এবং সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ দান ও জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্র চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন।

[গৌড়ীয় ১২/৪৫, ২৩-০৬-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ৬৯৯]

২২১। প্রশ্ন ঃ ভগবানের শক্তি কয়প্রকার?

উত্তরঃ ভগবান্ সর্বশক্তিমান্। তাঁর শক্তি-বিচারে তিনপ্রকার শক্তির কথা শুনি। তা'র মধ্যে একটী সন্ধিনী শক্তি, যা'তে এই বিশ্বজগৎ প্রভৃতির অস্তিত্ব সংরক্ষিত, আর একপ্রকার শক্তি হ্লাদিনী—আনন্দদায়িনী শক্তি, আর একপ্রকার শক্তি সম্বিৎ অর্থাৎ চেতন শক্তি। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণাম এই জগৎ।

[গৌড়ীয় ১১/৪৯, ২২-০৭-১৯৩৩ খৃঃ, পৃঃ ৭৭৪]

২২২। প্রশ্ন ঃ ভোগী ও ত্যাগী বিষয়ে বিচার কি রূপ?

উত্তরঃ ভোগী ও ত্যাগী—ইহজগতের লোক, ভোগ ও ত্যাগ—এ-জগতের বিচার। ভগবদ্ভক্ত এ জগতের ন'ন, তিনি ভোগীও ন'ন, ত্যাগীও ন'ন। ভোগী সর্বদা ভোগাকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—বিচারে ভোগীর দুর্দ্দশা দে'খে ত্যাগী মনে করে,—স্বগত-

সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত হ'লে—দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন এক হ'লেই বাস্তব-দর্শন। ভক্তিতে কোনপ্রকার তপস্যা নাই। ভক্তের তপস্যা প্রভৃতি নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নয়, তিনি নিজের জন্য কোন কাজই করেন না, তাঁ'র যা' কিছু সবই ভগবৎসেবার জন্য। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা ক'র্লেই তপস্বীর তপস্যার সার্থকতা, নতুবা তা'র কোন মূল্যই নাই।

[গৌড়ীয় ১১/৪৯, ২২-০৭-১৯৩৩ খৃঃ, পৃঃ ৭৭৭]

২২৩। প্রশ্ন ঃ মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ মহাপ্রভুর শিক্ষা,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

হরিকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য। সর্বদা হরিকীর্ত্তন হলেই ভগদিতর কাজ থাম্বে। অনুক্ষণ ভগবানের কথা স্মৃতিপথে না থাক্লেই জড়ের ভোগ হয়ে যাবে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ না জান্লে প্রেমাই প্রয়োজন হবে না। দুর্ব্বুদ্ধিযুক্তের প্রার্থনীয় বিষয়ই—প্রাকৃত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় এগুলি শিশু-শিক্ষার কথা, কিন্তু উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষার কথা তিনি ব'লেছেন। উপনিষদ্, গীতা—এসব Infant Class-এর পাঠ, Higher Study দরকার—শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা আবশ্যক।

২২৪। প্রশ্ন ঃ 'বাচক'-নামের সেবা ব্যতীত 'বাচ্য'-নামের সেবা কি লাভ করা যায়?

উত্তরঃ 'বাচক'-নামের সেবা ব্যতীত 'বাচ্য'-নামীর সেবা-সান্নিধ্য-লাভ অসম্ভব, সেই সেবার মূলমন্ত্র—নিরভিমানতা। শ্রীচৈতন্যদেবই সেই মন্ত্রের গুরু। গুণত্রয়ের অধীনতাই জীবের বদ্ধাবস্থা। ঐ বদ্ধাবস্থা দূর হইলে জীব নিজ নিত্য-স্বরূপের উপলব্ধি একেবারে রহিত হওয়ায় চৈতন্যহীন হন। চৈতন্যের অপব্যবহার বশতঃ কর্তৃত্বাভিমানে গুণপরিচিত বস্তু বিশেষ হওয়ায় অপর বদ্ধজীবের ভোগ্য হইয়া পড়েন। নিরভিমান না হইলে তিনি বাচক-

নামের সেবা করিতে সমর্থ হন না। বাচক-নামের সেবা না করিলে বাচ্য-নামীর সহিত সান্নিধ্য লাভ ঘটে না। মুক্তকুলের উপাস্যমান বাচ্য-শ্রীনামের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম নিরভিমানতার শিক্ষক।

[গৌড়ীয় ১২/৪, ২৬-০৮-১৯৩৩ খৃঃ, পৃঃ ৫২]

২২৫। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে,—যাঁহারা শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারা প্রাকৃত বাউল ও প্রাকৃত সাহজিক মতাবলম্বী। গৌর ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি হইতেই এই সকল দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। সেই দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা ঔদার্য্যময়শিক্ষা-গ্রন্থরাজ শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষাই অধিকতর মঙ্গলপ্রদ।

[গৌড়ীয় ১২/১১, ২১-১০-১৯৩৩ খৃঃ, পৃঃ ১৬৯]

২২৬। প্রশ্ন ঃ মথুরাবাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ কি বলেন?

উত্তরঃ তিনি বলেন,—গৌরসুন্দরের "কৃষ্ণে মতিরস্তু" এই আশীর্বাদ শিরে গ্রহণ করিলে মথুরা-বাস ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। বৈকুণ্ঠ প্রপঞ্চাতীত স্থান বটে; কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ আমাদের নিকট আসেন না, সে বৈকুণ্ঠ আমাদের প্রতি নির্দয়। মথুরা প্রপঞ্চাগত বৈকুণ্ঠ বলিয়া আমাদের প্রতি সদয় ও অধিকতর উদার।

[গৌড়ীয় ১৩/১২, ২৭-১০-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ১৮৬, ১৮৮]

২২৭। প্রশ্ন ঃ বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা কেন?

উত্তরঃ বৈকুণ্ঠ এ জগতে আসেন না। বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সর্বদাই প্রপঞ্চাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ পরমকরুণা বিস্তারার্থ তাঁহার সে স্বাতন্ত্র্য শক্তিকে ঔদার্য্যময়ী করিয়া আজ কৃষ্ণের জন্মলীলা বিস্তারের জন্য প্রপঞ্চাতীতভাবে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মথুরার বৈকুণ্ঠ হইতেও বৈশিষ্ট্য আছে।

[গৌড়ীয় ১৩/১২, ২৭-১০-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ১৮৬]

২২৮। প্রশ্ন ঃ সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে?

উত্তরঃ অসাধু বা সাধুব্রুবকে সাধু কল্পনা করিয়া সঙ্গ করিলে কিম্বা প্রকৃত সাধুর নিকট স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিবার অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সাধুসঙ্গ হইবে না।

২২৯। প্রশ্ন ঃ নাম-সঙ্কীর্ত্তন কিরূপে হয়?

উত্তরঃ অপরাধের সহিত নাম-সঙ্কীর্ত্তনের অভিনয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন নহে।

২৩০। প্রশ্ন ঃ ভাগবত-শ্রবণ কি রূপ?

উত্তরঃ ভাগবতের মুখেই ভাগবত শ্রবণ করিতে হইবে, পেশাদারের মুখে ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণের অভিনয় ভাগবত-শ্রবণ নহে।

২৩১। প্রশ্ন ঃ শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবন কি?

উত্তরঃ মাটিয়া বুদ্ধিতে শ্রীমূর্ত্তির সেবার নাম ভোগ, উহা শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবা নহে।

২৩২। প্রশ্ন ঃ মথুরাবাস কি প্রকারে হইতে পারে?

উত্তরঃ ভোগবুদ্ধিতে মথুরাবাসের অভিনয় মথুরাবাস নহে।

[গৌড়ীয় ১৩/১২, ২৭-১০-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ১৮৮]

২৩৩। প্রশ্ন ঃ ভাগবতে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকে ব্যাখ্যা বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি?

উত্তরঃ তিনি জানাইয়াছেন, ইংরাজী ১৯২১ সালে ঢাকার দ্বারে দ্বারে গিয়া এই শ্লোকটি (ভাঃ ১১।৯।২৯)—কীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশ দিনে ত্রিশপ্রকার ব্যাখ্যা এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল; কিন্তু সেই সকল কথা আকাশে বিলীন হইয়াছে—সংরক্ষিত হয় নাই। "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের কিয়দংশ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

[গৌড়ীয় ১৩/১২, ২৭-১০-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ১৯০]

২৩৪। প্রশ্ন ঃ মাধ্যাহ্নিক লীলায় শ্রীরাধার সূর্য্যপূজার বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তরঃ কৃষ্ণাঙ্গী শ্রীরাধা (গোবিন্দলীলামৃতের ৮ম সর্গ ৬৮) শ্লোক উচ্চারণ করিয়া ভক্তিভরে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বর প্রার্থনা করিলেন,—"নির্ব্বিঘ্নে যেন আমার গোবিন্দপদারবিন্দের সঙ্গ-লাভ হয়, আপনি এই কৃপা করুন।"

ধর্ম্মকামিগণ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। যিনি বেদধর্ম, লোকধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম, আর্য্যপথ প্রভৃতি স্বধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া ব্রজরাজ-নন্দনের অপ্রাকৃত কাম-সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী জটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতি আর্য্যজনকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছল প্রদর্শন করিলেন। যেন তিনি লোকধর্মে কতদূর নিষ্ঠাবতী! বস্তুতঃ সূর্য্যও যাঁহার আজ্ঞায় জগচ্চক্র বিধান করিয়া থাকেন, লোকধার্মিক-গণকে বঞ্চনা করিয়া সেই গোবিন্দদেবের সঙ্গমই তাঁহার কামনার বিষয়।

[গৌড়ীয় ১৩/১৬, ২৪-১১-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ২৪১-৪২]

২৩৫। শ্রীল বিমলাপ্রসাদের (শ্রীল প্রভুপাদ) উপদেশ—

বৎসরে একবার মহাপ্রভুকে দেখিবার চেষ্টা করা ভক্ত মাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার দেখিয়া যাইতেন।

[শ্রীল বিমলাপ্রসাদের পত্র, তাং - ০৩-০৩-১৯১৬,
গৌড়ীয় ১৩/৩৬, ২১-০৪-১৯৩৪ খৃঃ, পৃঃ ৫৫৫]

২৩৬। প্রশ্ন ঃ হরিবিমুখতার কারণ কি?

উত্তরঃ অসাধু সঙ্গ হইতেই যাবতীয় হরিবিমুখতা আমাদিগকে গ্রাস করে। অসাধু-সঙ্গক্রমে আমাদের চিত্ত হরিভজন বিরোধী। অসাধুবৃত্তির কপট আচ্ছাদনকে সর্বতোভাবে নির্দ্দয় হইয়া ত্যাগ করিবেন। সাধুসঙ্গে অনর্থ থাকে না, অনর্থ পোষণের চেষ্টাও থাকে না। চিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, প্রতিষ্ঠাশা মৎসরতা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ চেষ্টাই অসাধুতা। সাধুসঙ্গ প্রভাবে ঐ অনর্থগুলি থাকে না।

[শ্রীসজ্জনতোষণী ২০/১, পৃঃ ২]

২৩৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ কি?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ণতম অনুশীলন-ক্ষেত্র হচ্ছে—শ্রীরাধাকুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরম প্রিয়পাত্র শ্রীরূপ প্রভু ব'লেছেন,—কুণ্ডতীরে যদি কারও প্রবেশাধিকার হয়, তা' হ'লে অন্যান্য সকল ধর্মের মূল্য কতটা অকিঞ্চিৎকর ও অসম্যক, তা' বুঝ্‌তে পারা যাবে। চার পোয়া ধর্মের প্রতীক হচ্ছে—অরিষ্টাসুর বা বৃষাসুর। আরিট গ্রামে কৃষ্ণের দ্বারা অরিষ্টাসুর নিহত হওয়ার পরই আধ্যক্ষিকতার চিন্তাস্রোত ধ্বংস হ'য়ে গেল। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনামূলে চতুষ্পাদ ধর্ম; পঞ্চম বিচারে শ্রীরাধাকুণ্ড। মহাপ্রভু যে সকল কথা ব'লেছেন, তা' লোকের নিকট কুণ্ডতীরে বসে কীর্ত্তন ক'র্‌ব। চরম ভজনানন্দ হ'চ্ছে—শ্রীকুণ্ড দর্শন। শ্রীকুণ্ডকে সাধারণ জলময় দীর্ঘিকা দর্শন ক'র্‌তে বলছি না।

[গৌড়ীয় ১৪/১৫, ১৬-১১-১৯৩৫ খৃঃ, পৃঃ ২৩২]

২৩৮। প্রশ্ন ঃ শ্রীজগন্নাথদেব তত্ত্বতঃ কি বস্তু?

উত্তরঃ শ্রীজগন্নাথদেব—পুরুষোত্তম বস্তু—স্বয়ংরূপ সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকটই তাঁহার সেই স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আশ্রয়-শিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগদীশকে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শনের আদর্শ প্রকট করাইয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইয়াছিলেন।

[গৌড়ীয় ১৪/৪২, ৩০-০৫-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৬৫৭]

২৩৯। প্রশ্ন ঃ অধোক্ষজের সেবা কিরূপ?

উত্তরঃ তিনি নিজে না খাইয়া অপর লোককে খাওয়ান, তিনি দাতা। তাঁহার নিকট সেবকসূত্রে যাওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। ভগবানের যখন বৈভবাবতার হইয়াছিল, তখন আমার জন্ম হয় নাই। কৃপাময় আমাকে কৃপা করিবার জন্য অন্তর্য্যামিসূত্রে অর্চ্চাবতাররূপে আমার নিকট আসিয়াছেন, যাহাতে আমি সর্বক্ষণই ভগবানের সেবা করিতে পারি। হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই অধোক্ষজের সর্বক্ষণ নিশ্ছিদ্র সেবা সম্ভব।

[গৌড়ীয় ১৪/৪২, ৩০-০৫-১৯৩৬ খৃঃ, পৃঃ ৬৫৮]

২৪০। প্রশ্ন ঃ শ্রীরূপানুগবরের বিচারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বলিতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের সুপ্ত হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম 'সম্বন্ধ', গৌরকৃপা কৃষ্ণভক্তি 'অভিধেয়' ও গৌর দেয় কৃষ্ণপ্রেম 'প্রয়োজন'। ভগবদ্ রূপবিমুখ হইলে জীব নির্বিশেষ গৌর বিমুখ হইবেন। প্রভুপাদ বলেন,—'তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিপ্রচারের সর্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন, সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীরূপের অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।'

২৪১। প্রশ্ন ঃ শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবেশের উপায় কি?

উত্তরঃ সাধন ভক্তির মূল বস্তু শ্রদ্ধা, ভাবভক্তির মূলবস্তু রতি, প্রেম-ভক্তির মূলবস্তু রস, ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থান লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ-ভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন্ নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনও কোন বঞ্চক দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না।

[সজ্জনতোষণী ১৮/৪, পৃঃ ১৩৮]

২৪২। প্রশ্ন ঃ গুরু কে?

উত্তরঃ যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণবস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনি গুরু। সেতার শেখানোর গুরু বা কসরৎ শেখানোর গুরুর কথা বল্‌ছি না, তারা মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারে না। ভাগবতের শ্লোক ৫।৫।১৯-এ পাই—সে গুরু, গুরু ন'ন; সে পিতা, পিতা ন'ন; সে

মাতা, মাতা ন'ন; সে দেবতা, দেবতা ন'ন; সে স্বজন, স্বজন ন'ন; —যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে না পারেন—আমাদিগকে নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড় জগতের অভিনিবেশ-রূপ অজ্ঞান-মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন। অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না।

[গৌড়ীয় ১৬/১, ০৩-০৩-১৯৬৪ খৃঃ, পৃঃ ৩]

২৪৩। প্রশ্ন ঃ অপ্রকটের প্রাক্কালে শ্রীল প্রভুপাদ কি কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

আপনারা সকলে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব-কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না; নিজ ভজন, নিজ-সর্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তন ছাড়্‌বেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু' হ'য়ে সর্বক্ষণ হরিকীর্তন কর্‌বেন।

আমাদের এই জরদ্গব-তুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্তন যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর্‌ছি। আমরা কোন প্রকার কর্মবীরত্বের বা ধর্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে-জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না। আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি রয়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদরূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।"

সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর কর্‌বার চেষ্টা করাই মাত্র আমাদের প্রয়োজন নয়। এই সকল অসুবিধা দূরীভূত হওয়ার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক'রব, আমাদের নিত্য জীবন কি হ'বে, এখানে থাকাকালেই তা'র পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যত ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে—যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট কর্‌বে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণের কথা আপাত বড়ই Startling (চমকপ্রদ) ও Perplexing (হতবুদ্ধিকর)। যে আগন্তুক ব্যাপারসমূহ আমাদের নিত্য প্রয়োজনের অনুভূতিতে বাধা প্রদান করছে, তাহা Eliminate (অপসারণ) কর্‌বার জন্য মনুষ্য-নামধারী সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ন্যূনাধিক Struggle (সংগ্রাম) কর্‌ছে। দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্য প্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐক্যতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করুন।"

[গৌড়ীয় ১৬/১১, ২২-১২-১৯৬৪ খৃঃ, পৃঃ ২৯৭]

২৪৪। প্রশ্ন ঃ আমরা ত' জীব, আমাদের জীবনের সার্থকতা কিরূপে হয়?

উত্তরঃ "নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

(ভাঃ ৩।২৩।৫৬)

—ইহ সংসারে আমরা যে সব কর্ম্ম করি, তা' যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, আর সেই ধর্ম্ম যদি নিষ্কাম হয়ে কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যদি তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, তা' হ'লে আমরা জীবিত থাকলেও মৃত অর্থাৎ আমাদের প্রাণধারণ বৃথা। ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের সার্থকতা হবে, যদি তদ্দ্বারা হরিসেবা হয়, নতুবা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই।

ভোগী ও ত্যাগী জগতের সর্ব্বনাশ সাধন করছে। এই দুই সঙ্গ না করে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করলে তীর্থপাদের—ভগবানের সেবার কথা বুঝতে পারা যায়।

[গৌড়ীয় ১৭/৫, ১৯-০৬-১৯৬৫ খৃঃ, পৃঃ ১৩৭]

২৪৫। প্রশ্ন ঃ কেহ কেহ কালী, কৃষ্ণ, গণেশ প্রভৃতি সমস্তই এক বলেন; ইহা কি সত্য?

উত্তরঃ কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি এক নয়। একটা হল জগৎ, আর একটী জগন্নাথ। অধোক্ষজ বস্তু জগন্নাথকে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা মানুষ ধারণা কর্‌তে পারে না। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু ও তদ্‌ভিন্ন বস্তুকে যে এক অর্থাৎ সমান মনে করে, সে পাষণ্ডী—নারকী। পদ্মপুরাণ বলেন,—যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সমবুদ্ধি করে, সে নারকী। বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন বলেন,—যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। মায়ামুগ্ধ, কনক-

কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মর্ত্তজীবকে অনেকে কৃষ্ণ, নারায়ণ, হরি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, গুরু প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। এরা সব পাষণ্ডী।

[গৌড়ীয় ১৭/৫, ১৯-০৬-১৯৬৫ খৃঃ, পৃঃ ১৩৮]

২৪৬। প্রশ্ন ঃ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ কি বলেন?

উত্তরঃ বড় দরিদ্র আমরা, 'দরিদ্র নারায়ণ' নহি। আমাদের এই দরিদ্রতা কমিয়া যাওয়া দরকার। ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।।"

—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতি প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মহাপ্রভুর আদেশ—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

জগতে মায়িক নামই সর্বত্র চলিতেছে; বৈকুণ্ঠনাম প্রচারিত হউক। বৈকুণ্ঠ-নামের প্রচারই মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট। আমাদের প্রচার প্রণালী এইরূপ হউক—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক। মন্দির না হয়, নাই হইল। তাঁহারা দেখুন—উঁহাদের দেশে দর্শন বা প্রয়োগশাস্ত্রে কতটুকু কি আলোচনা হইয়াছে, আর আমরা কত বড় জিনিষটি বলিতে বসিয়াছি।

[গৌড়ীয় ১৭/৬, ১৯-০৭-১৯৬৫ খৃঃ, পৃঃ ১৬১-৬২]

২৪৭। প্রশ্ন ঃ অপ্রাকৃত (Transcendent) কাহাকে বলে?

উত্তরঃ যাহা প্রপঞ্চাতীত (beyond physical), তাহাই অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত বস্তু চতুর্বিধ ব্যক্তিত্বের সহিত নিত্য বর্তমান। তাহা নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ এবং মুক্ত। প্রাকৃত বিশেষে যে সকল নাম-রূপ-গুণাদি আছে, তাহাদের নিত্যত্ব নাই, তাহারা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, অশুদ্ধ, খণ্ডিত ও বদ্ধ আপেক্ষিকতাযুক্ত। কিন্তু অপ্রাকৃত নামের উপাসনা নিত্য। তাহা সর্ববিধ

মায়িক বন্ধনের হেয়তা হইতে পরিমুক্ত। অপ্রাকৃত শ্রীনাম—পরিপূর্ণ বস্তু। তাহাতে সকল শক্তি নিহিত, অর্থাৎ অপ্রাকৃত নামই রূপ, অপ্রাকৃত নামই গুণ, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবৈশিষ্ট্য, অপ্রাকৃত নামই লীলা। এই চারিপ্রকার বৈশিষ্ট্য অপ্রাকৃত বস্তুতেই বর্তমান।

২৪৮। প্রশ্ন ঃ আমাদের পক্ষে সেই অপ্রাকৃত শব্দ ধারণা করিবার উপায় কি?

উত্তরঃ অপ্রাকৃত বস্তু যখন কৃপাপূর্ব্বক শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে আমাদের সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হন, তখনই আমরা অপ্রাকৃত ধারণা করিতে পারি, নতুবা প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অপ্রাকৃতের ধারণা কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যেক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহ আবৃত থাকে; বহির্জগতের আবরণমুক্ত-দর্শনে যে সেবোন্মুখতা আছে, তাহারই ধারণা গৃহীত হয়।

২৪৯। প্রশ্ন ঃ আমরা প্রাকৃত লোক, আমাদের প্রাকৃত মিশ্রভাব কি রূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে?

উত্তরঃ শ্রীনামাচার্য্যের কৃপায় শ্রীনামই আমাদের কর্ণকে নিয়মিত করিয়া আমাদের যাবতীয় প্রাকৃত ভোগানুকূল ভাবগুলিকে নিরাস করিয়া থাকেন।

[গৌড়ীয় ১৭/৮, ১৬-০৯-১৯৬৫ খৃঃ, পৃঃ ২০৯-২১০]

২৫০। প্রশ্ন ঃ মনুষ্য জন্মের কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্ দিন মরিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অনিত্য নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার সময় নাই। যখন মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অস্থায়ী জিনিষের সেবা করিব না, গৃহব্রত হইব না, কুকুরের সেবা করিয়া ভাঙ্গী হইব না—গোগর্দভের ন্যায় ভারবাহী হইব না। আমরা সারগ্রাহী হইব। আমরা মক্ষিকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুকরের

বৃত্তি অবলম্বন করিব। এ জগতে ক্ষুদ্র বস্তুর ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিচার সকলই মনোধর্ম্ম।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সব 'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব 'ভ্রম।।"

[গৌড়ীয় ১৯/২, ৩০-০৩-১৯৬৭ খৃঃ, পৃঃ ৫৯]

২৫১। প্রশ্ন ঃ শাস্ত্র অনন্ত, ভগবত্তত্ত্বও অনন্ত, জীবের পক্ষে সে সমুদয় অবগত হওয়া কি সম্ভব?

উত্তরঃ শাস্ত্র অনন্ত, ভগবত্তত্ত্বও অনন্ত। জীবের পক্ষে সে সমুদয় অবগত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং শাস্ত্রের সার ও হরিভজনের অনুকূল বিচার-আচার, যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণীয়। এক অঞ্জলি জলপানে যদি আমার তৃষ্ণা নিবারণ হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে সমুদ্রের বিশাল জলরাশির কি প্রয়োজন? শ্রীহরির প্রীতিবিধানই জীবের চরম কাম্যবস্তু, শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী সেই পথনির্দেশ করে। তাঁহার কৃপাফলেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়, সুতরাং বহু শাস্ত্র কলাভ্যাসে আরোহপন্থীর ন্যায় অক্ষজজ্ঞানোত্থ চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

[গৌড়ীয় ১৯/৪, ২৮-০৫-১৯৬৭ খৃঃ, পৃঃ ১০৫]

২৫২। প্রশ্ন ঃ শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে না কেন?

উত্তরঃ সংসার-বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে, তখনই শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহার পূর্বে নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ-সেবার কথা জানাইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার কথা জানাইয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবার কথা শ্রীদামোদর-স্বরূপ প্রভু যিনি পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি জগৎকে জানাইয়াছেন। শ্রীরূপ-রঘুনাথও সেই স্বরূপ-দামোদর প্রভুর কথা জানাইয়াছেন। শ্রীল গোস্বামিগণের গ্রন্থপাঠে তাহা জানা যায়।

[গৌড়ীয় ১৯/৪, ২৮-০৫-১৯৬৭ খৃঃ, পৃঃ ১০৬]

২৫৩। প্রশ্ন ঃ শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণ কি সর্বশ্রেষ্ঠ? শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন?

উত্তরঃ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত-হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।।"

সন্ন্যাসী একটি জাতি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ আর একটি স্বতন্ত্র জাতি—এরূপ অভক্তিপর বিচার ভাগবত-ধর্ম্মে নাই। শৌক্র-ব্রাহ্মণতাকে (বর্ণ বিশেষকে) ভক্তিরাজ্যে শ্রেষ্ঠ বলা, আর সন্ন্যাসীকে (আশ্রম বিশেষকে) ভক্তিরাজ্যে শ্রেষ্ঠ বলা একই জাতীয়। অর্থাৎ উভয় বিচারই অভক্তিপর। যাহার সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থাভিমান আছে, তাহার আদৌ সম্বন্ধজ্ঞান বা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশই হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" শ্লোকই এ-বিষয়ের প্রমাণ। কেবলমাত্র লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নই আশ্রমের একমাত্র স্বরূপ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—'বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ" অর্থাৎ দণ্ডধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। রাবণও সীতা-হরণের জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল।

২৫৪। প্রশ্ন ঃ "আলেখ্য" বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের কি উপদেশ?

উত্তরঃ "ভক্তগণের বাড়ীতে বাড়ীতে আমাদের অয়েল পেন্টিং না থাকাই বা না রাখাই ভাল। প্রতিষ্ঠারূপিণী শৌকরী বিষ্ঠার কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। জীবদ্দশায় প্রতীক-পূজার সৃষ্টি হইলে আমাদের অধঃপতন হয়। পথ দুইটি—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। ভক্তিপথের পথিকগণ শ্রেয়ঃপন্থী। বিষয়ী-সঙ্গ—আমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক।"

(দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫১ ও ৫২)

[গৌড়ীয় ১৬/১, ৩১-০৭-১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ৮-১০]

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৯৯ পৃঃ ০৪-১০-১৯ তে উল্লিখিত আছে—

"সুস্থাবস্থায় পাদসম্বাহণ ও তনুমর্দ্দনাদি কার্য্যে অপরকে নিযুক্ত করিবার অধিকার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কাহারও নাই—ইহাই শাস্ত্র-বিধি। সকলেরই একই উদ্দেশ্য ও একই সেবা স্বার্থ থাকিলে কোনপ্রকার বিরোধের সম্ভাবনা হয় না। সেখানে আপাতঃ বিরোধও প্রেমপর সেবার উৎকর্ষ সাধনে পর্য্যবসিত হয়।"

[গৌড়ীয় ১৬/১, ৩১-০৭-১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ১১]

শ্রীল প্রভুপাদ ২০-১১-১৯৩৩ খৃঃ একপত্রে লিখিয়াছেন—

"আমাদের কোন মঠেই স্ত্রীলোকের রাত্রিবাস করিবার ব্যবস্থা নাই। তবে যোগপীঠে পূর্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী ও গৃহস্থের Colony থাকায় এবিষয়ে বাধা দিই নাই। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র বা ছিদ্র না থাকিলেও সীতাদেবীর কলঙ্কের ন্যায় নানা কথা উঠিতে পারে।"

[গৌড়ীয় ১৬/১, ৩১-০৭-১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ১১]

শ্রীল প্রভুপাদ ২৫-০৪-১৯৩৩ তারিখে Bombay হইতে সন্ন্যাসী ও মঠবাসিগণ কিরূপভাবে চলিবেন, শাসন-দণ্ড-চালন-মুখে যাহা বলিয়াছিলেন,—

"আমাদের যদি হরিভজন কম পড়ে, তবে বিষয়ীর ন্যায় বিচার আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীদের কৃত্য এই যে—

(১) নিজেন্দ্রিয় তর্পণের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদা পাদুকাহীন হইয়া পদচারণপূর্ব্বক গমনাগমন করিবেন; কখনও পাদুকা বা কোন প্রকার বাহন গ্রহণ করিবেন না; উৎকৃষ্ট বাহন দূরের কথা, নিকৃষ্ট বাহনও স্বীকার করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তিরই সেবা গ্রহণ করিবেন না; তৈলাভ্যঙ্গ বা পাদসেবনাদি কার্য্য অপর ব্যক্তি দ্বারা কোন প্রকারেই করাইবে না।

(৩) উত্তম ভোজন বা স্বতন্ত্র ভোজন একেবারে পরিবর্জ্জনীয়।

(৪) চিকিৎসকের নিকট কোন দিনই যাইবেন না। ঔষধাদি কোন দিনই নিজেচ্ছামত গ্রহণ করিবেন না। সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য—যাঁহারা সন্ন্যাসী নহেন, তাঁহাদেরও সেবা করা।

(৫) "আমি পূজ্য বা সেব্য" মঠধারী সন্ন্যাসী এই বিচার ত্যাগ করিয়া মঠে বাস করিলে অপর সকলেই তাঁহার সেবা করিবেন, নতুবা বাড়ীতে ফিরিতে হইবে।

(৬) অতিরিক্ত বাবুগিরি, অতিরিক্ত দুগ্ধপান, লুচি ভোজন একেবারে পরিবৰ্জ্জনীয়।

(৭) আমাদের মঠে কস্‌রত ওয়ালাদের বাসের প্রয়োজন নাই, বাবু-ভায়াদের বাসের প্রয়োজন নাই। হরিভক্তেরাই মঠে থাকিবেন।

(৮) অতিরিক্ত ঔষধাদি সেবন করিয়া ইন্দ্রিয় প্রবল করাইয়া পরদার-মর্ষণ-চেষ্টার জন্য অতিরিক্ত প্রভুত্বের চেষ্টা করা বা আকাঙ্ক্ষা করা একেবারে পরিবৰ্জ্জনীয়।

(৯) সকলের একমাত্র প্রভু, একমাত্র ভোক্তা—কৃষ্ণ এবং 'আমি—সকলের দাস ও সেবক'—এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে।

(১০) যাঁহার যেরূপ ভক্তি, তাঁহার প্রতি তদনুরূপ সেবা কর্ত্তব্য। 'ভক্তগণ আমার সেবা করুক'—এই দুর্বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে আমাদের মঙ্গল নাই।

(১১) নিজের সৌখ্যের জন্য যে কামানল জাগে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে।

(১২) ব্রহ্মচারীরা নিজেদের ভোগবুদ্ধি প্রবল করিবার জন্য সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্খা করিবে না। প্রভুত্ব্যকাঙ্খা কিছু কৃষ্ণভজন নহে।

(১৩) বিলাসীকে সন্ন্যাসী মনে করা এবং সেই আদর্শে নিজে বিলাসী সাজিবার ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাজ্য।

(১৪) যাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাদিতে কোনপ্রকারে বাবুগিরি প্রবেশ করিয়া সেবক সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারীর সর্বনাশ না করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। যে প্রকার নমুনা হইতেছে, তাহাতে উহার আদর করা যাইতে পারে না। গৃহস্থগণও সন্ন্যাসীর ন্যায় অবৈধ কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইবেন না।

(১৫) হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা-বিমুখ ভোগি-সমাজে যে-রূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, উহার মধ্যে আমরা যাহাতে পড়িয়া না যাই, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১৬) মঠবাসিগণের মধ্যে বাহাদুরি, বাবুগিরি ও কপটতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কৃষ্ণসেবা সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য, ইহাতে যেন ভুল না হয়। বৈষ্ণব সেবা তদপেক্ষা অধিকতর অপরিহার্য্য। There must not be any attendant unnecessarily and Sannyasis or Preachers must not be provided with any vehicle unless for the church's (Mission's) use alone. মঠের কার্য্য ব্যতীত অন্য নিজের কার্য্যে, দোকানে বা ডাক্তারের দোকানে যাইতে হইলে সন্ন্যাসীরা হাঁটিয়া যাইবেন। বরং গাড়ী বসিয়া থাকিবে, তবুও তাঁহারা তাহা পাইবেন না। * * * মঠ বাবুগিরির জায়গা নহে; পারমার্থিক হাসপাতাল রোগীর বাবুগিরির স্থান নহে। ঐ সকল ব্যবহার নিজের নিজের বাড়ীতে থাকিয়া করিলেই ভাল। রক্তবস্ত্রের বদলে সোজাসুজি সাদা কোচা কাপড় পরাইয়া তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। * * * যে সকল সন্ন্যাসী বাবুগিরি করিবেন না, তাঁহাদিগকেই গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী বলিয়া যত্ন করিতে হইবে; বাকীগুলিকে ঘরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহাতে আমাদের লোক কমিয়া যায়, সেও ভাল। যে সকল শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তি মঠের আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদিগকে একে একে বিদায় করিলে মঠ-খরচ কমিয়া যাইবে—জগজ্জঞ্জাল কমিবে, তবে আয়ও কমিবে।

হরিভজনের জন্যই লোকগুলি মঠে আসিয়াছিল—তাহারা—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ বা ভিক্ষু। যাহারা হরিভজন করিবে না, তাহাদিগকে মঠ রক্ষা করিবে না, যেহেতু তাহারা মঠবিরোধী। আমি মঠের প্রচুর কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য মোটরে চড়িব—মোড়লী করিব, প্রচুর প্রতিষ্ঠা চাই—মঠে আমার প্রভুত্ব পরিচালনরূপ প্রচুর Share পাওয়া আবশ্যক—এই বিচারকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। উহা গৃহব্রতদের কথা। যে মঠের সেবা করিবে, সে মঠের কোন দ্রব্য বিনিময়ে লইবে না। পরচর্চ্চা,

পরনিন্দা, পরকুৎসা করিতে করিতে জীবের ঐ সকল অসুবিধা আসিবে। নিজের কৃত্য মঙ্গল সর্ব্বদা আকাঙ্খা করিবে। মনোনিগ্রহ ও ইতর বাসনা-ধ্বংসাদি আনুসঙ্গিকভাবে শ্রীনাম-ভজনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

[গৌড়ীয় ১৬/১, ৩১-০৭-১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ১১-১২]

২৫৫। প্রশ্ন ঃ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের কি আদর্শ প্রদর্শন করেছেন?

উত্তরঃ তিনি বলেছেন,—'চৈতন্যবিমুখ-নিজজনে জানি পর।' যত near and dear ones—সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হবে, যদি তাঁরা চৈতন্য-বিমুখ হন। চৈতন্যবিমুখ কি না, তা' জান্‌বার উপায় প্রকৃত চৈতন্য-ভক্তের মনোহভীষ্ট পূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষকারী সব কৃমি-জাতীয়; আত্মার পুষ্টিকর খাদ্যরূপে যা' কিছু গ্রহণ করা যাবে, তাতে আত্মশরীর পুষ্ট না হয়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হবে।

[গৌড়ীয় ১৬/২০-২১, ২৫-১২-১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ৩৪৩]

২৫৬। প্রশ্ন ঃ পরের দোষ দেখি কেন?

উত্তরঃ আমি নিজ মনকে শোধন করিতে না পারায় পরের দোষ অনুসন্ধান করি।

[গৌড়ীয় ১৬/২০-২১, ২৫-১২-১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ৩৭৯,
শ্রীল প্রভুপাদের ১৬-১২-১৯৩৬-এর পত্র]

২৫৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য কি?

উত্তরঃ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'ই শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮)

২৫৮। প্রশ্ন ঃ 'ভগবানের দর্শন' জিনিষটা কি?

উত্তরঃ "শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই বস্তু একই।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩)

২৫৯। প্রশ্ন ঃ তীর্থস্থান কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮২)

২৬০। প্রশ্ন ঃ একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা কে?

উত্তরঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ করবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

২৬১। প্রশ্ন ঃ দেহধারণের সার্থকতা কিসে?

উত্তরঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা জগতে বেশী দিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এ দেহ ধারণের সার্থকতা।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৬ খৃঃ)

২৬২। প্রশ্ন ঃ শ্রীল প্রভুপাদ কি জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন?

উত্তরঃ এতৎসম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—"আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৬ খৃঃ)

"আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী, অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিভজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৪)

২৬৩। প্রশ্ন ঃ 'অন্তরঙ্গ ভক্তের লোভনীয় বস্তু কি?

উত্তরঃ শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেন,—"রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই।"

(সজ্জনতোষণী, ১৯-১০-৩৮০)

২৬৪। প্রশ্ন ঃ জীবের পরম ধর্ম্ম কি?

উত্তরঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬)

২৬৫। প্রশ্ন ঃ 'চৈতন্য-বিমুখ' বা 'দুঃসঙ্গ' বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কি?

[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বশেষ বক্তৃতা (১৩৪৩, ৫ই আষাঢ়) গোদ্রুমের সমাধি-কুঞ্জে প্রকাশিত—]
"প্রাকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তিই চৈতন্য-বিমুখ। আর চৈতন্য-ভক্তের মনোঽভীষ্ট-পূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই চৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। প্রাকৃত সহজিয়াগণ চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষ করে আপনাদিগকে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখবলে মনে করে থাকে। তাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। তা'রা সব কৃমিজাতীয়। আত্মার অপুষ্টিকর খাদ্যরূপে যা' কিছু গ্রহণ করা যাবে, তা'তে আত্মার শরীর পুষ্ট না হ'য়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হ'বে।"

[(ক) হইতে (ঞ) গৌড়ীয় ১৭/১৮-১৯ নং, ১০-১২-১৯৩৮, পৃঃ ৩৩০ হইতে ৩৩২]

২৬৬। প্রশ্ন ঃ 'রূপানুগ' বলিয়া আমরা নিজেরা অভিমান করি, কিন্তু সত্য সত্যই রূপানুগের লক্ষণ কি?

উত্তরঃ "প্রেম-বিভাবিত, সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় চিত্তে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের দর্শন হয়। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে যখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, যখন কর্ম্মী হয়ে পড়ি, জ্ঞানী হয়ে পড়ি, অন্যাভিলাষী হয়ে পড়ি, তখনই শ্রীরূপপ্রভু আমাদিগকে সেবা-বিমুখ জেনে আমাদের কাছ থেকে চলে যান।"

(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, গৌড়ীয় ৭/১, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১২ ভাদ্র, ১৩৩৫; ১৮-০৮-১৯২৮-এ প্রদত্ত)

[গৌড়ীয়, ১৭/১০-১৯ সং, ১০-১২-১৯৩৮, পৃঃ ৩৩৮]

২৬৭। এ-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের আর একটি শিক্ষা কি?

"আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হইতে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবোপলব্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন। শ্রীরূপ তাঁর দাসগণের নিকট যে সুদূর্লভ সম্পদ রেখে গিয়েছেন, তা' শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট পাওয়া যেতে পারে, এই শ্রীল হরিবল্লভ দাসের কথা শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বুঝ্‌তে পেরেছেন। আমরা তাঁদের অনুবর্ত্তী হয়ে শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের কথা জান্‌তে পার্‌ব; নতুবা পদে পদে বঞ্চিত হ'ব। যদি আমরা সত্য সত্যই খাঁটি, নিষ্কপট, অন্যাভিলাষ-রহিত লোক হ'তে পারি, যদি সত্য সত্যই হৃদয়ের অন্তস্থল হ'তে নিষ্কপটে সে সম্পদ চাই, তা' হ'লেই শ্রীরূপের সম্পদ্—সেই সেবা-সম্পদ্ পেতে পার্‌ব, নতুবা সেবার নামে হরিমায়ার চাকরী বরণ করে ফেল্‌ব।"

[গৌড়ীয়, ১৭/১৮-১৯, ১০-১২-১৯৩৮, পৃঃ ৩৩৯]

২৬৮। প্রশ্ন ঃ নির্ব্বিশেষ মোক্ষ-লাভই চরম প্রয়োজন কি?

উত্তরঃ নির্ব্বিশেষ-মোক্ষে আত্মহত্যা, স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক একই শ্রেণীর। ভোগ-কামনা ও মোক্ষ-কামনা উভয়েই পিশাচী।

২৬৯। প্রশ্ন ঃ "যত মত তত পথ"—এই বিচারই সমস্ত ধর্ম্মবিবাদের মীমাংসা ও ভগবদ্দর্শনকারীর কথা। ইহা কি ঠিক?

উত্তরঃ "যত মত তত পথ"—এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চরম ও আত্মধর্ম্মের সন্ধানহীন নির্ব্বিশেষ চিন্তাপর মনোধর্ম্মী-সম্প্রদায়ের লোক-বঞ্চন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা।

২৭০। প্রশ্ন ঃ মানুষের সেবা বা জীবের দেহ-মনের সেবাই ঈশ্বর-সেবা কি?

উত্তরঃ বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবাকে ঈশ্বর-সেবা বলা চরম নাস্তিকতা। তাহা অধোক্ষজ-ভগবৎসেবা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অধোক্ষজ ভগবানের একান্ত সেবক বা মহাভাগবতের সেবা দ্বারা পরমেশ্বরে সেবা-বুদ্ধির উদয় হয়, কিন্তু বদ্ধজীবের দেহ-মনের সেবার দ্বারা হরিবিস্মৃতি ঘটে।

২৭১। প্রশ্ন ঃ আগে রাজনৈতিক-স্বাধীনতা লাভ করা, পরে ধর্ম্মচর্চ্চা করা, অথবা ধর্ম্ম-রাজনৈতিক সুবিধাবাদ সংগ্রহেরই অস্ত্র—ইহা কি ঠিক?

উত্তরঃ পার্থিব রাজনীতি প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। দেশাত্মবোধ দেহাত্ম-বোধেরই সহোদর। পার্থিব রাজনীতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভোগবাদ সংগ্রহের জননী। একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ও তাঁহার সেবকগণের অস্মিতায় বাসই প্রকৃত স্বাধীনতা; আর বাদ বাকী সকলই বহুরূপী কারাগার ভোগ।

২৭২। প্রশ্ন ঃ 'জীব ভগবানের দাসানুদাস'—এরূপ অভিমান কি জীবের অধোগতিকারক?

উত্তরঃ জীব—ভগবদ্দাসানুদাস,—ইহাই প্রত্যেক নির্ম্মল আত্মার বা পরমমুক্ত পুরুষের স্বরূপের অভিমান। আর 'আমি প্রভু বা জগতের কর্ত্তা' —ইহা প্রকৃতি কবলিত, রিপুতাড়িত মায়াবদ্ধ-জীবের পতনের পতাকা। 'আমিই ব্রহ্ম'—এরূপ অভিমানও আত্মহত্যার পথের যাত্রীর অভিমান।

২৭৩। প্রশ্ন ঃ নির্ব্বিশেষবাদ ও প্রেম কি একই বস্তু—নামে কেবল ভেদ?

উত্তরঃ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান অভক্তি বা নাস্তিকতা; আর প্রেমভক্তি পরিপক্কাবস্থা বা আস্তিকতার সর্ব্বোত্তমাবস্থা।

২৭৪। প্রশ্ন ঃ রামলীলা নীতিপুষ্টা বলিয়া লোকের পক্ষে মঙ্গলকারক, কিন্তু কৃষ্ণলীলা দুর্নৈতিক ও গর্হণীয়—ইহার বিচার কি?

উত্তরঃ রামলীলার দ্বারা জীবের বৈধ-লাম্পট্য ও কৃষ্ণলীলার অবতারের দ্বারা অবৈধ-লাম্পট্য নিরস্ত হইয়াছে। রামলীলা জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, বৈধ-পত্নীর প্রতি আসক্তি জীবের আত্মমঙ্গলের পরিপন্থী। বৈধ ভোক্তাও একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু। আর কৃষ্ণের পারকীয়া লাম্পট্য-লীলা দ্বারা জীবকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, নিরঙ্কুশ-স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব যোষিতের একমাত্র একচেটিয়া ভোক্তা। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই স্বরূপে প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণের ভোগ্যা। অতএব জীবের কোনপ্রকার লাম্পট্য করিবার অধিকার নাই। কৃষ্ণলীলা জীবের দুর্নীতির মূলোৎপাটনকারিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সর্ব্বারাধ্য।

২৭৫। প্রশ্ন ঃ ভোগীরই অর্থের প্রয়োজন, সাধুগণের নিকট অর্থ 'বিষ' বলিয়া পরিত্যাজ্য—ইহাই কি ঠিক?

উত্তরঃ ভোগীর নিকটই অর্থ বিষক্রিয়া করে, ভোগীর ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহার নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করায়। ভগবৎ-সেবক ভোগী ও ত্যাগী নহেন বলিয়া তিনি নারায়ণের অর্থ যাহা ভোগী আত্মসাৎ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করিয়া ভোগীর ব্যক্তিগত অর্থ মালিকের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভগবৎ-সেবক কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বস্তুকে ত্যাগ করেন না, তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন।

২৭৬। প্রশ্ন ঃ প্রাচীনকালের সাধু-সন্ন্যাসিগণকে জটা-বল্কল-ধারী ও বাতাহারী দেখা যাইত; কিন্তু কলিকালের সাধু বিষয়িগণের ন্যায় সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ (ও ব্যবহার) করেন। ইহাতে বক্তব্য কি?

উত্তরঃ প্রাচীনকাল বা কলিকাল, কিংবা যে কোন কালের সাধুই হউক না কেন, যদি কেবল ফল্গু ত্যাগের প্রতিষ্ঠাকেই কেহ বড় মনে করেন, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তি কনক-কামিনী ত্যাগ করিবার বাহ্য অভিনয় করিয়াও প্রতিষ্ঠাশা ভোগী। প্রকৃত সাধু কখনও নিজের ভোগের জন্য কিছু ভোগ করেন না। ব্যক্তিগত ভজন ও গোষ্ঠীগত ভজনে ভেদ আছে। যেখানে গোষ্ঠীগত ভজনের দ্বারা লোকের উপকার করিবার চেষ্টা, সেখানে ভগবৎ-কথা কীর্ত্তনের বাহনরূপে ধন, জন—এমন কি বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত নানা-প্রকার উপায়ন সকলই পরমার্থ বিস্তারের অনুকূলরূপে নিযুক্ত করা যায়। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য—এক নহে।

২৭৭। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম কি হিন্দুধর্ম্মের শাখা-বিশেষ?

উত্তরঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম একমাত্র সনাতন শ্রৌতধর্ম্ম বা স্বয়ং পরমেশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত আত্মধর্ম্ম ও জৈবধর্ম্ম। 'হিন্দু' শব্দটি অবৈদিক ও বৈদেশিক। সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম মুখে বেদ মানিয়া পঞ্চোপাসনারূপ পৌত্তলিকতা ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ নাস্তিকতা বরণ করিতেছে। ঐরূপ পৌত্তলিকতা প্রচ্ছন্ন অনার্য্যধর্ম্ম, অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মের শাখা—ঐরূপ উক্তি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

২৭৮। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বলিয়া সঙ্কীর্ণ ও হিন্দুধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সার্ব্বজনীন!

উত্তরঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষকামের দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনপূর্ব্বক অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর সৎসঙ্গ গ্রহণের জন্য সৎসাম্প্রদায়িক। 'সৎসঙ্গ' অর্থে শ্রৌতপথ। আত্মধর্ম্ম শ্রৌতপথেই বিকশিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম —আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। উহা কেবল বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, য়ূরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর জীবের অনাবৃত নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্মমাত্র নহে, পরন্তু অনন্তকোটি বিশ্বের, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কারণ তাহা আত্মনিষ্ঠ; কিন্তু তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম সকল দেশের ও সকল জীবের ধর্ম্ম নহে। প্রত্যেক জীবের পক্ষে সেই ধর্ম্ম খাটিবে না। কারণ তাহা দেহ ও মনের রুচি অনুযায়ী ইষ্ট ও উপাসনা-প্রণালী সৃষ্টি করে।

২৭৯। প্রশ্ন ঃ যে-কোন ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার কাছে কিছু ফুল, তুলসী দেওয়া, ঘণ্টা বাজানো, স্তবস্তুতি করা বা সম্মুখে বসিয়া জপ, ধ্যান করাই কি ভক্তি?

উত্তরঃ ভগবান্ অধোক্ষজ অর্থাৎ জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়া নিত্যসিদ্ধ নিয়ামকত্ব ও স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ পরিচালনকারী। সেইরূপ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা অপ্রাকৃত-স্বরূপের উদয়ে অনুভবের বিষয় হয়। অতএব জীবের রুচি অনুযায়ী যে-কোন মূর্ত্তির কল্পনা বা ফুল, তুলসী দ্বারা পূজা বা ঘণ্টা বাজাইবার অভিনয় 'ভক্তি' নহে —উহা ভোগ। বহুরূপী প্রচ্ছন্ন ভোগই 'ভক্তি' বলিয়া বাজারে প্রচারিত।

২৮০। প্রশ্ন ঃ হরিনামের অক্ষর উচ্চারণের অভিনয়ের নামই কি হরিনাম-গ্রহণ?

উত্তরঃ শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণনামাদি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল সেবোন্মুখ-জিহ্বাদিতে তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হন (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)। 'নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।'

মায়াবাদী বা কপট সাধুনামধারী ব্যক্তিকে 'সাধু' বলিয়া শ্রদ্ধা করা ও প্রকৃত সাধুর নিন্দা করা, শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর মনে করা, নামাচার্য্যের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা, বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদি-শাস্ত্রের নিন্দা করা, হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা, নামকে কাল্পনিক ব্যাপার মনে করা, নামের বলে পাপাচরণ করা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, যাগ, যজ্ঞাদিকে অপ্রাকৃত নামগ্রহণের সহিত সমান মনে করা, নামের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা, 'আমি ও আমার' বুদ্ধির সহিত নামগ্রহণের অভিনয় করা—নামাপরাধ; উহা হরিনাম-গ্রহণ নহে।

২৮১। প্রশ্ন ঃ জগতে শাস্ত্রের কথা মত সদ্‌গুরু নাই; অতএব ইহাই কি সত্য যে কৌলিক বা লৌকিক গুরুগ্রহণের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হয়?

উত্তরঃ সর্ব্বোত্তম অতিমর্ত্ত্য বস্তুর জগতে আবির্ভাব সু-বিরল। কিন্তু পরম করুণাময় ভগবান্ প্রতি যুগেই তাঁহার সুদুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠ-নিজজনকে ও তদনুগ-সম্প্রদায়কে জগতে প্রকাশ করিয়া অতিমর্ত্ত্য সদ্‌বৈদ্যের দ্বারা প্রবাহিত রাখেন। যাঁহারা যতটা অধিক নিষ্কপট, তাঁহারা ততটা উত্তম আশ্রয়-বিগ্রহকে 'গুরু' বলিয়া বরণ ও ততটা অধিক বিশ্রম্ভের সহিত সেইরূপ গুরু-পাদপদ্মের সেবা করিবার রুচিবিশিষ্ট হন এবং ততটা অন্তরঙ্গা ভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হন। যাহারা যে পরিমাণে কপট, তাহারা সেই পরিমাণ কপট ও ব্যবহারিক গুরুব্রুবগণের দ্বারা স্ব-স্ব ধর্ম্মার্থ-কামের বা মিছাভক্তির ধ্বজা আরোপণ করিয়া থাকে।

২৮২। প্রশ্ন ঃ গুরুই স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ। এই বিশ্বাস অনুসারে যে-কোন লোককে স্বয়ং ভগবান্ কল্পনা করিয়া গুরু করা যায় কি?

উত্তরঃ গুরুদেব স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ নহেন; তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাসলীলা করেন; তিনি গোপীগণের ভোক্তা। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুদেব সেরূপ সম্ভোগ-লীলা প্রকাশ করেন না। কি করিয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবা করা যায়, তাহা তিনিই (গুরুদেব) জানেন। বিষয়-বিগ্রহ

কৃষ্ণের পাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায়; কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় না। মানুষকে কেহ 'ভগবান্' করিতে পারে না। ভগবান্ বা গুরু মানুষ বা শিষ্যের সৃষ্ট বস্তু নহে।

২৮৩। **প্রশ্ন ঃ 'মহাপুরুষ' বলিয়া নামজাতা সকলেই একই শ্রেণীর! যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানন্দ, লাউৎসে, জরথুশ্ত্র, কবীর এমন কি আধুনিক কালের কতিপয় ব্যক্তি এবং শ্রীচৈতন্যদেব পরমার্থ-রাজ্যের একই পংক্তির লোক কি?**

উত্তরঃ শ্রীচৈতন্য—স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী হইলেও আচার্য্য শ্রেণীর নহেন। বিশেষতঃ তাঁহার আচার্য্য-লীলার মধ্যেও সাধারণ নৈতিকধর্ম্ম বা সাধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মাত্রের উপদেশ নাই। অধিক কি, ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ-ভজন, যাহাতে আংশিক বৈষ্ণবতা প্রকাশিত, ততটুকু মাত্রও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা নহে। নির্ম্মল আত্মার অহৈতুকী রস ক্রোড়ীভূত ও সমন্বিত হইয়া মধুর রসে বিপ্রলম্ভ-রস-চমৎকারিতা উৎপাদনপূর্ব্বক আশ্রয়-বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহকে অত্যন্ত সুখী করে, সেই কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও বাণীতে দৃষ্ট হয়। অতএব সমাজনীতি, রাজনীতি, সাধারণ ধর্ম্মনীতি, বর্ণাশ্রমনীতি, কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র ভক্তিনীতি, কিম্বা ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভক্তিনীতি-প্রচারকগণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবকে এক পংক্তিতে আনিবার চেষ্টা শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, কখনও বা অভিসন্ধিযুক্ত পাষণ্ডতা।

[প্রঃ ২৬৮ হইতে ২৮৩ পর্য্যন্ত গৌড়ীয় ১৯/২য়-৩য় সংখ্যা, ১০-০৮-১৯৪০ খৃঃ, পৃঃ ৩৪ হইতে ৪৪ পৃঃ]

২৮৪। **প্রশ্ন ঃ অনর্থ নিবৃত্তির উপায় কি?**

উত্তরঃ "সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। এমন কি, হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর তখন বিদ্রূপ করিতে পারে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, ২য় পৃঃ)

২৮৫। প্রশ্ন ঃ অনর্থগ্রস্ত হৃদয়ে নির্ব্বন্ধ-সহকারে নামগ্রহণের রুচি হয় না। কোন কোন সময়ে বিধিবাধ্য হইয়া নামগ্রহণের অভিনয় করিলেও জাড্য, আলস্য, নিদ্রালুতা ও নানাপ্রকার জড়চিন্তা আসিয়া বিক্ষেপ উপস্থিত করে। দেহাত্মবোধই প্রবল হইয়া উঠে। এই সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

উত্তরঃ শ্রীনামগ্রহণের সময় জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফল-স্বরূপে ক্রমশঃ ঐ প্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে?

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩)

২৮৬। প্রশ্ন ঃ অত্যন্ত অনর্থগ্রস্ত হওয়ায় এই সকল উপদেশ-পালনে বল কি ভাবে পাওয়া যাইবে?

উত্তরঃ "শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামীপ্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬)

২৮৭। প্রশ্ন ঃ মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

উত্তরঃ আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইলে মায়ার নানা প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; মহাজন-গ্রন্থ ও গৌড়ীয় পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আর আলস্য থাকিবে না। যে-সকল ভক্তের সঙ্গে থাকেন,

তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর হরিকথা আলাপ করিবেন। ভজনের উন্নতির সহিত নিজ দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮-১৯)

২৮৮। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন তিনটি কি পৃথক?

উত্তরঃ "কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন—তিনটি পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটিই একতাৎপর্য্যপর। নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সেবা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটি কার্য্য হইয়া থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯)

২৮৯। প্রশ্ন ঃ 'নরতনু হরিভজনের মূল', সুতরাং নরতনুকে সুপটু রাখাই কি আমাদের কর্ত্তব্য?

উত্তরঃ "শরীরের অধিক সৌখ্য-বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি কমিয়া যায়; তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকল-প্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫)

২৯০। প্রশ্ন ঃ আমাদিগকে সেবাকার্য্য করিবার জন্য যে বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য করিতে হয়, তাহা কি ভজন প্রতিকূল?

উত্তরঃ "আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমীরই কৃষ্ণভজন আবশ্যক। কৃষ্ণভক্তগণ ব্যবহারিক ও

পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যদ্বারা কৃষ্ণেরই অনুশীলন করেন, তাহাতে মর্য্যাদা-পথের সেবা-মাত্র না হইয়া সর্বতোভাবে হরিসেবা হইতে থাকে।”

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১০)

[প্রশ্ন ২৮৪ হইতে ২৯০ গৌড়ীয় ১৮/২২, ৩০-১২-১৯৩৯ খৃঃ, পৃঃ ৩২৬-৩২৮]

২৯১। প্রশ্ন ঃ মায়াবদ্ধ বিষয়ীদিগের চিন্তা এই যে—হরিভজন করিয়াও আবার দুঃখ কেন ?

উত্তর ঃ শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত খোলাবেচা শ্রীধরের বাস। তিনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কলা-মূলা-থোড় বিক্রয় করিয়া অতি দরিদ্রভাবে জীবন-যাপন করিতেন। শ্রীধরের শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু সখ্যরসে তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার কলার মোচা-থোড় কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীধরের বিচার এই যে—‘ঈশ্বরেরই সকল বস্তু’। সকল বস্তু দিয়া তাঁহারই সেবা করিতে হয়; কেননা—He is all-loving centre.

২৯২। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের background কি ?

উত্তর ঃ শ্রীল জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রচারই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের background. শ্রীজয়দেবের বাড়ী ছিল শ্রীনাথপুরে। যে স্থানে এখন পরলোকগত হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী, সেই স্থানে। সে-স্থানই ‘শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট’ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি সেই পাটে বসিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বর্ণন করিতে গিয়া ‘গীতগোবিন্দে’ বলিয়াছেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনুভবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।।

ভজনের রাজ্য—বর্ণনীয় ভূমি। মহাঘন মেঘদ্বারা অম্বর বা আকাশ-প্রদেশ ঢাকা। তাহাতে আবার তমাল তরুরাজিতে বনভূমি শ্যামচ্ছায়। শ্রীনন্দ

মহারাজ গোষ্ঠ হইতে প্রাবৃট্ সন্ধ্যাকালের আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন,—হে রাধে! রাত্রি হইয়াছে, ভীত কৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাও অর্থাৎ শ্রীজয়দেব প্রভুর গৃহের নিকটেই যে শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ী বা নন্দালয়, তথায় লইয়া যাও। নন্দের নির্দেশে শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত হইয়া গৃহে চলিলেন। পথে যামুনতটকুঞ্জেও পরস্পরের রহঃকেলি হইল। বৃন্দাবনে যমুনা, শ্রীমায়াপুরে যমুনার অভিন্ন গঙ্গাতীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর হইলেন। যমুনা-পুলিনে ক্রীড়া-পরায়ণ মিথুন হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর। আর শচীর গৃহে কুঞ্জবাটীতে পুরটসুন্দর শ্রীরাধাকান্তিযুত গৌরস্বরূপে আসিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ। লক্ষ্মণসেনের বাড়ীর নিকটেই শ্রীজয়দেব প্রভু থাকিতেন। শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠটি শ্রীজয়দেবের গৃহের নিকটে। যোগপীঠটি কুঞ্জ। শ্রীরাধাগোবিন্দের কুঞ্জবিহারের স্থল এইটি। শ্রীগৌরধামে গৌরকুণ্ড প্রকট হইয়াছেন। যেমন রাধাকৃষ্ণ মিলিত হইয়া গৌরসুন্দর, তেমন শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড মিলিত হইয়া গৌরকুণ্ড। শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু, তাহা ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভুর প্রকটের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে শ্রীজয়দেব গোস্বামীপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থলী যে যোগপীঠ এবং রাধাকৃষ্ণ যে অচিরে শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকট হইবেন, এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। স্বীয় আবির্ভাবের পূর্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভু জয়দেবকে প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণকথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীজয়দেব বহু পূর্বেই শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্যের কথা গূঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

[গৌড়ীয়, ১৮/২৮, ১০-০২-১৯৪০ খৃঃ, পৃঃ ৪১৪-১৫]

২৯৩। প্রশ্ন ঃ 'মায়াপুর' শব্দটি কোথা হইতে আসিল?

উত্তরঃ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে ব্রহ্মা স্তব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ধ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শুদ্ধ-হৃদয়ে শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্তর্দ্বীপেরই প্রচলিত নাম—'আতোপুর'। কিছুকালের জন্য 'আগেপুরের মাঠ' লোপ পাইয়াছিল। পুনরায় শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-মায়াপুরের প্রাকট্য হইয়াছে। গঙ্গারই অপর নাম—'মায়া'। শ্রীমায়াপুর-শব্দে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী পুর বা ধাম।

২৯৪। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণচরিতে লাম্পট্য-কল্পনায় ভারতবর্ষে কি পাপস্রোতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে?

উত্তর ঃ কৃষ্ণচরিত্র বা কৃষ্ণ কল্পনার কারাগারের আসামী নহেন, তাহা বাস্তব সত্য। অচিদ্রাজ্যের জড়রসে যাহা অত্যন্ত হেয়, চিদ্রাজ্যের চিদ্রসে তাহা অত্যন্ত উপাদেয়। একমাত্র কৃষ্ণেই সর্ব্বরসের সমন্বয় হয়। তিনি একচেটিয়া ভোক্তা ও একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুযোত্তম। তাঁহার লাম্পট্য-লীলায় অবিশ্বাসী জীবেরই অবৈধ লাম্পট্য অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির দাসত্ব অনিবার্য্য। জীবকে অবৈধ রিপুর তাড়না হইতে উদ্ধারের জন্যই কৃষ্ণের কৃপাময়ী লাম্পট্য-লীলা অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ অতিমর্ত্ত্য শুদ্ধ-সত্ত্ব চরিত্র আচার্য্যগণ কৃষ্ণের লাম্পট্য লীলার ইন্ধন সংগ্রহ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সর্বোত্তমা নীতি স্থাপন করিয়াছেন।

২৯৫। প্রশ্ন ঃ খাদ্যের সহিত কি ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে?

উত্তর ঃ ভক্তগণ সতত শরণাগত; তাঁহাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক আচার-বিচার, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকূল। নিজের যে দ্রব্যটি ভাল লাগে—সেই দ্রব্যটি গ্রহণ করিব এবং ভোগ করিয়া উহা 'ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি' কল্পনা করিব—এরূপ অভক্তি-পর নির্ব্বিশেষ বিচার ভক্তগণের নহে। মায়াবাদিগণের উপাস্য—ঠুঁটোরাম। কাজেই ইন্দ্রিয়গণ-রূপে অধোক্ষজ ভগবান্ কোন বস্তু গ্রহণ করিতে না পারায় (?) ভোগের হেয়তা দশায় কবলিত করে, কিন্তু ভগবান্ যে-সকল প্রিয় দ্রব্য শাস্ত্রদ্বারে তাঁহার ভোগ্য নৈবেদ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল বস্তুর কৃষ্ণভোগাবশেষ—যোগ্যতানুসারে সম্মান করিয়া ভগবদ্ভক্ত-গণ জীবনধারণ করিয়া থাকেন। 'তাম্বুলাদি দ্রব্য ভগবানের ভোগ্য হইলেও তাহাতে অনর্থযুক্ত আমার যোগ্যতা নাই'—এই বিচারে অনেকে তাহা নমস্কার করিয়া রাখিয়া দেন। কৃষ্ণের উত্তম ভক্তগণের উচ্ছিষ্টই সেবকগণ শরণাগত কুক্কুরের ন্যায় গ্রহণ করিয়া হরিভজন অনুকূল জীবন ধারণ করেন।

২৯৬। প্রশ্ন ঃ ভোগীর প্রতিযোগী ত্যাগীই কি সাধু?

উত্তর ঃ প্রকৃত সাধু ভোগী ও ত্যাগীর প্রতিযোগী নহেন। ভোগ ও ত্যাগ পিশাচীকে যে মহাপুরুষ পৃথিবীর লোকের ঘাড় হইতে শ্রৌত উপদেশ মন্ত্রে বিতাড়িত করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধুপদ বাচ্য। লোকের ধারণা —সাধুর আচরণ ভোগীর আচরণের বিপরীত হইবে, অর্থাৎ ভোগী যখন অট্টালিকায় বাস করেন, গাড়ী-ঘোড়ায় চড়েন, কাপড় পড়েন, অর্থাদি স্পর্শ করেন, কথাবার্ত্তা বলেন, তখন সাধুর ঐ সকল কিছুই থাকিবে না। কিন্তু ঐগুলি না থাকিলেই সাধুত্বের পরিচয় হয় না। ঐগুলিকে যিনি জগন্মঙ্গল কৃষ্ণকীর্ত্তনের বাহন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারেন,—তিনিই প্রকৃত সাধু।

২৯৭। প্রশ্ন ঃ বাক্যবাগীশতাই কি হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন?

উত্তর ঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন হরিকীর্ত্তন বা হরিভজন হইতে পৃথক্ নহে। তাহা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য বিলাস বা বাক্যবাগীশতা নহে। যেখানে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিহীন বাক্যবাগীশতা, সেখানেই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার উদয়। সেই বাক্যবাগীশতায় সিদ্ধান্তবিরোধ ঘটিবেই ঘটিবে।

২৯৮। প্রশ্ন ঃ ভক্তি-মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণকারী অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থ-লেখক বা বক্তা শ্রেষ্ঠ; অথবা লেখক বা বক্তা হইতে মঠ-নির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠ। কোনটি?

উত্তর ঃ এই সকল বিচার স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। যেখানে হরিসেবায় ভোক্তৃত্বাভিমানরূপ বিবর্ত্ত, সেখানে ভোক্তাভিমানীর দলাত্মবোধ ও অদ্বয়জ্ঞানের বিচিত্রতায় ভেদবুদ্ধি। ইট-পাথরের ভারবাহী অপেক্ষা কাগজের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ, অথবা কাগজের ভারবাহী অপেক্ষা ইট-পাথরের ভারবাহী শ্রেষ্ঠ, এই উভয় বিচারই ভারবাহিতার পরিচায়ক। সারগ্রাহী ঐরূপ দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া যাহাতে সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হন, সেইরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়- তর্পণকারী সেবাই আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে সর্ব্বদা কায়মনো-বাক্যে অনুশীলন করিয়া থাকেন।

২৯৯। প্রশ্ন ঃ লিঙ্গই বর্ণ ও আশ্রম—ইহাই কি ঠিক?

উত্তর ঃ লিঙ্গই বর্ণ ও আশ্রমের পরিচায়ক নহে, 'বেণুর্ভিণভবেৎ যতিঃ"। কেবল দণ্ডধারণ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, সূত্রধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, সাদা কাপড় করিলেই গৃহস্থ বা পরমহংস হয় না। নিষ্কিঞ্চন ভাগবত পরমহংসের একান্ত সেবাময় আনুগত্যই দৈববর্ণাশ্রমীর পরিচয়। পরমহংস গুরুপাদপদ্মের সেবাই একমাত্র দৈববর্ণাশ্রমীর ধর্ম্ম। দৈববর্ণাশ্রমী সকলেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মের সেবা ও মুকুন্দসেবানিষ্ঠারূপ স্বরূপলক্ষণযুক্ত।

৩০০। প্রশ্ন ঃ বিষ্ঠা ও চন্দনে যাহার সমজ্ঞান, মাটি ও টাকায় যাহার সমজ্ঞান, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে যাহার সমজ্ঞান, বেশ্যা ও সতীতে যাহার সমজ্ঞান, জীবে ও ব্রহ্মে যাহার সমজ্ঞান, চেতন ও অচেতনে যাহার সমজ্ঞান —তিনিই কি পরমহংস?

উত্তর ঃ যিনি চেতনাচেতন সর্বজীবে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে পরমাত্মা ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, চেতনাচেতন সর্ব্ব-ভূতকেই ভগবৎ-পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। ব্রজদেবীগণের "বনলতাস্তরব আত্মনি" (ভাঃ ১০।৩৫।৯), "নদ্যস্তদাতদুপধার্য্য" (ভাঃ ১০।২১।১৫) ও "কুররি বিলপসি" (ভাঃ ১০।৯০।১৫) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই পরমহংস মহাভাগবতের লক্ষণ। যিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রণয়রসন দ্বারা ভগবৎপাদপদ্ম সর্ব্বদা আবদ্ধ করিযাছেন, সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহা-ভাগবতই পরমহংস। সনক, সনন্দন, শুকাদি পরমহংস-শিরোমণিগণ ব্রহ্ম-জ্ঞানাদি বা আত্মারামতাকেও বর্জ্জন করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকেই সম্বল করিয়াছিলেন। অতএব পরমহংসের সকল বস্তুতেই সেব্যজ্ঞান থাকায় তিনি সকলকেই গুরুবস্তুরূপে দর্শন করেন। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী বা কৃত্রিম-পন্থীর (যোগী, জ্ঞানীর) বিষ্ঠা ও চন্দনে, বেশ্যা ও সতীত্বে সমজ্ঞানের আদর্শ নহে।

[প্রশ্ন ২৯৪ হইতে ৩০০ গৌড়ীয় ১৯/৫, ২৪-০৮-১৯৪০ খৃঃ, পৃঃ ৭২-৭৬]

৩০১। প্রশ্ন ঃ পূর্ণবস্তুর লীলাভূমি কোথায়?

উত্তরঃ জাগতিক লোকের মন সঙ্কল্প-বিকল্প সন্দেহের ভাণ্ডার, আর যে মন ভোগ ও ত্যাগের সঙ্কল্পকে বিসর্জন দিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত —তাহাই পূর্ণবস্তুর লীলাভূমি।

[Sri Chaitanya's Teachings, (২য় সংস্করণ) পৃঃ ৩১৯]

৩০২। প্রশ্ন ঃ আত্মার ক্রিয়া কখন বাধাপ্রাপ্ত হয়?

উত্তরঃ কাহারও পেটে (অন্ত্রের মধ্যে) কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেমন যে কোন প্রকার ভিটামিনযুক্ত খাদ্যও যদি হয়, তথাপি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ যাবৎকাল কর্ম ও জ্ঞানের প্রতি আসক্তি থাকে, তাবৎ কাল আত্মার প্রকৃত ক্রিয়ায় বাধা থাকে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩১৯]

৩০৩। প্রশ্ন ঃ অমলপুরাণ কোন্‌টি?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবত-ই নির্দ্দোষ ও প্রকৃত পুরাণ। উহাই সকল বৈষ্ণবের অতীব প্রিয়, ইহাতে ভগবানের শ্রেষ্ঠতম ভক্ত অর্থাৎ পরমহংসগণের যাহা একান্ত প্রয়োজন সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা, গুণ ইত্যাদির গৌরবোজ্জ্বল বিবরণ সমূহ আছে। এই ভাগবত-ই বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য। ইহাতেই মহাভারতের প্রকৃত উপলব্ধির জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, গায়ত্রীর স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষ্য আছে এবং বেদের যে সারমর্ম তাহাও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। [Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২০]

৩০৪। প্রশ্ন ঃ ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য কোন্‌টি?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। নৈমিষারণ্যে শ্রীসূত গোস্বামী ষাট হাজার ঋষিগণের সভায় ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কাশী ও নৈমিষারণ্যের বেদান্তদর্শনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। নৈমিষারণ্যের অনুগামিগণই প্রকৃত বৈদান্তিক, যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্যকেই স্বীকার করেন, অন্যান্য অ-প্রকৃত (কৃত্রিম) গুলিকে নহে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২১]

৩০৫। প্রশ্ন ঃ কাশীর পণ্ডিতগণ কি শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বীকার করেন না?

উত্তরঃ তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় একটি মনে করেন। এইটিকে অন্যান্য পুরাণাদির মধ্যে এক পুরাণ বিশেষ বলিয়া মানেন। তাঁহারা এই মহান্ গ্রন্থটিকে পুরাপুরি মানেন না। আমাদের মনে হয়, ভাগবত ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থের প্রয়োজন নাই। একমাত্র যে গ্রন্থগুলি ইহাকে মানিয়া লইয়া কিছু বলেন সেইগুলি মাত্রই স্বীকার্য্য। যেগুলি ইহার বিপক্ষে কিছু বলে সেইগুলি পারমার্থিক পদবাচ্য হইতে পারে না।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩১৯]

৩০৬। প্রশ্ন ঃ ভাগবতের বিরুদ্ধ-উক্তি সম্বলিত কোন গ্রন্থাদি আছে না কি?

উত্তরঃ পৃথিবীতে এমন বিরুদ্ধ উক্তি-সম্বলিত কোন গ্রন্থ নাই যাহা ভাগবতের বিরুদ্ধ-বাদী নহে। আবহমান কাল হইতেই জীবের বিভিন্ন চিন্তা-ধারাতেই ভগবৎ-বৈমুখ্যই লক্ষিত হইতেছে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২১-২২]

৩০৭। প্রশ্ন ঃ কিন্তু খোলাখুলিভাবে ভাগবতের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন এমন কোন লোক আছেন কি?

উত্তরঃ ভাগবতের বিপক্ষাচরণ করিয়াছেন, এমন সমস্ত দৃষ্টান্ত সত্যযুগ (স্বর্ণযুগ) হইতেই আছে। তাহাদের মধ্যে একজন হিরণ্যকশিপু। এই প্রকৃতির বিরোধী-ভাবাপন্ন দুই প্রকারের, ছদ্ম ও প্রকাশ্য। প্রকাশ্য অপেক্ষা ছদ্মগণ আরও বড় শত্রু। স্বামী দয়ানন্দ (আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা) ও কবিরাজ গঙ্গাধর সেন ছিলেন ভাগবতের প্রকাশ্য বিরুদ্ধবাদী। যে ভাবে কাশীর সম্প্রদায় চালিত হয়, তাহাতে ভাগবতের মতবাদের বিরুদ্ধভাব নিহিত আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশী সম্প্রদায়ের তদানীন্তন প্রধান স্বামী প্রকাশানন্দকে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করাইয়াছিলেন, তারপর কয়েক সহস্র কাশীর সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ ও নৈমিষ্যারণ্য

পন্থীগণেরা তর্কাতীত উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অনুগামিবৃন্দ সহ নৈমিষ্যারণ্য সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২২]

৩০৮। প্রশ্ন ঃ নৈমিষারণ্য ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদে কি সত্য নিহিত নাই?

উত্তরঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ে ভ্রান্তি বা মোহ দ্বারা সত্য আবৃত আছে, কিন্তু নৈমিষারণ্য সম্প্রদায়ের বেদান্তের ভাষ্যের (শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রারম্ভেই কথিত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ভাঃ ১।১।১)ঃ "আমরা সদাই ভ্রান্তি (মোহ)-মুক্ত সত্যের উপর মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিব।" এখানে 'আমরা' এই বহুবচনে নৈমিষ্যারণ্য সম্প্রদায়ের বা শ্রীব্যাসদেবের সম্প্রদায়ের কথা বুঝানো হইয়াছে। এখানে মনোনিবেশকারিগণের বহুত্ব সূচিত হইয়াছে, পরম সত্যের অ-দ্বৈত বা একত্ব এবং যোগসূত্রের বা ক্রিয়ার যথা মনঃ নিবেশের চিরস্থায়িত্ব উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মনোনিবেশ দ্বারা মানুষের বিভিন্ন প্রকার চিন্তাধারাকে যুক্ত করা হয় নাই। সেই চরম সত্যবস্তু ধারণাতীত ও অপ্রাকৃত।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২২]

৩০৯। প্রশ্ন ঃ ভগবান্ যদি ধারণাতীত বস্তু হন, তাহা হইলে ভাগবতের উক্তির মধ্যে 'আমার মনের দ্বারা' কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে কেন?

উত্তরঃ ভগবান্ বলেন, 'যে মন ভক্তিযোগ দ্বারা শুদ্ধিভূত হইয়া একান্ত-ভাবে নিবিষ্ট', শ্রীব্যাসদেবের স্বরূপশক্তি সহ পূর্ণবস্তু ভগবান্ এবং আবৃত অবস্থায় মায়ার সহিত দর্শন লাভ হয়। জাগতিক লোকের মনটি হৃদয়, যাহা আবার সঙ্কল্প-বিকল্প-সন্দেহের ভাণ্ডার এবং যে মন ভুক্তি-মুক্তির জড় বাসনাকে ত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, তাহাই শুদ্ধ মন এবং এই শুদ্ধ মনই পূর্ণবস্তু ভগবানের ক্রীড়াভূমি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অন্যের হৃদয়-মন, মোর মন বৃন্দাবন, আমি জানি মন ও বন (বৃন্দাবন—যাহা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি) একই।" আমাদের পূর্ববর্ত্তী গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন,—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন,

কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন?" পূর্ণবস্তু ভগবান্ বলিতে সর্বশক্তিমান্ ভগবানকে বোঝায়। কর্ম ও জ্ঞান দ্বারা আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না। ভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা ১৮।৫৫)—'ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে কেহ সামগ্রিক ভাবে জানিতে পারে।' তিনি শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন, 'আমার প্রতি অনন্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমি লভ্য হই'। (ভাঃ ১১।১৪।২১)

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২৩-২৪]

৩১০। প্রশ্ন ঃ মায়া কি?

উত্তরঃ 'মায়া' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ—যাহা মাপিবার যোগ্য। ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর; তাঁহাকে মাপা যায় না। যেখানে ভগবানকে মাপিয়া লইবার প্রচেষ্টা হয়, সেখানেই আছে মায়া, কিন্তু দেবতা নহে। 'মা' অর্থে 'না' এবং 'য়া' অর্থে 'যাহা', অর্থাৎ যাহা ভগবান্ নহে—তাহা মায়া। ভাগবতোক্ত 'মায়া' খৃষ্টধর্মের 'শয়তান' নহে; ভগবান্ হইতে পৃথক বস্তু, একেবারেই অন্য বস্তু। ভাগবত সম্প্রদায় অনুসারে, মায়া ভাগবত (ভগবানের) মধ্যে অগ্রাহ্য অবস্থায় আছে মায়ার নিয়ন্ত্রণাধীন জীবকে সমুচিত দণ্ডপ্রদানের জন্য। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন (৭।৪-৫) ঃ "ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই অষ্টপ্রকারে আমার ঐশ্বরী মায়াশক্তি বিভক্ত। জগতের অন্তঃপ্রবিষ্ট সেই জীবভূতা প্রকৃতি এই জগৎ প্রপঞ্চ ধারণ করিয়া আছেন। এই নিকৃষ্টা শক্তিই—মায়া শক্তি। যে সমস্ত জীব ঈশ্বরবিমুখ তাহাদিগকে এই নিকৃষ্টা শক্তি অনাদি কাল হইতে হতবুদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে ও তাহাদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি ঘটাইতেছে, কখনও (সাংখ্য যোগের উদ্ভাবক) কপিলের চব্বিশ দফার আকারে, কখনও কণাদের 'অণু' হিসাবে, কখনও (পূর্ব মীমাংসা প্রথার উদ্ভাবক) জৈমিনীর 'উচ্চ মর্যাদা'র আকারে, আবার কখনও (ন্যায় যোগের) গৌতমের ষোলটি বস্তুরূপে, কখনও (যোগশাস্ত্রের) পতঞ্জলী অমানুষিক শক্তি ও ভগবানের সহিত সাযুজ্য শক্তিতে, আবার কখনও (শাঙ্কর মতের) ব্রহ্মের অনুসন্ধানের ভণ্ডামির মধ্যে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২৪-২৫]

৩১১। প্রশ্ন ঃ এই প্রকার ঘটনা কেন ঘটে?

উত্তরঃ কারণ জীবের একটি স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২৫]

৩১২। প্রশ্ন ঃ জীবের স্বাধীনতা কেন আছে?

উত্তরঃ জীব বিভুচিৎ ভগবানের 'অণু' অংশ। এক বিন্দু জলের মধ্যেও সমুদ্রের জলের গুণ বর্ত্তমান। বিভূ ভগবান্ সম্পূর্ণ স্বাধীন; সুতরাং আনুপাতিক ভাবে অণুচিৎ জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২৫-২৬]

৩১৩। প্রশ্ন ঃ জীবের সেই স্বাধীনতার যথাযোগ্য ব্যবহার, অপব্যবহার কি ভগবানের প্রেরণা-বলে?

উত্তরঃ ইহা যদি ভগবৎ-প্রেরণাবলে হইত, তাহা হইলে তাহা ভগবৎ-সেবায় পর্য্যবসিত হইত এবং জীবকে ভগবান্ সম্বন্ধে বিস্মৃতির অবকাশ দিত না।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২৬]

৩১৪। প্রশ্ন ঃ তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি ভাবে যে 'সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল?' হিন্দি গীতায় (শ্রীতিলক লিখিত) আমি একটি 'অভঙ্গ' (ভগবানকে স্তুতি) পড়িয়াছিলাম, যাহা শ্রীতুকারাম রচিত ঃ যাহার সারমর্ম্ম এই—"হে ভগবন্! আমার কর্ম যদি আমার মুক্তি আনে, তাহা হইলে তোমাকে দিয়া আমি কি করিব?"

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবত ইহার উত্তর দিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।১৮)ঃ "তিনি মুক্তির অধিকারী। হে ভগবন্! যিনি (ভগবান্) আপনার (ভগবানের) করুণা প্রতিটি বস্তুতে অনুভব করিয়া এবং নিজ কর্ম দ্বারা ঘটিত উৎপাত সকল সহ্য করিয়া কায়-মন-বাক্যে অর্থাৎ সর্বান্তঃকরণে আপনার কাছে নত হন।" যে ব্যক্তি পৃথিবী হইতে মুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তিনি বোঝেন যে, যদি ভগবানের উপর দোষারোপ করা যায়, তাহা হইলে ভগবানের সেবার প্রবণতার অভাববশতঃ মুক্তি কখনই লভ্য হইবে না, কিন্তু একমাত্র

সেই ব্যক্তিই সহজে মুক্তির অবস্থার অধিকারী হইতে পারেন, যাহার চিৎ-সেবার সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে এবং তিনি সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে তাঁহারই (ভগবানেরই) করুণা জ্ঞান করিয়া ভগবানের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হইতে পারেন।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩২৬]

৩১৫। প্রশ্ন ঃ 'অনর্থ' শব্দের অর্থ কি?

উত্তরঃ যাহা 'অর্থ'কে (প্রধান প্রয়োজনকে) মূলতেই অবরুদ্ধ করে, তাহাই অনর্থ (অমঙ্গল)। এই অনর্থ আমাদিগকে এক দল সেবকে রূপান্তরিত করিতেছে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩০]

৩১৬। প্রশ্ন ঃ কখন এই অনর্থের ইতি হইবে?

উত্তরঃ যাহা আমরা আমাদের অক্ষ বা ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া লইতে পারি, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির বিচারে 'প্রেয়ঃ' বা আমাদের বাঞ্ছিত বস্তু ও সেইগুলি কর্ত্তব্যের আকারে, সেইগুলি অক্ষজ বা অর্জিত। বৃক্ষ, পশু, কিছু লোক, দেশের প্রতি সেবা এবং বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হইবার বাসনা এবং 'সাধু' বলিয়া সম্মানপ্রাপ্তির ইচ্ছা—এইগুলি অক্ষজের বা ইন্দ্রিয়বস্তুর সেবা। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যান্য ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির এই সকল প্রচেষ্টা সবই অক্ষজের সেবা; আর এই সমস্তই ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি বৈমুখ্য।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩০-৩১]

৩১৭। প্রশ্ন ঃ এই সমস্তই যে ভগবান্ কৃষ্ণের বিমুখতা, তাহা কি ভাবে জানা যায়?

উত্তরঃ শ্রীব্যাসদেব ইহা না জানিয়াই অর্থাৎ ভগবৎ-বৈমুখ্য কি তাহা না জানিয়া লোকের জন্য সাত্বত সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন। এই জ্ঞানের জন্য কাহারও কোন আগ্রহ বা চেষ্টা ছিল না। যাহা 'কৃষ্ণ' নহে, সেই সকল বস্তুর সেবা করিতে অ-ভক্ত সম্প্রদায় চির প্রস্তুত। করুণা-

অবতার ব্যাসদেব সেই সমস্ত লোকেদের জন্য সাত্বত-সংহিতা প্রকাশ করেন যাহারা এই সমস্ত ব্যাপার জানিত না। সাত্বত-সংহিতা (শ্রীমদ্ভাগবত)-এর মধ্যে একমাত্র অধোক্ষজের নিঃস্বার্থ সেবা বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাকেই সর্বপ্রধান 'প্রয়োজন' বিবেচিত হইয়াছে ও সমস্ত অক্ষজবস্তুর সেবা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩১]

৩১৮। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা কিছু লোক ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হইতে পারেন কিন্তু পৃথিবীর লোক তাহাতে কি সুবিধা লাভ করিবে?

উত্তরঃ প্রকৃত ব্যাপারটি তাহা নহে; অর্চনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, পরন্তু যাঁহারা কীর্ত্তন করেন ও ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের প্রতি নহে। অর্চনকারীরা নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু কীর্ত্তনকারিগণ পৃথিবীর সেবায় রত, শুধু তাহাই নহে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী, পশু, পক্ষী, মানুষ ও দেবতা, এমন কি বৃক্ষ, লতা, পর্বতাদিরও; সেই সেবা উচ্চতম পর্য্যায়ের।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩২]

৩১৯। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর কি উপকার সাধন করিয়াছেন?

উত্তরঃ বৈষ্ণবগণ পৃথিবীর যে উপকার সাধন করিয়াছেন, রাজনীতিবিদ্-গণ সহস্র সহস্র যুগেও সেই উপকারের কোটি অংশের এক ভাগও করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা রাজনীতিবিদ্‌গণের ন্যায় ধর্মগত গোঁড়ামিপূর্ণ নীচ মনোভাবাপন্ন হইতে অপরকে উপদেশ দিতেছি না।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৩]

৩২০। প্রশ্ন ঃ কয়জন লোকই বা বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে অবহিত?

উত্তরঃ স্নাকতোত্তর কয়জন হইতেছে? কতজন নিউটন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? বিজ্ঞান চর্চ্চা পরিত্যাগ করা কি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যেহেতু অনেকগুলি অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর সৃষ্টি হইতেছে না?

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৩]

৩২১। প্রশ্ন ঃ আমাদিগকে সকল প্রকার পেশা ও দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-কর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে হইবে কি?

উত্তরঃ আমরা বৈষ্ণবগণের ন্যায় সব কিছুই করিব, কিন্তু কর্ম্মের পথ অবলম্বন করিব না। আমাদিগের পূর্বতন গুরুদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৮৫)ঃ "যাঁহার সকল চেষ্টা কায়-মন-বাক্যে শ্রীহরির সেবা করা, তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলা হয় অর্থাৎ 'জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত', তা' তিনি জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন।" "যখন কেহ পার্থিব আমোদ-প্রমোদ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং যাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল তাহা স্বীকার দ্বারা তিনি অতিশয় আকুলভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত, এই প্রকৃতির লোকেরই প্রকৃত ত্যাগ আছে।"

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৬]

৩২২। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

উত্তরঃ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈদিক ক্রিয়াদি করিবেন যাহা হরিসেবায় অনুকূল। পঞ্চরাত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, হরিসেবার জন্য শাস্ত্রে যাহা যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত ক্রিয়াদিকে সাধুগণ 'ভক্তি' নামে উল্লিখিত করিয়াছেন ও ইহার অনুষ্ঠানে উন্নততর প্রকার ভক্তি ক্রমশঃ জাগরিত হয়। নৈষ্কর্ম্মের (কর্ম হইতে বিরতির) মতবাদ ইহাই। আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তাহা যেন হরিসেবার অনকূল হয়। মুক্তিকামীর আকাঙ্ক্ষা সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি, হরিসেবা হইতে অব্যাহতি।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৯]

৩২৩। প্রশ্ন ঃ মানুষ কি ভাবে হরিসেবা করিতে পারে?

উত্তরঃ হরি-সেবা তিন ভাবে করা যায়—কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৭]

৩২৪। প্রশ্ন ঃ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কি প্রকার সেবা করা যাইতে পারে ?

উত্তরঃ কি ভাল শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে এই প্রশ্ন পিতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।৫।২৯-৩১) ঃ "ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি নিবেদিত নবধা ভক্তি যথা,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, স্তোত্রাদি দ্বারা বন্দন, সেবকের ন্যায় সেবা, সখ্য ভাবে আচরণ ও আত্মনিবেদন —এইগুলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য।" হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্রের নিকট হইতে সেবা বিষয়ে ধারণা শ্রবণ করিয়া বলেন, 'তুমি এক নূতন ধরণের ধারণা শুনাইতেছ যাহা অভিজ্ঞতা বলে অর্জিত জ্ঞানীর সম্প্রদায়ের লোক আমরা জানি না।'

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৭]

৩২৫। প্রশ্ন ঃ যাঁহারা হরি-সেবা করিবেন, তাঁহারা কি জীব-সেবা করিবেন ?

উত্তরঃ হরিই পূর্ণবস্তু; হরির সেবকগণই প্রকৃতপক্ষে জীবের সেবা করেন। যাঁহারা জীবের বাহ্যিক আকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া মনে করেন যে, হরির বহির্দেহের সেবাই হরির সেবা অথবা জীবের সেবা তাঁহারা 'বিবর্ত্তবাদী' অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিই মায়া এই মতবাদের পরিপোষক; তাঁহারা জীবসেবা করেন না, তাঁহারা কেবল 'মায়ারই' সেবা করেন, যে মায়া হরির বহির্দেহ মাত্র। এইভাবে মায়ার সেবা করিয়া নিজের উপকারও হয় না, অন্যেরও না। আপনি যদি নারায়ণের উপর দারিদ্র আরোপ করেন, তাহাতে আপনি কেবল মায়ারই সেবা করেন, নারায়ণেরও না, তাঁহার (নারায়ণের) সেবক জীবগণেরও না। বিবর্ত্তের (মায়ার) সেবা মায়ার মরীচিকার সেবা, প্রকৃত বস্তুর সেবা নহে। প্রকৃত (বাস্তব) বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ; জীবগণ তাঁহার আনুসঙ্গিক প্রতিরূপ। আমাদিগকে সেবা করিতে হইবে হরির, আমাদিগকে সেবা করিতে হইবে হরিজনের (অর্থাৎ হরির ভক্তগণের) এবং যাহারা প্রকৃত হরিজনকে বুঝিতে পারে না তাহাদিগেরও, যাহাতে তাহাদের হরিজন সম্বন্ধে

প্রকৃত বোধ আসে; আমাদের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে মানসিকভাবে ও শারীরিক ভাবেও সাহায্য করা। যাহারা হরিজনের বিপক্ষে তাহাদিগকেও সেবা করিতে হইবে, কিন্তু উদাসীন ভাবে। আমাদিগের শ্রেষ্ঠ বান্ধব ভগবানের সেবকেরা যাহাদিগের সহিত আমাদের মৈত্রী, আমার এই প্রকার মিত্রদিগের নিকট হরির সেবার কথা বলিব, যাহাদের বোধশক্তি কম আছে এবং তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ত্তব্য সকল গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা বিরোধিতা করিবে তাহাদের সহিত আমাদের সহযোগিতা থাকিবে না, যথা যাহারা জাত খোয়াইয়াছে, অজ্ঞেয়বাদিগণ, দৈহিক সুখভোগিগণ ও চার্বাকের অনুগামিগণ যাহারা মনে করে দৈহিক সুখভোগই জীবনের চরম কল্যাণ, ইত্যাদি।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৭-৩৮]

৩২৬। প্রশ্ন ঃ জীবে দয়া বা জীবগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন বলিতে কি বুঝানো হয়? অন্ন-বস্ত্র যোগান দ্বারা সাহায্য করা নয় কি?

উত্তরঃ যাহারা বহু জন্মের পর হইলেও ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছে ও ভগবানকে সেবা করতে আরম্ভ করেছে, তাঁহাদিগকেই আমরা যাহায্য করবো। অভাবীগণকে আমরা খাওয়ার, পরার ও অন্যান্য প্রকার সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব যাতে তারা হরিসেবা করতে পারে, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষার কি প্রয়োজন? ওটা কোন দয়া নয়, পরন্তু তাহাতে মানুষ মায়া কবলিত হ'তে পারে বা সন্ত্রাসবাদের দিকে প্রলুব্ধ হ'তে পারে। যে দয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের প্রতি প্রদর্শন করেছেন, তাহা দ্বারা সকলকে চিরকালের জন্য ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তি দেয়। এই দয়ায় কোনও মন্দ নাই ও যে জীব তাহা লাভ করিতে পারিয়াছে তাদের উপর পৃথিবীর কোন অমঙ্গল আসবে না; পরন্তু তাহারা প্রেমামৃত সমুদ্রে সন্তরণ করবে ও নিত্য-কাল তা'র মধুরাস্বাদ উপভোগ করবে।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৮-৩৯]

৩২৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার সহিত অপরের দয়ার পার্থক্য কোথায়?

উত্তরঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ায় কোন মন্দের ব্যাপার নাই, যাহা অন্য-প্রকার দয়ার মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার ঘনিষ্ঠতম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁহার দয়ার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—'সকল প্রকার অমঙ্গলকে দূরীভূত কারক, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পবিত্র আনন্দদায়ক, সমস্ত শাস্ত্রবিবাদকে স্তব্ধকারী, ভক্তির সু-মধুর স্বাদ বিতরণকারী, ভগবৎপ্রেমে উন্মত্তকারী, ভক্তির নিত্যসুখ প্রদায়ী, উচ্চ ও নীচের মধ্যে সাম্যভাব পরিবেশনকারী এবং অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের চরম সীমা প্রকাশকারী।' শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিচার বিবেচনা করেন—যাঁহারা নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও গৌরবর্ণ, সর্বোচ্চ উপকার বিতরণকারী, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণকারী। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার) বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে পাবে চিত্তে চমৎকার।।"

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৩৯]

৩২৮। প্রশ্ন ঃ রামায়েৎগণ কি খাঁটি বৈষ্ণব নহেন?

উত্তরঃ রামায়েৎগণ রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত; তাঁহারা প্রকৃত রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। যেহেতু তাঁহাদের অধিকাংশ মোক্ষের বাঞ্ছা করেন, সেই কারণে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে বিদ্ধ (ভেজাল) বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করেন। একবার শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী 'কাব্যপ্রকাশের' শিক্ষক শ্রীরামদাস নামক জনৈক পণ্ডিতকে পুরীতে শ্রীল মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসেন। যদিও সেই রামদাসের পরম দৈন্য লক্ষিত হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে সেবার ভাব ছিল, তথাপি তাঁহার সহিত ঔদাসীন্য ও বিরূপভাব প্রদর্শন করেন, কারণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মনের মধ্যে মোক্ষ-বাসনা উঁকি মারিতেছিল।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৪০]

৩২৯। প্রশ্ন ঃ স্মার্ত্তগণ কি বিষ্ণুপূজা করেন না ?

উত্তরঃ স্মার্ত্তগণের বিষ্ণুপূজা তাঁহাদের গণেশ, সূর্য্য, শিব ও শক্তি পূজার নামান্তর। তাহাতে বিষ্ণুর পূজা হয় না। অন্যান্য পাঁচটি বিগ্রহের ন্যায় বিষ্ণুর পূজায় তাঁহার সর্বোচ্চ মর্য্যাদা দান করে, যাঁহার সমান কিছু নাই, অন্যান্য বিগ্রহগণের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত এবং সেই ভগবানকে অন্যান্য বিগ্রহগণের সমজ্ঞান করা হয়, তাহাতে মহৎ পারমার্থিক অপরাধ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে যে ব্রহ্মা, রুদ্র ইত্যাদির সহিত শ্রীনারায়ণকে সমজ্ঞান করে—সে পাষণ্ডী। যে এক কৃষ্ণ-নামের সহিত কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের সম-জ্ঞান করে, তিনি তাহাকেও পাষণ্ডী জ্ঞান করেন। এই সমস্ত বিষয়ে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক দক্ষিণ ভারত হইতে সংগৃহীত বৈষ্ণব মতবাদের মূল্যবান্ শাস্ত্র 'ব্রহ্মসংহিতা'য় বিশেষভাবে আলোচনা আছে। 'পঞ্চোপাসনা'য় (পঞ্চবিগ্রহের পূজা) প্রাপ্ত বিষ্ণুপূজা বিষ্ণুকে তুষ্ট করে না এবং একটি বিগ্রহের পূজা হওয়ায় ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলিয়া খুবই অশোভন।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৪১-৩৪২]

৩৩০। প্রশ্ন ঃ 'অশোভন' বলা হইল কেন ?

উত্তরঃ ভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন (৯।২৩)ঃ—"যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা আমারই পূজা করে অবিধিপূর্বক।"

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৪২]

৩৩১। প্রশ্ন ঃ অবিধিপূর্বক (অশোভন) হইলেও ত তাহা কৃষ্ণেরই পূজা!

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র অধীশ্বর; এমন কি তাঁহারও উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠেরও উপর (অর্থাৎ অপ্রাকৃত অঞ্চলেরও উপর)। সুতরাং তাঁহার ভোগে (অধিকারে) কেহ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রত্যেকেই তাঁহাকে পূজা নিবেদন করিতেছে, কিন্তু তাহা অবিধিপূর্বক এবং পূজক তাহাতে লাভবান হয় না। এমন কি যাহারা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতিকে পূজা করিতেছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিফলিত শক্তিকে পূজা

করিতেছে; কারণ তাঁহা হইতে পৃথক ভাবে কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রতিফলনের পূজা হওয়ায় তাহারা নিজেদের আত্মার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং (ভগবান্ ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধের অপরিহার্য্য জ্ঞান যে) সম্বন্ধ-জ্ঞান তাহারও সঠিক জ্ঞান হয় না। সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হইলে তাহারা জানিতে পারে যে, কৃষ্ণই মূল অধীশ্বর। আরও যে প্রতিটি জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং জীবের নিত্য কর্ত্তব্য হইতেছে কৃষ্ণ-সেবা।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৪২]

৩৩২। প্রশ্ন ঃ পারমার্থিক ভূমি বলিতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ পারমার্থিক ভূমি বলিতে সেই স্থান যেখানে আমরা অপ্রাকৃতের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি। অসীম বস্তু মানুষের ইন্দ্রিয়গোচরীভূত না হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সকলেই কয়েদী। তারা সকলে অন্ধ। তাহারা তাঁহাকে (ভগবানকে) দেখিতে পায় না। উপরন্তু তাহারা ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় দেয় ও মানুষকে উদ্বেগ দেয়। "ভগবান্" শব্দটি মনুষ্য-সৃষ্ট। অভিমুখ ঠিক আছে, কিন্তু মানুষ যাহা নিজ কারখানায় উৎপাদন করে তাহা বে-ঠিক। মানুষ অ-পারমার্থিক প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। ইহা স্তব্ধ হওয়া প্রয়োজন।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৮৩-৮৪]

৩৩৩। প্রশ্ন ঃ যাহারা মানুষের হিতার্থে কর্ম করে তাহারা কি ভাল নয়?

উত্তরঃ কিছু লোক শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য ভাল হওয়ার চেষ্টা করে। তাহারা অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ যাহাতে প্রতিদানে তাহাদের সাহায্য পাইতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের লক্ষ্য পার্থিব সন্তোষ।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৮৪]

৩৩৪। প্রশ্ন ঃ ভগবানের ইচ্ছা কি ভাবে জানিতে পারা যাইবে?

উত্তরঃ আমরা অতি সূক্ষ্ম অণু এবং তিনি (ভগবান্) অসীম। যদি আমরা আন্তরিক হই ও তাঁহার শরণাপন্ন হই, তখনই আমরা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিব

ও তাঁহার ইচ্ছা জানিব। কিছু আত্মবিশ্বাসী লোক আছে যাহারা মনে করে যে, তাহারা নিজেদের লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সব কিছুই জানে। কিন্তু অসীম বস্তুকে নিজেদের লব্ধ জ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। সে-জাতীয় প্রচেষ্টা চক্ষুর রেটিনা হইতে আলোক-রশ্মি সূর্য্যে প্রেরণ করিয়া সূর্য্য যে কি বস্তু তাহা জানার। পৃথিবীর এই অজ্ঞাবাদী ও কর্মকাণ্ডীগণের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু নাই। তাহারা ভক্তি লাভ হইতে আমাদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে। ভক্তগণ খুব বুদ্ধিমান। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকিব যখন করুণাময় ভগবান্ তাঁহার দূতকে প্রেরণ করিবেন এই পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে, যাহাকে আমরা বলি মৃত্যু। তখনই আমরা ভক্তের জীবন-যাপন করিতে পারিব। ভক্তগণের মধ্য হইতেই আমরা বন্ধু বাছাই করিয়া লইব। অজ্ঞাবাদীগণ ও কর্মকাণ্ডীগণ আমাদিগকে শুধু অসুবিধাতেই ফেলিবে। একমাত্র ভক্তগণই বিচক্ষণ ও উত্তম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জন। ভক্তির পথই সর্বাপেক্ষা ছোট ও সহজতম। ইহার শ্রেয়ঃ যে এই পৃথিবীতে আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ছেড়ে আসা। যাহারা পার্থিব ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত সব কিছুই বর্জন করিতে চাই। আমরা নিজদিগকে তৃণ হইতে সুনীচ জ্ঞান করিব। আমরা এখন এমন কতকগুলি বস্তু লাভ করিয়াছি যাহা আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে একান্ত নিষ্ফল। একমাত্র ভক্তগণের উপদেশই আমরা মানিয়া লইব—যে ভক্তগণের একমাত্র কার্য্য হইতেছে অসীমের সংস্পর্শে আসা।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৮৪-৮৫]

৩৩৫। প্রশ্ন ঃ আমরা কেন 'সেবা'র প্রয়োজনীয়তা বোধ করি?

উত্তরঃ যত পেশা আছে উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে অসীমের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। মানুষ চায় বাহ্য ব্যাপারের উপর প্রভুত্ব করিতে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে সেই বাহ্যিক ব্যাপারের দাস হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যাহারা ধূমপান ও মাদক দ্রব্য ভোগ করিতে চায়, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে। ভক্ত আমরা নিজ সত্ত্বাকে অখণ্ডের মধ্যে বিলীন করিতে চাহি না, আমরা ভক্তির পথ অবলম্বন করিতে চাহি ও কিছু স্থায়ী

নিয়োগ চাই। আমাদেরকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে আমরা প্রকৃতপক্ষে কি। আমরা কি বাহ্যিক কাঠামো, ইন্দ্রিয়সমূহের আধার অথবা মন? আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, এগুলি সবই বহিরাগত বস্তু আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত মলিনতা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমাদের একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি—যাহা বলিতে পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত ও নির্ভেজাল সেবা বোঝায়।

[Sri Chaitanya's Teachings, পৃঃ ৩৮৭]

৩৩৬। প্রশ্ন ঃ বাস্তব সত্য কি?

উত্তরঃ সবিশেষ বিগ্রহ ভগবানই বাস্তব সত্য। তা' বৈশেষিকাদি দার্শনিক-গণ দ্বারা কথিত দ্রব্যগুণাদির ন্যায় নহে।

[প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (শ্রীহরিকৃপা দাস) পৃঃ ১৫৬]

৩৩৭। প্রশ্ন ঃ বাস্তব সত্য সম্বন্ধে যখন বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত, তখন আমরা কি প্রকারে বাস্তব সত্য নিরুপণ করতে পারি?

উত্তর ঃ বাস্তবসত্য স্ব-প্রকাশ। তা' অচেতন নয়। পরন্তু স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট। তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন।

৩৩৮। প্রশ্ন ঃ যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তা' কেমনে ধারণা করা যায়?

উত্তরঃ বাস্তব সত্য স্ব-প্রকাশ। তিনি নিজেই নিজের দিব্য শক্তি দিয়ে আপনাকে বাস্তব সত্য গ্রহণের যোগ্যতা দিবেন এবং নিজেকে আপনার কাছে প্রকাশ করেন।

৩৩৯। প্রশ্ন ঃ (পণ্ডিত মোহন লাল কাপুর) পাঞ্জাব প্রদেশে ভাগবত ধর্ম্মের কথা প্রচারিত হলে আর্য্য সমাজ সন্তুষ্ট হবেন না।

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভাগবত নিরপেক্ষ বাস্তব-সত্যের প্রচারক। তা' নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের পরম প্রিয় বস্তু। মৎসর ব্যক্তিগণের প্রিয় হতে পারলেও বাস্তব সত্য হানিগ্রস্ত হবে না।

৩৪০। প্রশ্ন ঃ ভাগবতের দশম স্কন্ধে যে সব অশ্লীল কথা রয়েছে, তাতে মনে হয় ভাগবত শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না। ভাগবত অপেক্ষা গীতা পণ্ডিত সমাজের অধিক প্রিয়।

উত্তরঃ গীতা শিশু শ্রেণীর পাঠ্য। ভাগবত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের পাঠ্য। যারা পারমার্থিকতার কিছুই জানে না, তাদের পারমার্থিকতার প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করবার জন্যই হচ্ছে গীতাশাস্ত্র। যাঁরা পরাবিদ্যায় এম্. এ., পি.এইচ.ডি. শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকার।

৩৪১। প্রশ্নঃ আপনি কি বলতে চান ভাগবত–গীতা অপেক্ষা উচ্চ গ্রন্থ?

উত্তরঃ ভাগবতবেত্তা নিরপেক্ষ সুধীগণ গীতা ও ভাগবতে কখনও ভেদ দর্শন করেন না। গীতা বা মহাভারত ধর্মের পরিণতিই হচ্ছে ভাগবত ধর্ম্ম।

৩৪২। প্রশ্ন ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কোন্ শাস্ত্র সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত?

উত্তরঃ বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই বেদান্তের সার্বদেশিক ও বাস্তব তাৎপর্য্য প্রচার করেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য।

৩৪৩। প্রশ্ন ঃ শ্রীমদ্ভাগবতের আগে দেবী-ভাগবত রচিত হয়েছে?

উত্তর ঃ দেবী ভাগবত আধুনিক পুঁথি; শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য ভাগবতের অনুকরণে রচিত হয়েছে।

৩৪৪। প্রশ্ন ঃ মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যখন দেবী ভাগবতের টীকা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই দেবী-ভাগবত সুপ্রাচীন, শ্রীমদ্ভাগবতেরও আগেকার?

উত্তর ঃ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদ নীলকণ্ঠ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রথমেই শ্রীধর স্বামিপাদকে বন্দনা করেছেন—

'প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্‌গুরুন্।
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারেভে।।'

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এবং আধুনিক দেবী-ভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয়ে এক ব্যক্তি নন। তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ। চতুর্দ্ধব-বংশ গোবিন্দ সূরীর পুত্র। দেবী ভাগবেতর টীকাকার নীলকণ্ঠ শ্রীরঙ্গনাথ দেশিকের পুত্র।

৩৪৫। প্রশ্ন ঃ কেহ কেহ যে বলেন, ভাগবত ব্যোপদেব রচিত?

উত্তর ঃ আধুনিক দেবী-ভাগবতের অনুসরণকারী মৎসর অবৈষ্ণব টীকাকারগণ ভাগবত-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার করবার জন্য এরূপ গল্প রচনা করেছেন।

৩৪৬। প্রশ্ন ঃ ভাগবত ব্যোপদেবের রচিত নয়—এ প্রমাণ আপনি দিতে পারেন কি?

উত্তর ঃ বহু বহু প্রমাণ দ্বারা দেখাবো শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাস রচিত। ভাগবত সাক্ষাৎ অধোক্ষজ ভগবদ্‌বতার।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উপসংহারে ব্যোপদেব নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

বিদ্বদ্ধনেশ্বর ছাত্রো ভিষক্ কেশব-নন্দনঃ।
ব্যোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্।।

ব্যোপদেব ধনেশ্বর পণ্ডিতের ছাত্র। তাঁর পিতার নাম—কেশব কবিরাজ। জাতিতে বৈদ্য। তিনি বেদপদা নামক গ্রামে বাস করতেন।

ব্যোপদেব স্বকৃত ভাগবতের টীকা মুক্তাফল নামক গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন—

বিদ্বদ্ধনেশ-শিষ্যেন ভিষক্কেশব-সূণুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ।।

এ শ্লোকের মধ্যে ব্যোপদেব গুরু—ধনেশ্বরের, পিতা—কবিরাজ কেশবের নাম ও মিত্র—হেমাদ্রি পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেছেন।

পণ্ডিত হেমাদ্রি ছিলেন মহারাষ্ট্রবীর মহাদেব ও রামদেব রায়ের রাজসভা পণ্ডিত। তিনি 'চতুর্বর্গ চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীব্যোপদেব 'মুক্তাফল' ও 'হরিলীলা শিখরিণী' নামক ভাগবতের টীকা এবং কারিকা-গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যোপদেবের সঠিক গ্রন্থ হলে জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী তাঁর টীকা করতেন না। আধুনিক শৈব উপনামক নীলকণ্ঠ একমাত্র দেবী-ভাগবতের টীকা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সমস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় আচার্য্যগণ করেছেন।

[প্রশ্ন ৩৩৭ হইতে ৩৪৬ 'প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (শ্রীহরিকৃপা দাস) পৃঃ ১৫৬ হইতে ১৫৯]

৩৪৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীবলদেব ইঁহাদের মধ্যে কোনও ভেদ আছে কি?

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিল রসামৃতসিন্ধু। সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ-বিগ্রহ অভিন্ন বস্তু শ্রীবলদেব। তিনিও ব্রজরাজকুমার বলে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সকল কথা আছে, তাঁর মধ্যেও তা' আছে। তাঁকে কৃষ্ণ বলা হয় না, বলরাম বলা হয়। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন, দেবাসুরগণ যাঁর উপসনা করেন, তিনিই স্বয়ংপ্রকাশ বলরাম। সুরসুরগণ স্বয়ংরূপ বস্তুর উপাসনা না করে স্বয়ং প্রকাশ বস্তুর উপাসনা করে। যেহেতু স্বয়ং রূপবস্তু স্বয়ংরূপ প্রকাশের দ্বারা ব্যতীত স্বয়ং নিজের পরিচয় দেন না। সেই স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীবলদেব প্রভু। মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যুহরূপে তিনি প্রকাশিত আছেন।

[ঐ, পৃঃ ১৬৯]

৩৪৮। প্রশ্ন ঃ শ্রীকৃষ্ণ কয়রূপে প্রকাশিত?

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চরূপে প্রকাশিত— ১। স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ, ২। পরস্বরূপ, ৩। বৈভব-স্বরূপ, ৪। অন্তর্য্যামী স্বরূপ ও ৫। অর্চ্চা-স্বরূপ।

[ঐ, পৃঃ ১৬৯]

৩৪৯। প্রশ্ন ঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিচার ও গৌড়ীয়ের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের দিক দিয়া কোন্‌টি অধিকতর উৎকর্ষ ?

উত্তরঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিচার অপেক্ষা গৌড়ীয়ের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষ বেশী। শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্বে গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রধাকুণ্ডতট কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময় কল্পতরুতলে নব নব অপূর্ব বিহারের কথা, কোন উপাসক বা আচার্য্য সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথা মাত্র অবগত ছিলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুনন্দিনী কি প্রকারে কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করে থাকেন, পূর্ব্বে কাহারও সে রস-মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্যের কথা জানা ছিল না এবং সেবার অধিকার ছিল না। বংশী ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া ও পরোঢ়া বহু কৃষ্ণসেবিকা রাসস্থলীতে যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী কথিত—"দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতি-রতিমধুপানার্ক পূজাদিলীলৌ" পদ নির্দ্দিষ্ট লীলার পরাকাষ্ঠায় প্রবেশ সৌভাগ্যের কথা মধুররস-সেবী শ্রীগৌড়জন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের যে লভ্য নহে,—একথা নিমানন্দ সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই।

["দোলারণ্যাম্বু" ইত্যাদি—মধ্যাহ্নকালে শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধাকুণ্ড-তটে দোলা খেলা, অরণ্য-বিহার, জল-বিহার, বংশী-অপহরণ, মধুপান ও সূর্য্যপূজাদি লীলা করিতেন। শ্রীমদ্ রূপপাদ এ সমস্ত বিশেষভাবে বর্ণন করেছেন।]

বিষ্ণুস্বামীপাদের আনুগত্যের বিচারে লীলাশুক বিল্বমঙ্গল 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' মধুর রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করলেও তাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৃষভানুসূতার মাধ্যাহ্নিক লীলার পরম চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই। এমন কি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থেও উহা কীর্ত্তন করা হয় নাই।

বৃষভানুনন্দিনীর গূঢ় কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে; কিন্তু অস্পষ্টভাবে। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতি গুহ্য বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব তা' অস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

বৃন্দাবন ভগবানের নৈশ বিহারস্থলী। রাধাকুণ্ড মাধ্যাহ্নিক বিহার ক্ষেত্র। রাধাকুণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভজন রহস্যের সর্বোচ্চ দুর্গ। সেই জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু গৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন আরিষ্টগ্রামে শ্রীকুণ্ড ছিল।

[ঐ, পৃঃ ১৭২-১৭৪]

৩৫০। প্রশ্ন ঃ রাসস্থলী কয়টি ?

উত্তরঃ ১। যামুন-রাস—বৃন্দাবনের ধীর-সমীরে।

২। পরাসৈলিতে রাস—গোবর্দ্ধনে।

৩। রাধাকুণ্ডে রাস—এই তিনটি রাসস্থলী।

রাধাকুণ্ড হইতে চলিয়া যাওয়ার কথা নাই। বৃন্দাবনের রাসস্থলী ও পরাসৈলির রাসস্থলী—উভয় স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার সঙ্গ লাভের জন্য লুব্ধ হন।

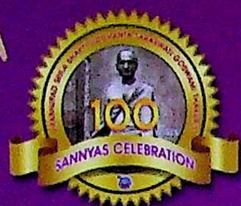
চন্দ্রা, শৈব্যা, ভদ্রা প্রভৃতি (চন্দ্রাবলীর সখীগণ) রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারেন না। বল্লভাচার্য্য, হরিবংশ, নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজন-রহস্যে প্রবেশাধিকার নাই।

এই বৃন্দাবনের যে দিকেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের দৃষ্টি পতিত হয়, সেই দিকেই তিনি শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের স্ফূর্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন। এই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য শ্রীরাধাময় হইয়া নিত্য বিরাজিত।

[ঐ, পৃঃ ১৭৪]



সমাপ্ত



প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সমাধি মন্দির
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।